

ক
০২৪

পবিত্র প্রণয়

কাব্য ।

শ্রীগোপীনাথ, (দ্বাদশ) ওষ্ঠ

প্রণীত

কলিকাতা

বিজ্ঞাপন প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন দ্বারা

প্রদ্রষ্ট



সন ১৯৮২ সাল

উপহার।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণে

সম্প্রদত্ত বিনতি নিবেদন মিদঃ

আমার বচিত প্রিয়দর্শন, হিতবোধ ও নীতিগর্ভ
নামক তিন খণ্ড পুস্তক দেখিয়া মহাশয় সন্তোষ
প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমি প্রবল উৎসাহে
এই “পবিত্র প্রণয়” নামক কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত
হই। অক্ষণে পবিত্র প্রণয় মুদ্রিত হইয়া মহাশয়ের
দৃষ্টি-প্রসাদ লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। এই
কাব্য মহাশয়ের সন্তোষ সম্পাদনেশক্য হউক ইহাই
আমার অভিলাষিত কিন্তু ক্লতকার্য্য হইতে পারিবে,
কিন্তু অসোগ্য ব্যক্তির অনুকারের উৎসাহ বিবদশ, এই
কথা স্মরণ করাইয়া মহাশয়কে অশুধী করিবে,
আমি ইহার কিছুই জানিনা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কোন পুস্তক
পদ্যে লিখিয়া দেখি কেমন হয়, এই ইচ্ছার বশীভূত
হইয়া পবিত্র প্রণয় পদ্যে লিখিয়াছি, নতুবা কখন
ইহা এমত দুরভিলাষ করিনাই। যদি মহাশয়
ও অন্য পাঠকগণ ইহার প্রতি অস্বীকার করেন তবে

পুনরায় কোন পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা হইলে পদ্য লিখিতে চেষ্টা করিব, তাহা না হইলে আমার পদ্য লিখিবার উৎসাহের আদি, মধ্য ও শেষ এই মাত্র।

মহাশয় ও পাঠকগণ মনে করিতে পারেন এই গ্রন্থের সার্বভৌমত্বই কাব্যিক, কিন্তু ভাষা নহে; একটি সমূলক গল্প অবলম্বন করিয়া কেবল পান্ডু-প্রণয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাই কাব্যিক।

কোন গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ মাত্র বোঝানো হওয়া যেমন সহজ, এই কাব্য-নিবন্ধে পদ্য সকল সেই রূপ সহজ করিবার উদ্দেশে ইচ্ছাতে প্রেলিত অগভ্রাংশ পদ্য বাছিয়া রূপে নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং একরূপ ছন্দের পদ্য পুনঃ ২ পাত করিতে বিরক্তি জন্মিতে পারে এই নিমিত্তে প্রায় কোন ছন্দই দ্বিতীয় বার লিখিত হয় নাই। উক্তি

সন ১২৮২ সাল তারিখ ২৬শে আষাঢ়।

নিবাস বর্দ্ধমানান্তঃপাতী

শ্রীধর

অনুগতস্য

শ্রীগোপীনাথ গুপ্তস্য

পবিত্রপ্রণয় ।

— ০০—০০ —

মঙ্গলাচরণ ।

— ০০—০০ —

হে শিব শঙ্কর ! লহ মম প্রণতি ।
হর রূপা-লোচনে শুভ্র বিনতি ॥
অজ্ঞ দুর্দাসয়, চিত্ত-শুদ্ধি-দীন,
শক্তি কি হেন তুমি, প্রকাশি ভক্তি ।
কিনোক-শরণ্য, আশুতোষ-মহিম,
তাই তাকি সহসা এমতি ॥

ওয়ো !-ওক প্রার্থনা কিছু নাহি করিব ।
অংশা গাঁথি ভাষাকূলে গাথা বিরচিব ॥
উচ্চ বিষমতম, ভাষা-কুসুমতক,
মূলে বসি ডালে ফুল, কেমনে তুলিব ।
নাও হে মহেশ, শক্তি বিশেষ হেন,
বাহ্যমত সেকুল লভিব ॥

ভাব-সৌরভ রস-মকরন্ধ স্ফুরিবে ।
 হেন ফুল চাহি তারি গাঁথনি হইনে ॥
 নক্ষীয় মধুকর, বিজ্ঞ রসাস্বাদে,
 ভাল বিনা যাতে ভাতে, ভুষিতে নারিবে ।
 নতুবা অকিঞ্চন বর নাচে পদতলে,
 প্রভো ! ইহা স্মরণে রাখিবে ॥

প্রস্তারম্ভ ।

প্রথম সর্গ ।

জলধির তীরে করে, উড়িয়া উজ্জ্বল ।
 জগন্নাথ ক্ষেত্র, বার খ্যাতি নীলাচল ॥
 জগন্নাথ দরশনে, পাপ কর আশে ।
 জ্বরিত কত ব্যক্তি সেথা যায় আসে ॥
 মাধবের দোলে, আর বরিষার রথে ।
 লোকারণ্য হ'য়ে বার, যরে যাচে পথে ॥
 বিশেষোৎসব, হ'লে নর কলেবর ।
 বারু প্রবেশিতে নারে, ভিড়ের ভিতর ॥
 অনিষ্ট সম্ভব হয়, তখন কেমন ।
 সে জানে তা, সে জনতা, দেখেছে যে জন ॥
 সর্দিগর্খি, রিক্‌চিকা, হইয়া দুর্কার ।
 অবদায় নাশে যাজি হাজার হাজার ॥

পুণ্যধামে কেন হয় এমন দুর্গতি ?
 জানে তত্ত্ব জগন্নাথ অপর নিয়তি ॥
 বড় শোকাবহ কাণ্ড, ঘটে এক বার ।
 প্রতিদিন মরে লোক, বিংশতি হাজার ॥
 যেখানে সেখানে শব পচিতে লাগিল ।
 শ্মশান, বসতি, পথ, সমান হইল ॥
 যে দুর্গন্ধ হ'লো, যেন একভূ যাবেনা ।
 ছদ্মিনের পথেতেও, নাসিকা ভোলেনা ॥
 একে সে দুর্গন্ধ, তার রোগ সংক্রামক ।
 বাঁচিত কি, না পলালে, অবশিষ্ট লোক ?
 বাঁচিবার বিলক্ষণ, আশা যার আছে ।
 চিকিৎসা, সুরক্ষাব্যতাবে, সেও নাহি বাঁচে ॥
 নিদাঘে চাতক যেন, যেঘে চায় জল ।
 শূন্য ঘরে কেহ করে, দে জল দে জল ॥
 অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কেহ, সঙ্গীগণে কয় ।
 " ছাড়িয়া যেওনা শুন, দীনের বিনয় " ॥
 আগড় ঠেলিয়া শিবা, ধরে টানে কারে ।
 প্রাণ আছে বল নাই, আহা, কে নিবারে ?
 খুঁটে বাঁধা অর্থ কারো, চোরে লয়ে যায় ।
 বল, বাক্য, নাহি সুধু, ফেল ফেল চায় ॥
 বাড়ি ভাঙ ফেলি কেহ, বহির্দেশে যায় ।
 দিলনা ওলাই চণ্ডী, কিরিতে ভাষায় ॥

মুগ্ধমাণ প্রিয়া দেখি, এত কঁাদে কেহ ?
 গালটি দেখি যে নাবো কঁাদে, নাহি সেহ ?
 কোননারী কঁাদে, দূতকাণ্ড কেবল করি ।
 বাল, "নাথ ! কোথা গেলো মোরে পরিচর ?"
 তোমা বিনে দুঃখিনী, কে আছে সংসারে ।
 জেনে জনে একা কেন, ব্যক্তিনে আশারে ।
 কল জাল বাসিতে, রাশিনে ঢেঁপে ঢেঁপে ।
 আজ কেন ফেলিলো, এ নিম কণ শোক ?
 বড় পুণ্য হেঁপুলে পুণ্যে এত দ্বন্দ্ব ।
 "এই পুণ্য লেই নাকি বাসিনায় নাথ ?"
 প্রায়সীর শোকে, কহ পাণলের প্রাণ
 মৃত দেহ ধরে রাখে, ছাঁড়িলে নাচর ?
 বলে "প্রিয়ে ! দয়া বাবে, আমি যাব সংসার,
 প্রতি ঘরে বতী দিব, অন্য কার হাতে ?"
 অবলা সরলা যোর, হৃদয়ের ধন ।
 সে যাবে রহিব আমি, হয় কি এমন ?
 যাই যাব দৌছে নৈলে কিরাব প্রিয়ায় ;
 জানেনা কি বিধি, এক প্রাণ দুই কাঁয় ?
 নিতান্ত না শোনে বিধি, ধরি প্রিয়াগলে ।
 নিভাব বিচ্ছেদানল, ডুবি অন্ধি-জলে ॥"
 জনক জননী কঁাদে, পাড়িয়া ধূলার ।
 নিকটে কোলের ছেলে, জীব-শূন্য কার !

প্রথম সর্গ ।

একটিপার দেখি ক্রমে, যাত্রি পলাইল ।

রথ টানে কেবা, শোব এমন হইল ॥

যেন দাবানল প্রায়, মহামারী বেড়া দায়,

যোর দায় আর কি এমন ?

বিনোদে বিপদ হ'লে কি বিজিত করে তোলেন।

সেই জ্ঞানে ভুগেছে যে জন ॥

এ কথা কহি শ্রবণ, নির্দয়ের ক'ন্দে মন,

সদয় দেখিলে কি প্রকার ।

দয়ালুর নিত্য-দয়, পর উপকার কয়

পরদুঃখ দুখেই ভাষায় ॥

কুপিনে-রেখা ওয়াইলা বস্ত্রহীনে বস্ত্রদিয়া,

আরোগ্য বিলায়ে কয় জনে ।

বিপদের দায় হরি, অনাথে সনাথ করি,

সমানক সদয়ের মনে ॥

সে, আনন্দে ছুটমন, বকের বকের মন,

কটকে বিষয় কার্যে স্থিতি ।

পুরী-দায়ে সে সময়, তাঁহার উদয় হয়,

পর উপকারে পেতে প্রীতি ॥

*ইহঁর নাম ৮ ঠাকুরদাস রায়, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত
শাক্তিয়া গ্রাম ইহঁর জন্মভূমি, ইনি গবর্ণমেন্টের মিলক
হালের দেওয়ানী কার্যোপলক্ষে কটকে অবস্থিতি করিতেন ।

যথা সাধ্য যতনেতে, সে বিপদ সময়েতে,
সাহায্য করেন কতজনে ।

উচিত ঔষধ পথ্য, বিতরেন লয়ে তথ্য,
যে যেমন রোগী যে কারণে ॥

এঁরি গুণে কত লোক, না দিয়া কাহারে শোক,
জীবন পাউরা দেখে দেশ ।

এঁরি দানশীলতায়, দুঃখী যাত্রি কত পায়,
অন্ন, বস্ত্র, পাণেয় বিশেষ ॥

সে সাধুর পরিচয়, এই যাত্রা আর নয়,
তাহা নয়, প্রতি দোলে রথে ।

যত দিন ছিল প্রাণ, এ প্রকারে মতিমান,
করেছেন পূরণ এ ত্রিতে ॥

এক দিন রজনীতে, জগন্নাথ দরশিতে,
আসিতে আসিতে দৈবাধীন ।

সাধুর অবগ-দ্বারে, প্রবেশিল বারে বারে,
বালকের স্বর অতি ক্ষীণ ॥

সারি সারি পড়ে শব, তার মাঝে অসম্ভব,
জীবিতের স্বর একি একি !

চমকি চঞ্চল মনে, কহিলেন ভৃত্যগণে,
“আলো দেখা অশেষিয়া দেখি” ॥

যড়াকি ছুঁইতে আছে, শেয়াল কুকুরে পাছে,
দংশে তবে ঘোর দান্ন হবে ।

ভূতের আড়ক এই, এর মাঝে যেতে নেই,”
নিষেধ করিল ভূত সবে ॥

নাশনিয়া সে বারণ, নিজে করি অশ্বেষণ,
দেখিলেন জীবিত বালক,
পরম-সুন্দর কায়, কানিতেছে উভরায়,
পাতিতেছে চক্ষের পলক ॥

“গো মাগো কোলে নেগো, ওগো মাগোমাইনেগো”
ব'লে সত্যতর আশ্বসরে ।

তাতিতেছে দুই ধ'র, আছে কে নিকটে তার,
কোথা আছে নাজানে অন্তরে ॥

“আহামরি কার ছেলে, জীবন্তে দিয়েছে ফেলে,
মৃত্যুমাঝে মৃত্যুর শয্যায় ।

কে করিল এ কুবাব, মরুক সে পাড়ি বাজ,
ছেলে ফেলে প্রাণ লয়ে যায় ॥

ছেলে ব'লে ছেলে হায়, ম'নেও না ফেলা যায়,
ফেলে যাবে মনে নাহি লয় ।

মরেছে জননী তাত, তাতিই হ'য়ে অনাথ,
প'ড়ে আছে এই জ্ঞান হয় ॥

আহা, কিদশা তোমার, কিছুই জাননা তার,
জ্ঞান পেলে এ প্রাণ যাইত ।

নিরাশ্রয় অন্ধকারে, শব সহ শবাকারে,
নাজানিয়া আছে জীবিত ॥

শৈশব দুঃখের নয়, বিধাতা তোর সদয়.

নতুবা একপে কেবা বাঁচে ।

বুঝিলাম জগন্নাথ, দেখিয়া তোরে অন্যে,

প্রহরী ছিলেন তবে কাঁচে ॥

দুরন্ত মাৎসাশী কত, ফিরাতেছে উভয়-;

তারাও কি করি অনুগ্রহ ।

করিয়াছে সুরক্ষিত, হুঁতে খেলে কি চহত

তোরে বহু অনুকূল গ্রহ ॥

সাধু এই কথা বাদে, ধৌত করি মেত্র-জাণে.

ক্রোড় তুলি আনিলা বাণায় ।

ক্রমে শিশু সুস্থ হ'লো, নগরেতে হটে গেল

এই বিবরণ সমুদায় ॥

কোথাকার কার ছেলে, কেহনা সন্মান পোলে.

কেবল কহিল এক ডান ।

‘‘দাসা ক'রে, মোরঘরে, ছিল এক ভদ্রনরে.

এবালক তাহার নন্দন ॥

শরৎ ইহার নাম, পিতৃ-নাম প্রভুরাম.

সজ্জিছিল জননী ইহার ।

এর বিশুটিকা হ'লো, হয়েগেল মলো মলো,

বাঁচিবার না দেখি আকার ॥

সঙ্গীগণে চলিয়ায়, তাই. তাজিয়া ইহার.

এর মাতা পিতা গেছে দেশে ।

প্রথম সর্গ ।

আমিও দেখিনি পারে, মরিয়াছে মনে করে,

যেতরে ফেলিয়া দেয় শেষে ॥ ”

শরৎ ইহার নাম, পিতা হয় প্রভুরাম.

এই মাত্র পেরে পরিচয় ।

আনি তায় কটকোতে. দয়া পূর্ণ যতনেতে,

পালে সাধু যেমন তনয় ॥

একে মনোহর, পরম-সুন্দর.

তাহে ঋজু শিশুমতি ।

বিশেষ তাহার, কেহ নাহি আর.

সবে ভাল বাসে অতি ॥

স্নেহ বাড়াইয়া, দিন গুড়াইয়া.

বাড়িতে জাগিলা ক্রমে ।

লিখিতে পাড়িতে, শিখিলা ক্রমেতে.

অকাতর পরিশ্রমে ॥

সাধুর যে মতি, শরতের প্রতি.

দয়া যায় অতিশয় ।

শরৎ তেমতি, প্রকাশি ভকতি,

করে তার বিনিময় ॥

করি উপার্জন, সুখী হবে মন,

করি এই অভিলাষ ।

বিশ্বয় কাষেতে, নিয়োজি শরতে,
সাধু পায় সমুজ্জাস ॥

গুণ থাকে যার, মান কি তাহার.

অন্তরে থাকিতে পারে ।

কুসুম ফুটিলে, সুরভি ছুটিলে,
অলি সমাদরে তারে ॥

কাষের কোশলে, তুষিত সকলে,
সাধুর বাড়িল ফের ।

স্বযোগ এমন, করিতে অর্জন,
অক্ষয় হয় কি কেহ ?

যৌবন উদিল, অজ্ঞান ছুটিল,
অর্জনের পথ খোলা ।

তবু স্মৃতি নাই, শরৎ সদাই,
ভাবিগ্না হয় বিভোলা ॥

“মাতা পিতা কোথা, ভাতার বারতা,
কেদাবে কিরূপে পাব ।”

কেন থাকি হেথা, মাতা পিতা যেথা
খুজি লয়ে সেথা যাব ॥”

করি এই স্থির, শরৎ অধীর,
হেন কালে কোন জন ।

ছল ছল চোখ, প্রকাশিয়া লোক.
আসিল সাধু-সদন ॥

প্রথম সর্গ ।

সবিনয়ে কয়, “মম ভাগ্যোদয়,
দেখিলু সে ভাগ্যধর ।
দয়া অবতার, স্থান সাধুতার,
যে গুণগণ-আকর ॥
যেবিনা যাহার, নাহি উপহার,
স্থান আন কোন জনে ।
যোষে যার যশ, এই দিক্ দশ,
তাঁরে হেরি এনরনে ॥
বিপন্ন-আশ্রয়, দীনে দয়াঘর,
বাচকের দুখ-ব্রাতা ।
সেই অমানুষ, এহেন পুরুষ,
শরতে জীবনদাতা ” ॥
কহিতে কহিতে, নয়ন-বারিতে,
অতিথি আকুল হয় ।
সস্তাষিয়া তায়, সাধু নম্র তায়,
জিজ্ঞাসিলা পরিচয় ॥
“পরিচয় দিতে, লাজ পাই চিতে,
আমি অতি অভাজন ।
অনুতাপী তাই, বলিবারে চাই,
স্বযুখে পাপ-বচন ॥
ওরে পাপাচার, জীবন আমার,
প্রস্তুত হও এখনি ।

পরিচয় দিয়া, বিদায় লইয়া,

যেতে চাপে রে তখনি ॥

রে পাপ জীবন ! তোমারি কারণ,

হয়েছি গর্হিত কারী ।

কেন খেয়ে লাজ, করেছি নে কাহ

অরূপ কহিতে নারি ।

কেন বাঁচিলান, আমি প্রভুরাম,

তনয়ের শত্রু হ'য়ে ।

আর কেহ নহ, নরৎ তনয়,

অমে ত্যাগি অনাক্রয়ে ॥

এতক কহিয়া, যেন আহাডিয়া,

পড়ে যায় অভ্যাগত ।

সাধু তাতে ধ'রে, আসন উপরে,

বসান আদরি কত ॥

পুনঃ কাঁদি বলে, "আর বাছা, কোলে,

নরৎ হারান ধন ।

নেপুক নয়ন, যুড়াক জীবন,

সুখী হোক দুখীমন ।

করেছি যে পাপ, তাতে তোর বাপ,

হইবার যোগ্য নই ।

রূপা জন্ম-দাতা, এবে পিতা মাতা,

নাহি তোর সাধু বই ॥

গতানুশোচনা, দিতেছে বেদনা,
 তাই ভাবি ভাবি ননে ।
 তাতে বেঁচে থাক, পাব তোর দেখা,
 বুঝি এই সে কারণে ॥
 আমাহঁতে তোরে, বিপদ বিঘোরে,
 পড়ি হ'লো ছুখ পেতে ।
 একথা তোমার, নহে ভুলিবার,
 জাগিবেক অন্তরেতে ॥
 সুধুকি তোমার ? এসব আমার,
 জানিবে ভালের ফের ।
 বরকচি সম, আমার এ ভয়,
 তোর দশা মিহিরের ॥
 ভাগ্যেতে যা ছিল প্রচুর ফলিল,
 ভুলে সব পরিতাপ ।
 হ'য়েছ কেমন, দেখাও এখন,
 বাবা ব'লে ডাক বাপ " ॥
 এসব কথায়, সাধুর সভায়,
 পরিচয় প্রকাশিল ।
 মিলাইল খাতা, শরতের পিতা,
 ঘরে পরে প্রচারিল ॥
 শরতেরে ডাকি সাধু মাঝে থাকি,
 দুই জনে মিলাইলা ।

পিতা পুত্র দৌড়ে, বিচেতন ঘোড়ে,

সাধু সাধু বুঝাইলা ॥

অপরের ধন, পেয়ে সাধুজন,

যবে দেয় করে তার ।

সুখিত যেমন, হয় তার মন,

সাধু-মন সে প্রকার ॥

আধার ছাড়িয়া, আগোকে আসিয়া

যেমন সন্তোষ মিলে ।

সে রূপ সন্তোষে, শরভেরে ভোষে,

ক্ষুধা বুঝি ক্ষুধা নিলে ॥

মরে শিশুহেলে, সুবা দেখা পোলে,

সহসা পোলে রতনে ।

কত সুখ তার, সে জানে যে পার,

প্রভুরাম গায় মনে ॥

পরে প্রকাশিল প্রভুরাম, “চাঁকার নিকটে মোর ধাম ।

লোক ঘুখে তত্ত্ব শুনি, দিন রাত্রি নাহি গুনি,

এলাম ধাইয়া অবিশ্রাম ॥

দেখিলু সাধুর সাধুতায়, শরতে পোলাম পুনরায় ।

সাধুর কল্যাণ হোক, এযশঃ ঘুঘুক লোক,

দীর্ঘ আয়ুঃ বিধি দিন তাঁয়” ॥

সাধু সুবিনয়ী অতিশয়, কহিলা “কি বল মহাশয় ?

কেবা কিবা করে কার, বিধি যা করেন যার,

অবশ্যই তার তাই হয় ॥

শরতের ভাগ্যে বাহা ছিল, বিধির বিধানে তা ঘটিল ।

আমি উপলক্ষ ভায়, ধনা-বাদ বিধাতায়,

ভায়া-ধন তাঁ হোতে মিলিল ॥ ”

সাধু প্রভু উভয়ে বিস্তর, শিক্ষাচার হ'লে তার পর ।

অনেকে আলাপ করে, প্রভু হুখিত অন্তরে,

প্রভুর বাড়িল সমাদর ॥

শিক্ষেজনে করে যে প্রকার, পিতার সহিত ব্যবহার ।

শরৎ ভেয়ানি ধারা, তুষ্ট করে ভক্তি দ্বারা,

আজ্ঞাকারী সদাই পিতার ॥

এই রূপে কিছুকালান্তর, প্রভুরাম হ'য়ে হরষিত ।

সাধু প্রতি প্রিয়ভাবে, কহিল বড় উল্লাসে,

“ আজি এক ইচ্ছা উপস্থিত ॥

উপার্জনে হ'য়েছে সক্ষম, আঠার বৎসর বয়ঃক্রম ।

এসময় শরতের, উপযুক্ত বিবাহের,

আজ্ঞা হ'লে করি উপক্রম ” ॥

ইকবাকো ছুট সাধুবর, হাঁসি-মুখে করিলা উত্তর ।

“ শরতের বিত্তা দেই, আমারো বাসনা এই,

কন্যা কোথা এ-যে দেশান্তর ” ॥

প্রভুরাম কহে পুনরায়, “ দেশ হ'তে আনার কন্যার ।

করেছি সর্ব সূচনা, আছে কন্যা সুলক্ষণা,

হেন কন্যা খুজে মেলা দায় ।

পিতা নাই মাতা বর্তমান, অন্নবস্ত্র নাহি সংস্থান ।

তাতে কি ক্ষতি আমার, কন্যাই আনিব তার, ।

তারেত দিবনা কন্যা দান ?

ধনি-কন্যা গরিবের ছেলে, এবিবাহে সুখ নাহি মেলে ।

বিবাহ সমান ঘরে, সুখী হয় পরস্পরে,

চাহিনা রাজার কন্যা পেলে ॥

সাধু শুনি হইলা সম্মত, কহিল "বিলম্ব আর কত ।

পাথের পাঠায়ে দাও, ছুরিতে তারে আনাও,

এই লও মুজা ছুট শত ॥

পাঁতি লিখি পাথের সহিত, প্রভুরাম পাঠান ছুরিত ।

দুই মাস গত হয়, কন্যার হ'লো উদয়,

বাসা দিলা অতি সন্নিহিত ॥

বিবাহে বিলম্ব নাহি আর, প্রভুরামে সব কার্য্য-ভার ।

যত টাকা হবে ব্যয়, জায় মত সমুদয়,

সাধু আনি দিলা হাতে তার ॥

শরতের বিবাহ ব্যাপার, নগরেতে হইলে প্রচার ।

যে তাহারে ভাল বাসে, সেই আনন্দেতে ভাসে,

শরতের আমোদ অপার ॥

প্রথম বিবাহ হ'লো, কত ভাব মনে আসে যায় ।

শরৎ সেভাবে ভোর, হৃদয়ে বাঁধিল যোর,

আমোদে রোমাঞ্চ সদা গায় ॥

আহা মরি, ভালবাসা-গুণের কি গুণ !
 আরো কত গুণ আছে, সবাই তাহার পাছে,
 সে যেথা তথায় সবে ছান ॥
 ভেবে দেখ, ভালবাসা থাকে যার প্রতি ।
 তারে অনাদর করি, কোন্‌গুণে পায়ে ধরি,
 ফিরাইতে অনা-প্রতি মতি ?
 ভালবাসা কেমন, উপমা নাহি তার ।
 দয়া, ভক্তি, আদি যত, নহে কেহ তার মত,
 তবে কি পাইব উপমার ?
 মনের সহিত, ভালবাসে, যে কাহারে ।
 সেই বুঝে নে কি রূপ, কিন্তু সুধালে স্বরূপ
 সেও ভেঙ্গে বুঝাইতে পারে ॥
 ভালবাসা যার প্রতি, সেও তা নাজানে ।
 তার মন্য সে কি পায়, পাড়ে পাওয়া ভাল খায়,
 মনের মন কি জানে প্রাণে ॥
 ভালবাসা চাহেনা, কাহারো বিনিময় ।
 তাহার স্বভাব হেন, যে হোক সে হোক কেন,
 তায় চায় মন যারে লয় ॥
 ভালবাসা এমন, না হ'লে একি হয় ।
 শরতের বিভা এলো, নিদাঘ চলিয়া গেল,
 বরষার হইল উদয় ॥
 বুঝিলাম শরতের, সে বিগদ কালে ।

পবিত্রপ্রণয় ।

বিধি ভালবেসেছিল, তাই সাধু মিলাইল,

নতুবা ছাড়িত নাকি কালে ?

বিধাতার ভালবাসা, তাই এত ঘটে ।

সেই শিশু যুবা হয়, বিদ্যা-ধন-মান্যালয়,

পরিণয় এসেছে নিকটে ॥

বিবাহের আমোদেতে, লাগে ছলুস্কুল ।

ঐশ্বেতে হবেনা সুখ, বিধি তারি সেই দুখ,

করিল বর্ষার অনুকূল ॥

ধন্য ভালবাসা, কিবা প্রভাব তোমার ।

পিতা মাতা নতে তুল, বিধি কেন অনুকূল !

কার গুণে হয় এ প্রকার ?

বিধির আজ্ঞায় বর্ষা, ভুবনে আসিয়া ।

লাগাইল ধূম ধাম, নির্দাষ কেবল নাম,

রাখিয়া, লুকায় পলাইয়া ॥

এল বরষার সেনা জলদের জাল ।

প্রথমে ঘেরিল ধরা, ভানু, তেজ ঢাকি ছরা,

গুপ্ত হয় দেখি গোলমাল ॥

গভীর গরজে মেঘ, চমকে চপলা ।

যেন মেঘ দিতে দণ্ড, ঐশ্বে করি খণ্ড খণ্ড,

কাটি পাড়ে তারি এ উজলা ॥

বর্ষা যেন চক্ষে দেখি, তপ্ত দিগ-দশ ।

শুক রুক, গুল্ম, লতা, মৃত তৃণ বধাতথা ।

ককণায় হইল সরস ॥

বারি বর্ষে, হর্ষে পূর্ণ, সজীব-মণ্ডল।

খাল ডোবা ভরে এল, উদ্ভিদ বাঁচিয়া গেল,

তপ্ত-ধরা হইল শীতল ॥

কিছু পূর্বে আই চাই, করেছিল প্রাণ।

এরি মধ্যে বদলিল, তপ্ত অঙ্গ শিহরিল,

চমৎকার বিধির বিধান ॥

জলে পূর্ণ মাঠ, ঘাট, তক্ তক্ করে।

আলি ডিক্কে জল যায়, মেঠো পথ চেনা দায়,

যাতায়াত কঙ্ক পথ ধ'রে ॥

কত স্থান জলে ডুবে, হ'লো একাকার।

এবাড়ী ওবাড়ী যেন, ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ হেন,

তরি বিনা গতি নাহি কার ॥

পূর্ণ-নদ-নদী-জল, অনিরাম ধায়।

ধিলস্ব সহেনা তায়, পাছে দেশ ডুবে যায়-

ব্যস্ত সদা প্রকৃতি-আজ্ঞায় ॥

জল-বেগে কত রক্ত, তরঙ্গ সহিত।

সুরিছে নাচিছে যেন, প্রমে উগারিছে ফেন,

ভাবুকে তা দেখে বিমোহিত ॥

কুবকেরা বড় ব্যস্ত, নাহি অবসর।

কেহ রক্ত সংরোপণে, কেহ হালি সঞ্চালনে,

কেহ আলি বাঁধিতে সক্ষর ॥

আরামে প্রকৃতি-শোভা, দেখে ভাগ্যবান ।
 কেহ আরামের ঘরে, গৌজা দিয়া রক্ষা করে,
 ঘর বার কাহারো সমান ॥
 আড়া পাতি কেহবা, উজানে ঘাই ধরে ।
 ছাতার বাঁচায়ে মাথা, গাইয়া ছুংখের গাথা.
 কেহবা চলেছে স্থানান্তরে ॥
 কাদা পেচ পেচ করে, সব পথে প্রায় ।
 নিজ কিছা ভাড়াটিয়া, গাড়ী পাল্কী আরোড়িয়া.
 ধনীগণ সুখেতে বেড়ায় ॥
 অন্নবস্ত্র কটে করে, নিদ্রান ঘেজন ।
 গাড়ী পাল্কী কোথা গায়, চরণ-বাঁধনে যায়.
 কাদাপায়, ভিজায়ে বসন ॥
 দান, দাসী, আর, নীচ কর্মচারী যত !
 ঘোড়া গোক দেব প্রায়, খেটে মরে বরষায়
 বন্যপশু নহে এই যত ॥
 গুহা, গর্ত, লতাকুঞ্জ, হুঙ্কর কোটির ।
 বে যেথা মুবিধা পায়, বন্যপশু বরষায়,
 সুখে রয় নয়ত নফর ॥
 ঝর ঝর বর্ষে বারি, রাজে নিরবধি ।
 পাকবাড়ী নাহি ছুংখ, দম্পতীর বড় সুখ,
 “পাছু টান” নাহি থাকে যদি ॥
 কাঁচা ঘর তাও ফুটা, বিছানা বগলে ।

একোন ওকোন করে, গেরসীর হাতে ধ'রে,

তবু সুখী যুবজানি হ'লে ॥

এক দিন শরৎ, ভাবিয়া উৎসব ।

মনে কত সুখ পায়, দিবা অবসান প্রায়,

চেয়ে দেখে বরষা-বিভব ॥

আকাশ ঘিরেছে, স্তরে স্তরে কাদম্বিনী ।

দলকা উড়িছে কাছে, গির্জাশিরে শিখী নাচে,

হাঁসিছে চকলা সৌদামিনী ॥

প্রকৃতির সে শোভা, দেখিতে কে নাচায়

সুনিতে ধমকাইল, তবু বায়ু পথ দিল,

গুপ্ত ভানু উকি মারে তার ॥

শরৎ বুঝিল তাহে, প্রকৃতি রাগিল ।

বাড়িল রাগ সে রাগে, ধরণী তার সোহাগে,

হাঁসি শিরে পীতাম্বর দিল ॥

এত শোভা, আশা পুরি, দেখা না হইল ।

বাস্তভাবে কাদম্বিনী, সজ্জ করি সৌদামিনী,

দেখিতে দেখিতে লুকাইল ॥

সজ্জ সজ্জ ভানুও, হইল অন্তর্হিত ।

সরোবরে অন্ধকার, যতেক নলিনী তার,

সেই কণে হইল মুজ্জিত ॥

ভাবে বুঝাগেল, প্রকৃতির পানে চেয়ে ।

দোবী হ'লো বিবস্থান, নলিনী করিল যান,

পবিত্র প্রণয় ।

প্রকৃতি লুকাল লাজ পেয়ে ॥

হাতে নোতে ধরা পড়ি, লম্পট যেমন ।

লাজে মুখ লুকাইয়া, দূরে যায় পলাইয়া ।

ভানু আজি করিল তেমন ॥

ক্রমেতে উদিল শশী, কোঁয়ুদী ছুটিল ।

শাদাবাড়ী বরষায় ধোয়া মাজা শাঁখ প্রায় ।

ভায় যেন স্পটিক ফটিল ॥

চক্চকে লতা, পাতা, ভাঙিল জ্যোৎস্নায় ।

যেখানে সেখানে জল, টাঁদ করে বল মল,

যেন রত্নে খচিত ধরায় ॥

মানাইয়ের পুঁ, যেন ঝিঁ ঝিঁ করে রব ।

মণ্ডকের বাজু খাই, মশার ভন্ডনাই,

শুনি ঘুমাইল লোক সব ॥

শশী নিলা অবসর প্রকাশিলা দিবাকর,

সাধুর বাসার লোকে, ভাজিল পায়ায় ।

সকলে দেখিল পরে, শরৎ বাবুর ঘরে,

লুটেছে সর্বস্ব কে বা ভাজি মজু যায় ॥

“হেন কর্ম কে করিল, প্রভুরাঘ ঘরে ছিল,

কোথা গেল, সেই কি, করিল এই কাষ ?

নষ্টের বিষম কাণ, কপটে হইয়া বাপ,

শেষে এই করে গেল, না ভাবিল লাজ ॥

সাধিতে আপন ইচ্ছা, শঠে কর কত দিক্,
 তাহা না বুঝিয়া ছুটে করিয়া বিখ্যাস ।
 সবিশেষ পরিচয়, না জানি দিলে আশ্রয়,
 তাহার যে পরিণাম, হইল প্রকাশ ॥
 পরম-সৌভাগ্য মানি, কাহারো প্রাণের হানি,
 হয় নাই অসম্ভব, কি ছিল তাহার ?”
 সবে তপ্ত অনুতাপে, শরতের জাল বাপে,
 চোর জানি অদ্বৈত, করে আশ্রয় ॥
 নহে সেত কাঁচা চোর, না হইতে নিশিভোর,
 গলায়েছে সে, বিনা, কে, জানে সে সঙ্কানে ।
 না পাইল অশ্রুধারা, শেষে করে আগমন,
 শরতের ভাবি-অশ্রু, আছে যেই স্থানে ॥
 সবে বিচারিল মনে, “এই জানে সেই জনে,
 পীড়াপীড়ী করিলে, কহিবে পরিচয় ॥”
 যা ভাবিল তাহা নয়, সে শুনে এ পরিচয়,
 আকাশ হইতে যেন, নিপতিত হয় ॥
 কাঁদিয়া করে প্রকাশ, “আমারো যে সর্বনাশ,
 যা কিছু আমার ছিল, সব তারি হাতি ।
 গহনা গড়াবে বঁলে, কালি ডুলাইয়া ছলে,
 একরাশ রূপা, সোনা, ইকল আত্মসাহ ॥”
 সে নারীর সে কথায়, বিখ্যাস না করি ভায়,
 শঠের সন্ধিনী তাবি, সাধুর স্বজনে ।

ধম্বকি শাসন করে, মাগী প্রকাশিল পরে,

আপন নিগূঢ় কথা, বাহিল গোপনে ॥

“আমি নাহি চিনি তারে: এই জানি সে আমারে,

উপপত্তী ক’রেছিল, ভুলায়ে কোশলে ।

বেড়াইত দাঁও চেয়ে, বানুস আমারি ধৈয়ে,

আজ কাল শরতের, বাপ হয় ছলে ॥

মোর কন্যা এ যেমন, তার পুত্র সে তেমন,

বিবাহ নিরূহ হ’লে, লাভ হবে বেস ।

এই লোভে আনি মোরে, আপন পুটলি ত’রে,

আমারেও ফাকি দিয়া পলাইল শেষ ॥”

একথা कहিয়া নারী, চরণে ধরি সবারি,

কাঁদিল অনেক তাই পরিহাস পায় ।

চোর কি চাতুরী জানে, যে শুনে আশ্চর্য্য মানে,

বিবরণ হ’লো রাষ্ট্র, পাড়ায় পাড়ায় ॥

দুঃখ করে বিজ্ঞদলে, নব্যে পরিহাস ছলে,

আমোদ করয়ে সদা, শরতে লটুয়া ।

বেশ্যা দেখাইয়া কয়, “শরতের স্বপ্ন হয়,”

“শরতের পিতা” বলে, চোর দেখাইয়া ॥

লোকে সকৌতুকে কয়, শরতের লজ্জা হয়,

ক্রমে বড় হুণা জন্মে, সচিস্থিত মনে ।

হুণা হ’য়ে সুখ গেল, মনেতে বৈরাগ্যা এল,

কটক ত্যজিতে ইচ্ছা, হইল একগণে ॥

“পরিচয় জানা নাই, চোরে পিতা হয় ভাই,
জামাতা করিতে চায়, কুলটা যে নারী।
চোরে নিল অর্থ হারে, লোকে উপহাস করে,
লাজে দুঃখে মর্য্যাবাধা, সহিতে নাপারি ॥
সংসারে যে সুখ হয়, আমার হবার নয়,
তবে কেন সহি এত, অসুখের ভার ?
প্রাণত্যাগি যাক দায়, ত্যাজিলে পাবনা তায়,
এস্থান ত্যাজিয়া যাই, উচিত আমার ॥
এস্থান ত্যাজিয়া গিয়া, নানা স্থান অন্বেষিয়া,
পেলেও পেতেও পারি, বাসের সন্ধান।
মাতা পিতা উভয়ের, যদি কভু পাই টের,
এজন্মের সাধ পুরি, সুখী হবে প্রাণ ॥”
এই সব চিন্তা করি, সাধু-সন্ন পরিহরি,
শরৎ চলিলা হ'য়ে, উত্তরাভিমুখ।
চলিলা ঔদাস্য ভরে, মন কিন্তু হুহু করে,
কোথায় চলেছি ভাবি, উধলিল দুখ ॥

বধায় নিবাস যার, তথা হ'তে যেতে কার।
হৃদয় ভেদিয়া, নেত্র-পথ দিয়া,
বহেনা দুঃখের ধার ॥

শরৎ ব্যাকুল হ'য়ে, কটকেরে সবিনয়ে।
প্রগতি করিল, কতই কাঁদিল,

পবিত্রপ্রণয় ।

অক্ষর করে বুক ব'য়ে ॥
নিবারিয়া নেত্র নীর, মনে মনে কহে ধীর ?
“ কেমন করিয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া,
দেশান্তরে হব স্থির ?
নিভাস্ত শৈশবে আসি, হয়েছি কটক-বাসী ।
তবেকি ছাড়িত, এষদি বুদ্ধিত,
আমি এরে ভালবাসি ।?
নগর স্থাবর হয়, শরৎ স্থাবর নয় ।
সে যে ভালবেসে, ত্যজি যায় শেবে,
এতুখ সাধেকি সয় ?
যাবৎ জীবিত রবে, সদাই স্মরণ হবে ।
কটকের শোভা, অতি মনোলোভা,
ভুলিব মরিব যবে ॥
বারানসী যে প্রকার, কটকের দুই ধার । *
পাথরেতে বাঁধা, দেখে লাগে ধাঁদা,
কোথায় এমন আর ।?
কিবা দুর্গ পুরাতন, গত রাজার লাক্ষল । †
মহরমে মেলা, দ্বীপালীর খেলা, †
মনে রবে অনুরণ ॥
কাট-মুড়ী নদী-কূলে, শোভে উপবন-কূলে ।

* এই দুইটাই কটকের মধ্যে উত্তম দ্রষ্টব্য ।

† কটকের সকল উৎসবের মধ্যে এই দুই উৎসব প্রধান ।

প্রথম সর্গ ।

সাধুর সদন, সাধুর ভবন,
তা কি কভু রব ভুলে !?
এদীনের জীব-দাতা, যাঁরে জানি পিতামাতা ।
তাঁর ত্রিচরণ, পূজিবেক মন,
গাব তাঁর গুণ-গাথা ॥
সাধু বিনা আপনার হ'তে পারে কে আমার ।
এ জীবনানধি, পদ সেবি যদি,
কিছু শোধ হয় তার ।
কর্তব্য অন্যথা করি, কৃতজ্ঞতা পরিহারি ।
সাধুরে ছাড়িয়া, যাব পলাইয়া ?
আসে ফিরি ইহা অরি ॥
ইতস্ততঃ বিচরণে, পুনঃবুক্তি মনে মনে ।
মনে বুঝাইয়া, নয়ন মুদিয়া,
“বলে যাই এইক্ষণে ॥”
চরণ চলিয়া যায়, পাছু পানে মন ধায় ।
নাড়ী মুঁচড়িয়া, মায়ায় মোহিয়া,
পথ আগলিল প্রায় ॥
“এ মায়া কিসে বা কাটে, এখনি মরম কাটে ।
না দেখি সাধুরে, বাঁচিবনা দূরে,”
ভাবিতে সে গতি যাটে ॥
হুলিছে যেন দোলায়, নবীন সন্ধ্যাসী প্রায় ।
শরৎ হুজন, ভাবি কিছুক্ষণ,

পবিত্র প্রণয় ।

প'ড়ে পায় সছুপায় ॥

“পুরুষে বিদেশে যেতে, মোহ পেলে অন্তরেতে

বলে কাপুরুষ, সেই কাপুরুষ,

হইব কি এ মোহেতে !?”

এতক বিচার পরে, মন বাঁধে জোর ক'রে ।

দিতে নির্দাসন, দোষীয়ে যেমন,

রাজ-দূতে বাঁধে ধ'রে ॥

শ্বেহ-পূর্ণ দয়াবান, সাধু দেব-মূর্তিমান ।

পুনঃ মনে এল, গতি বেধে গেল,

উদিল ভকতি জ্ঞান ॥

“ভকতি করিয়া তাঁয়, মাগিয়া লব বিদায় ।

চরণে বন্দিয়া, সুসাত্তা করিয়া,

না গেলে হবে অন্যায় ॥”

এই স্থির করি মনে, চলে সাধু সম্ভাষণে ।

পদ না চলিল, হৃদয় বলিল,

“যেওনা তাঁর সদনে ॥”

“সাধু কি ছাড়িয়া দিবে? শ্বেহ বাক্যে ভুলাইবে ।

যাবনা নিকটে, যদি বাধা ঘটে,

আজ গতি না ফিরিবে ॥”

বাধা ভেদি এইবার, মহানদী হ'য়ে পার ।

ধীরি ধীরি যায়, ফিরি ফিরি চায়,

তবু ফিরিল না আ'র ॥

শরৎ আসিয়া ক্রমে উত্তরিল। দর্পণ রাজ্যেতে ।
 সে সময়ে দিবাকর উঠিছেন, উদয়াচলেতে ॥
 নিকটে দেখিলা যেন, ঘন করি, ঘন ঘিরিয়াছে ।
 কিন্তু সেই ঘনঘটা, অতি অল্প, স্থানে স্থির আছে ॥
 কোতুক বাড়িল মনে, একি কাণ্ড, দেখিবার আশে ।
 বাড়িলে ভানুর ছটা, অত্র ভেদি, গিরীশ প্রকাশে ॥
 মনেতে হইল “যেন, দিনেশের রথ কি কারণে ।
 তাঁরে ল’য়ে যাবে কোথা, তাই বুঝি, উঠিছে গগনে ॥
 এ রথে উঠিয়া দেখি, নির্মাণ-কৌশল কি প্রকার ।
 পেয়েছি সম্মুখে, ভাল, দেখে লই, কেমন আকার ॥
 এইত নিকটে, স্পষ্ট দেখা যায়, পথে রিত ধারে ।”
 এত ভাবি মনের উল্লাসে চলি, যান দেখিবারে ॥
 যত যান ফুরায়না পথ, তবু, যেন সেই ভাব ।
 ভাবিলা “ বুঝিবা সত্য, অনুমান, তার দৈব-ভাব ॥”
 এই যে এই য়ে করি, যোজনেক, পথ হ’য়ে পার ।
 উপত্যকা দেখি তবু, বুঝিতে নারিলা, কি আকার ॥
 সহসা বুঝাই তার, তাহে হ’লে আরোহী নবীন ।
 কেমনে বুঝিবে এ যে, ক্রমে উচ্চ, অন্ধেতে বিপিন ॥
 অধিত্যকা হ’তে দেখে উপত্যকা-বাসীর ভবন ।
 তালের নির্মিত-ঘর যেন, হেন ক্ষুদ্র আরতন ॥
 তখন উঠিতে বাকি, শিখরির, উর্দ্ধ, অর্দ্ধভাগ ।
 বিনা কষ্টে এতদূর উঠি আরো, বাড়ে অনুরাগ ॥

এভাগ বিজন নয়, মাঝে মাঝে, লোকেব আবাস ।
 সে লোক অসভ্য, কিন্তু নহে কারো, অধীন বা দাস ।
 বিচিহ্ন-গঠিত ঘর, তরু গুল্ম, লতায়, মিলিয়া ।
 সেই ঘরে সুখে থাকে, অসুখ না যায়, কাছ দিয়া ॥
 অযত্ন-সম্ভূত ফলমূল, আর মৃগ মৃগয়ার ।
 অতি উপাদেয় ভাবি, তারা করে, তাহাই আহার ॥২
 বসন, লবণ, তৈল, সেখা নাই; না হ'লেও নয় ।
 বনৌষধি, শুষ্ক কাষ্ঠ, সহ, তাই করে বিনিময় ॥
 স্ত্রী পুরুষে দৃঢ়কায়, হৃষ্টপুষ্ক, নির্ভয়-মানস ।
 নহেক সুবোধ তাই, বাহুভাবে, দেখায় কর্কশ ॥
 মহিষ, গোধন, শিবা, ছাগ, মেঘ, তরঙ্গ, শূকর ।
 ভল্লুক, উরগ, আদি, বাসকরে, তাহার উপর ॥
 বিবিধ বিহঙ্গ যত সেখা, তত লোকায়য়ে নাই ।
 তাদের ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিময়, পর্কত সদাই ॥
 কুরঙ্গ কতই রঙ্গ করে, হেরে, ঘুড়ায় নগ্নন ।
 ময়ূর পেকম ধরি, নৃত্যকরে, গ্রিয়-দরশন ॥
 এ সকল হ'ত, যদি, রক্তহীন শৈলে কি, কান্তারে ।
 শোভিতনা শোভে কোথা, কেশহীন শিরঃঅলঙ্কারে ।
 একে বত ছায়াতক সযন, কে যেন সাজায়েছে,
 মাঝে মাঝে কত গুল্ম, লতা, কলে ফুলে শোভিতেছে ॥
 তাহে নানা জাতি পাখী, ডালে বসি, করে কলরব ।
 গাছবহু ফেরে লয়ে, নানা ফলফুলের সৌরভ ॥

হেথা যতজাতি রক্ষ, গুল্ম, লতা, ফুলের ফলের ।
 লোকালয়ে তত নাই, চেনা দায়, কোন্‌টা কিসের ॥
 নগর আশ্চর্য্য দৃশ্য, রক্ষাদির প্রত্যেকেরি বন ।
 দেখে মনে লয় কারো, অনির্বচনীয় উপবন ॥
 ক'লেও হইতে পারে, স্বভাবের সাধের আরাম ।
 তাই শান্ত, হিংস্রজীব, সব সম করিছে আরাম ॥
 এসব দেখিয়া হর্ষে চুড়াদেশে, উঠিয়া শরৎ ।
 দেখিলা শোভিছে সেখা, দেবালয়, সুদৃশ্য রহৎ ॥
 দেব-মূর্ত্তি স্থাপিত তথায়, তায় পরম কৌশল ।
 বিগ্রহের পদ হ'তে, অবিরত, ঝরিতেছে জল ॥
 এব্যাপার গুপ্তস্থানে, অনেকেই, বিশেষ জানেনা ।
 প্রবাদ হ'য়েছে তাই, বিষ্ণুপদোদ্ভবা ভবায়না ॥
 এত ভাবি প্রণমি দেবেরে, নিম্নে নামিতে লাগিলা ।
 অপর দিগের, উপত্যকা ভাগে, আসি উত্তরিল ॥
 দেখিলা তথায় কৃত, বড় বড় স্তূপের মতন ।
 জিজ্ঞাসি জানিলা তাহা, পর্কতের প্রথম পওন ॥
 দেখিয়া শুনিয়া জানে, তথাকার লোকে এইমত ।
 বল্যকের প্রায় থাকি, বাড়িতেছে এ সব পর্কত ॥
 হুতন দ্রষ্টব্য দেখি, কার বা নাইয় সুখোদয় ?
 বিশেষতঃ যেই জন, প্রকৃতির ভাবে ভাবী হয় ॥
 দেখে শুনে সুখী হ'য়ে, তথা হ'তে করিলা গমন ।
 শরতের বাহ্য শীত, বন্ধ দেশে করি দরশন ॥

এমন মানুষ নেই, জন্ম-ভূমি যার যেই,
 তাহার মায়ায় মুগ্ধ, হয় না হবেনা ।
 এরূপ স্নেহের স্থান, দ্বিতীয় পাবেনা ॥
 অমূপ কি উপত্যকা, মক কিম্বা অধিত্যকা
 বন বা উর্বরা ভূমি, যেথা জন্ম যার ।
 তাহার নিকটে স্বর্গ, হ'তে, সুখাগার ॥
 বিদেশে বিশেষ সুখে, থাকিলেও তার মুখে
 লেগেথাকে সেই পূর্ব, কুঁড়ের আখ্যান ।
 তার লাগি থাকি থাকি, কাঁদে তার প্রাণ ॥
 কেন হয় এ প্রকার, হইবে কারণ তার
 জন্মাবধি পরিচিত, তাই সে এমন ।
 কিন্তু যেই দেখে নাই, তারো যে তেমন ।?
 শরৎ দেখে নাই, তবু কেন নরকদাই,
 জন্ম-ভূমি দেখিতে, হ'য়েছে ব্যস্ত অতি ।
 কে যেন টানিছে, হেন ভাবে, করে গতি ॥
 ভূত-গত অনুবন্ধ, শরীরের সহ বন্ধ,
 তাই তারা এই ধারা, টানে প্রাণ মন ।
 বিদেশে কি ভিন্ন ভূত, নহেক তেমন ?।
 এ যদি না হয় তবে, এই গূঢ় হেতু হবে,
 আমার বলিয়া যায়, ভাবয়ে হৃদয় ।
 যে হোক সৈ হোক হয়, প্রেমের নিলয় ॥
 সেইসে প্রেমের স্থান, দেখিয়া মুগ্ধাব প্রাণ,

কবেবা হইবে সেই, সুখের ঘটন ।
 সরৎ সদাই এই, চিন্তায় মগন ॥
 কিন্তু সেই কোন্ দেশ, নাজানে তার বিশেষ,
 কেবল লোকের মুখে, শ্রবণ ক'রেছে ।
 বঙ্গবাসী কেহ তার, ত্যজিয়া গিয়েছে ॥
 জেনে এই নিদর্শনে, বঙ্গদেশে মনে মনে,
 স্থাপিয়াছে যে সকল, সাজে সাজাইয়া ।
 ইতিহাসে লোক-মুখে, আদর্শ পাইয়া ॥
 উত্তরিয়া বাঙ্গালায়, সে ছবি মিলাতে যার,
 কিছুই মেলেনা এয়ে, সকলি নুতন ।
 যনের অপূর্ণ ভাব, হইল তখন ॥
 সে কি ভাব সবে জানে, না দেখিতে মনে জানে,
 লেগে যার মনগড়া, ছায়া যার তার ।
 সে কি কোথা মিশে ? সে যে ছায়া কল্পনার ।
 যাহা দেখিবার আশে, হৃদয় উল্লাসে ভাসে,
 দেখিলে তাহারে, যেই ভাবোদয় হয় ।
 সেই জানে যার হয়, বুঝাবার নয় ॥
 সে ভাবে করিল ভোর, সুখের নাহিক ওর,
 শরতের হাতে যেন, এসে বসে টাঁদ ।
 দেখিতে সকল বন্ধে, বাড়িল আত্মদাদ ॥
 দেখিলা কান্ডার কত, ধুধু করে অবিরত,
 বহুদূর-ব্যাপী তাহা, পার হওয়া দায় ।

বিল, ঝিল, ফিল, শস্যক্ষেত্রে, শোভে তার ॥
 হৃদয় ভেদিয়া কার, বিভাগিয়া দুই ধার,
 চলিয়াছে স্রোতস্বতী, হুহু হুহু গতি ।
 কাহারো অন্তরে বন, ভয়ানক অতি ॥
 যে কান্ডারে যারে তারে, দহুতে ধরিয়া মারে,
 জামাই তনয়ে মারে, শুনাছিল কাণে ।
 শরৎ দেখিল তাহা, আছিল যেখানে ॥
 কোন মনোহর মাঠে, পরিপাটী বাঁধা-ঘাটে,
 দিগুব্যাপী নদী প্রায়, দোঘী দোঁঘাকার ।
 বন্ধে বই কোন দেশে, নাহি এ প্রকার ॥
 বাঁধা-ঘাটে শিবালয়, পুষ্প-রক্ষ পাভয়,
 কিবা সরোবর আঁহা, দেখে ভোলে মন ।
 অন্য দেশে আছে কিন্তু, নাহিক এমন ॥
 একে তার কাল জল, তার কুটে শতদল,
 গন্ধবহ কিরিছে ছড়ায়ে পরিমল ।
 টলটলে জলে খেলে, জলচর দল ॥
 মরাল সাঁতার খেলে, হিল্লোলে কমল হেলে,
 কে কমল ভ্রমে অলি, খুজিয়া বেড়ায় ।
 শরৎ সে রস দেখি, কত সুখ পায় ॥
 আমাদের বঙ্গদেশ, এতে এত বেস বেস,
 দৃশ্য বস্তু আছে, দেখে ভুলে যায় মন ।
 শুধু জন্মভূমি নয়, প্রিয়দরশন ॥

দেখে কত পাড়াগাঁয়, নগর হারিয়া যার,
 সারি সারি কাঁচা, পাকা, মিশামিশি ঘরে ।
 বিবিধ জাতীয় লোক, নিবসতি করে ॥
 কোন সঙ্গে একঘর, প্রতিবাসী পরস্পর,
 মিলেযুলে কেমন, রয়েছেন নিরাপদ ।
 অথচ সমান নয়, কাহারো সম্পদ ॥
 চাকুরে আর চাষীতে, শ্রমজীবী, ভিক্ষারীতে,
 ঘেরা বেড়া গ্রামে, দুই এক জমিদার ।
 বিশেষ করেছে শোভা তারা পাড়াগাঁয় ॥
 নগরেতে চেনা ভার, ধনবান জমিদার,
 পরস্পর ধুমধামে, বড় নাজানায় ।
 পাড়াগাঁয় একেতেই, পাহাড়ের প্রায় ॥
 কোন গাঁয় সরোবর, স্থানে স্থানে মনোহর,
 কোন গাঁয় কাছে নদী, চলে গুড়ি গুড়ি ।
 বাগান শস্যের ক্ষেত, আস পাশ ঘুড়ি ॥
 বড়গ্রামে সর্কদাই, বাহা চাই তাহা পাই,
 ছোটগ্রামে ভাল দ্রব্য, নামিলে সদত ।
 বড়হ'তে ছোট কিছু, ভিন্ন এই মত ॥
 এদেশে নগর যত, অন্য দেশে নাহি তত,
 গৌরবের হেতু এত, উন্নতির দ্বার ।
 অস্থখের মধ্যে রথ্যা, অতিকদাকার ॥
 শরৎ দেখিয়া দেশ, সুখ পান সবিশেষ,

কিন্তু কোথা পিতা, মাতা, নাহ'লো সন্ধান ।
 অশেষিতে থাকি মাত্র, অতি অল্প স্থান ॥
 গ্রাম গাঁই জানা নাই, প্রভুরাম পিতা তাই,
 সুধান সবারে কহি, নিজ পরিচয় !
 কেহই কহিতে নারে, কে, সে, কোথা রয় ॥
 বহুদিন হ'লো গত, শরৎ ঋতু আগত,
 দেশান্তরে যাতায়াত, চলেনাত আর ।
 শরতের গতি রোধে, শরতের ধার ॥

—*—*—*—

শরতের প্রথমেতে, ঘনরূপে ঘন ।
 গগন ঘিরিয়া রাখি, বারি বর্ষে থাকি থাকি,
 জল-স্রোতে স্থল ভাগ, করে আগ্রাসন ॥
 হেন বুঝি ডুবাইল, পৃথিবীতে ভাসাইল,
 সাগর উঠিল যেন, করি আশ্ফালন ।
 নিম্ন স্থলে হ'লোদায়, স্বরকমা ভেসে যায়,
 হায় কায় করি কেহ, করিল ক্রন্দন ॥

—*—*—*—

রক্ষা যেই বহু দিন, নাহিরহে বান ।
 নতুবা ঘীণের যত, জাগে উচ্চ ভাগ যত,
 ডুবে হয় নিম্ন ভাগ, সাগর সমান ॥
 নিম্নবাসী যত নর, হ'য়ে পড়ে উভচর,
 কই পেয়ে য'রেবান, এতে বাঁচে প্রাণ ?

দি প্রাণ বাঁচে তায়, নৃশংস বাদসে কার,
দেখা পেলো ছেড়ে দেয়, না বধি পরাণ ?।

নাগ যেথা পশিছিল, পলি প'ড়ে তায় ।
বাড়িল শস্যের তেজ, সাজাক ফুলারে লেজ,
উঠিল গা ঝেড়ে যেম, হেন শোভা পায় ॥
হৃদ, কঙ্কাল, পদ্য, প্রভৃতির জলে সব,
পূর্ণ সরোবরে নাচে, হেলি ছুলি বায় ।
অশ শরতের, প্রভাব বাড়ায় ঢের,
হৃদয় সকল দিগে, আমোদ ছড়ায় ॥

ক্রমেতে আকাশে, মেঘ হইল বিরল ।
চাঁপ ছাড়ি প্রভাকর, প্রকাশিয়া খরকর,
পথ ঘাট শুষ্ক করি, ফেলিল চঞ্চল ॥
বারিদের ঘরঘণে, যেন বিধু এইক্ষণে,
পূর্ব হ'তে অধিক, হইয়া সমুজ্জ্বল ।
নিশির বাড়ান মান, নিশি হাসি গ'লে যান,
তাই সে কোঁমুদী, শরতের নিরমল ॥

এ সময়ে সিত-পক্ষে, নিশি কি সুন্দর !
গগন-বরণ-শ্যাম, শস্য-পূর্ণ ধরা-ধাম,
জলে চাঁদ-প্রতিবিম্ব, তুল্য মনোহর ॥

পবিত্রপ্রণয় ।

হঠাৎ শূন্যেতে থেকে, উচ্চ নীচ ছুই দেখে
প্রাণ্তি হয়, উর্জ্ব অধঃ, চেনাই দুক্ষর ।
যন যন জলাশয়, প্রতিবিম্বে মনে হয়
কত চাঁদ হেথা, শূন্যে এক নিশাকর ॥

যখন ঘুমার লোক, জাগিয়া তখন !
দূরহ'তে শুনা যায়, কতশব্দে জল ধার,
বর্ণন না হয়, সেই শব্দ যে কেমন ॥
পটহ, মুরজ, বীণা, পারেনা সে ধ্বনি বিনা,
সে ধ্বনির মধুরতা, করিতে ঘোষণ ।
মন্দের মেঘের জল, যে শব্দে চুম্বয় স্থল
সে কি সাধারণ, কিবা, তাহারি মতন ।?

এ সময়ে প্রতিধ্বনি, মনের মোহন ।
কাছে কাছে জলাশয়, পরস্পর লুফে লয়,
কোথাকার ধ্বনি করে, কোথায় গমন ॥
নানা বস্তু নানা ধ্বনি, মিলি তার প্রতিধ্বনি,
প্রতিধ্বনি-প্রতিধ্বনি, করিলে শ্রবণ ।
সুখের কি বাকি থাকে, সে সুখ কে কবে কাকে ?
অনির্কচনীয় সে, যে, না হয় বর্ণন ॥

এ সময়ে কিবা রম্য, এরূপ নিলয় ।

বারে শোভে স্বরণায়, পাশে ভরা-নদী ধায়,
 স্রাবিক ধনি করে, প্রতিধনি ময় ॥
 লতা, শস্যরাজি, জ্যোৎস্নায় জ্যোতিক সাজি,
 বড় শোভে দেখি যেন, যনদুঃখী হয় ।
 তাই চক্রে সে দৌহারে, পর্য্যায়তে তুখিবারে,
 কোঁশল দেখায় দেখি, অসুখ কি রয় ৷

শরতে শারদানন্দ, নহে অসম্ভব ।
 স্থা ইচ্ছা তথা থেকে, যাতা ইচ্ছা শুনে দেখে,
 যত কিছু আনন্দ, লভিতে পারে সব ॥
 কিন্তু যে অসুখ তাঁর, তাঁর সুখ যটা ভার,
 দুঃখির কি ভাললাগে, প্রকৃতি-উৎসব ?
 কোথা মাতা, পিতা, বাস, না জানি সদা হতাশ,
 তাঁর পক্ষে ছড়ান, আনন্দ সুদুর্লভ ॥

যাবৎ শরৎ, থাকে চাই, এক স্থানে ।
 গঙ্গাতীরে গওগ্রাম, গোঘাট তাহার নাম,
 ভদ্রপল্লী ভদ্র সঙ্গ, থাকিলেন মানে ॥
 ঘর এক অবীরার, বিরজা আখ্যান তার,
 সেই দিল বাসা, দয়া হলো তার প্রাণে ।
 বড়ই সরলা সেই, শরতে করিয়া স্নেহ,
 যত্ন করে হেন, যেন, আপন সন্তানে ॥

পবিত্র প্রণয় ।

দ্বিতীয় সর্গ ।



গোঘাট-নিবাসী রমাপতি ।
ধনে কুলে গুণে মানী অতি ॥
সে বিরজা ভাহারি সেবিকা ।
তারি দত্ত-বেতনে জীবিকা ॥
ভাহারি আশ্রয়ে করে বাস ।
বাড়ী তারি বাড়ীর সকাস ॥
ভালবেসে বিরজার বাসে ।
রমাপতি-সুখা সদা আসে ॥
সে নারীর নবীন বয়স ।
পরিপূর্ণ লাক্ষ্য-কলস ॥
পঞ্চদশ বরষ বয়স ।
কথা কয় সকলি সরস ॥
শরতের উপস্থিতি কালে ।
এক দিন আসিল বিকালে ॥
দেখিল শরৎ সুকুমার ।
বোধ হলো গঠিত কুমার ॥
“ বিরজা কি পূজে বড়ানন ? ”
জিজ্ঞাসিতে করিল মনন ॥
হঠাৎ দেখিয়া সুষমায় ।
সে কুমার সরিয়া দাঁড়ায় ॥

তাহা দেখি বুঝিল সুবর্ণা ।
 “এ কুমার কুমার-উপমা ॥”
 লজ্জা পেয়ে পলাইতে চায় ।
 এস বলে বিরজা ফিরায় ॥
 “অজ্ঞাত-পুরুষ তোর ঘরে ।
 না জেনে এসেছি যাই স’রে ॥
 এ কথা জানাতে হয় আগে ।
 না যেতাম ওর আগেভাগে ॥
 তোর বাড়ী আসিব না আর ।”
 এত বলি যায় পুনর্ব্বার ॥
 বিরজা কহিল “ও সুবর্ণে !
 ওরে তোর কাষ কি সন্ত্রমে ॥
 ভালবাসি তাই তুই মেয়ে ।
 তেমনি ও ছেলে ছেলে চেরে” ॥
 ইহা কহি শুনেছে যেমন ।
 পরিচর কহিল তেমন ॥
 পরিচরে আশ্চর্য্য মানিল ।
 রূপদেখে অরূপ ভাবিল ॥
 হোক না সুবর্তী, অনুচর ।
 তত লজ্জা জন্মে নাই তার ॥
 সেই হেতু না ভাবি দূষণ ।
 চখো-চখী করেছে যেমন ॥

পবিত্র প্রণয় ।

অমনি আঁখিতে এলো লাজ ।
ভাবিল “করিনু একি কাহ ॥”
জাহ্নু ভাব হয়না এজনে ।
অন্য ভাব উপজিল মনে ॥
আগারি নয়ন আর মন ।
জানিনা যে নহেত আপন ।
আমার অজ্ঞাতে এই জনে ।
বসাইল হৃদয়-আঁমনে ॥
ভাল নয় এমন ঘটনা ।
ফিরে আর এ চোখে চাবনা ॥
মনে আর এখানে লগনা ।
কি জানি কি করে-ক্ষেপাগেনা ॥
এত ভাবি ফিরায়ে নয়ন ।
সুখমা চলিল নিকেতন ॥

সময় বখন যার হয় ১০

সেকি কারো বাধা মানে, স্বভাব তাহারে টানে.

স্বভাবের অবাধ্য সে নয় ॥

স্বভাবের কাহ ক'রে, পরি তৃপ্ত রয়,

সে তৃপ্তি অন্যথা হওয়া, আর নাকি নয় ॥

যৌবন-শুলভ সুখ লাগি ।

না বস্তু দেখাইল, তার কাষ সে করিল,
মন ভোলে, আঁখি দোষ-ভাগী ? ।
নৈরি বা দোষ কিসে, কে হেন বিরাগী ।
অভিমত বস্তু প্রতি নহে অনুরাগী ॥

আর সেকি ভুলিবার ধন ।
ভুলি চেষ্টাকরে, মন ফিরি ফিরি ধরে,
থাকি থাকি পালটে নয়ন ॥
নয়ন দেখাবে পথ, চলিবে চরণ ।
কাষেই গতির, প্রতি রোধ, ঘন ঘন ॥

এগোন পেছোন হলো দায় ।
যৌবনা ছিল, আঁখি আজ বুঝাইল.
যৌবনের কাষ সে বাল্য ॥
সরম করয়ে লাগে, এহেন বেলায় ।
সেই ছিল তাই বালা, গৃহে যেতে পায় ॥

গৃহে আসা না আসা সমান ।
নয়ন লেগেছে তায়, মন কি আর দাঁড়ায়,
থাকে থাকে যায় সেই স্থান ॥
বিরজা-ভবন আর, সেই রূপবান ।
তুলে আনি বসাইল, কদে, যেন প্রাণ ॥

পবিত্রপ্রণয় ।

দুধে জলে হইলে মিলন ।

আর কি পৃথক হয় ? সব হয় দুধ ময় ।

সুখমার ঘটিল তেমন ॥

জাগিয়া বা স্বপনেতে, যখন তখন ।

দেখে শরতের রূপে জনর রঞ্জন ॥

• বাল্যকালে এমন এমন ।

দেখেছি কত যুবাই, কেহ ইত মনে নাই,

এয়ে আজি মজাইল মন ? ।

লৌবন এখন, মন নহে যে তেমন ।

সুখমা হাঁসিল হ'লে, একথা স্মরণ ॥

বেদে'তে সাপের হাঁই চেনে ।

চারি চক্ষু দোহাঁকার, মিলেছিল বারবার,

সুখমা তাতিই নয় জে'নে ॥

তারো আঁখি মন কাস্ত নহে লাজ মেনে ।

আশঙ্কি জন্মায় মন এই তত্ত্ব এ'নে ॥

সে তত্ত্বে সন্দেহ পুনঃ গণে ।

“এমন ত হ'তে পারে, সে ভাবে দেখি আঘাতে”

মন্দুভাব লাগে তার মনে ॥

তাই যদি হয় তবে, পাবনা সেজনে ।

আগে পাছে না ভেবে, কি কৈল আঁখি মনে" ?।

আবার ভাবিল সেই ক্ষণে ।

এমন বে'দেই, নাই, নাচেনে সাপোর হাঁই,

সেকি বুঝে নাই মোর মনে ?।

অসম সবশে রবে, চুহুকা করণে ।

এহেন ঘটনা হবে, কেন কি কারণে ?।

যাবৎ না হ'য়ে শুমিলম ।

নাহি মিলে একাসনে, শঙ্কা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে,

প্রণয়ের প্রথম-লক্ষণ ॥

মনে হ'লো "যদি মোরে, না চাহে সেজন ।

তাহে না মরিত মন, থাকিল এমন ॥

শাদায় বিচিত্র চিত্র করি ।

মুছে অন্যে চিত্রিতিলে, যদিও উত্তম মিলে,

দাগরবে যাবৎ না মরি ॥

দাগা দিতে মনে, এই ধনে পরিহারি ।

পারিবনা আমি, ছি ছি হরি হরি হরি ॥

এবিচার হ'তে সমাধান ।

ইচ্ছা হ'লো একবার, তার মন কি প্রকার,

পরীক্ষিলে পাইব প্রমাণ ॥

বিলম্ব সহেনা বলি, করিতে পয়ান ।

বাধা দিল বিরজা, আসিয়া সেই স্থান ॥

বিধাতার লিপি চমৎকার ।

শরৎ কোথায় ছিল, সুসমায় দেখা দিল

ঘটেগেল বিষম ব্যাপার ॥

এই ত প্রথম-স্মৃতি এই ঘটনার ।

সামান্যে যেটেনা, মাঝে যদন ইহার ॥

এরি মধ্যে সুসমায়, মাখি, মন, এপ্রকার,

শরতের প্রতিমার, পঙ্কপাতী হইল ।

শরৎ-সঙ্গিনী বলে, বিরজায় দৃষ্ট হ'লে,

কতই আনন্দে গ'লে, ঢলে যেন পড়িল ॥

যেকূলে যে ভালবাসে, মাখি সে কুলের বাসে

দূর হ'তে বায়ু আসে, সেবায়ুতে সেবিয়া ।

নেকি তত সুখ পায়, দেখিযাত্র বিরজায়,

যতসুখ সুসমায়, স্পর্শিল আসিয়া ?

যরের মানুষ প্রায়, এবিরজা আসেযায়,

আজি আদরিয়া তায়, কাছে ডেকে বসায়,

একথা সেকথা ক'রে, পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে,

শরতের কথা ল'য়ে, কোঁতুহল জানায় ॥

জানাসেতে জিজ্ঞাসিল “শুনে দুঃখ” উপজিল,

শরতে যা ঘটেছিল, পুনঃ বল বিরজে ।

প্রিয়জন-পরিচয়, শুনে বড় সুখ হয়,

দাঁকু সেই ভাবোদয়, হ’লো হৃদি সরোজে ॥

সম্ভব নহে নহে, ঘটকে সংবাদ কহে,

পালিকা টিকেলে রহে, বর-বার্তা শুনিতে ।

গৌরী বা কুমারী নয়, সুবহার যে সময়,

তাতে নব-রাগোদয়, এত যোগা বুঝিতে ॥

রজা সেকথা বলে, শুনে ভাসে নেত্র-জলে

প্রিয়জন-দুঃখ ব’লে, শিহরিল ভিতরে ।

রজা জানেনা তাহা, বাহিরে বুঝিল যাহা,

কহিল “সুখমে ! আহা, তোর মায়ী এত’রে ॥”

নেত্র-বারি সম্বরিয়া, ঐর্ষ্যা লাজ পাশরিয়া,

বিরজায় সম্বোধিয়া, কহিলেক সুখমা ।

যাহা কিছু এজন্য, স্থল নাই উপহার,

সংগেছে যে দুঃখ-ভার, তারো নাই উপমা ?

হুঁসি বিধি এই জনে, গঠেছে বসি বিজনে,

হিংসায় হিংস্রকগণে, বিপদেতে ফেলিল ।

যেই প্রিয় বিধাতার, বিপদ কি থাকে তার,

সৌন্দর্যের অবতার, হয়ে বেঁচে উঠিল ॥

চিত্রিত-মদন, পটে, গঠিত-কুমার, বটে,

পরম সুন্দর বটে, মানুষের রচিত ।

এত ভেদ তাতে এতে, অকৃত্রিমে কৃত্রিমেতে,
 তায় এবে বিরলেতে, বিধাতার সৃজিত ॥
 আহা, কি লাবন্য-রূপ, গলিত সোনার রূপ,
 মিলাইলে অনুরূপ, আদিকল হইবে ।
 অনন্ত দীঘল কায়, পরিপাটি ভাব তায়,
 এমন আর কোথায়, দেখিবারে মিলিবে ।
 সে জড়ঙ্গি সে নয়ন, সে নাসিকা সে দশন,
 সে কপোল সুদর্শন, মনে ভেবে দেখনা ।
 আমি হেন অনুমানি, সে মুখে বিনা তেমনি,
 তত হুত্বী মুখখানি, কিছুতেই ক'তোনা ॥
 কি গোপ সেজেছে মুখে, ওষ্ঠ লাল টুকটুকে,
 কেবল বিধির চুকে, মনোহুঃখে হাঁসেনা ।
 বিরজে ! দেখেছ আর, প্রশস্ত ললাটে তার,
 সঁতিকাটা কেশভার, বর্ণনায় আসেনা ॥
 যথার্থ তোমায় বলি, এমনত রোমাবলী,
 খুজিলেও অলিগলি, কোন্ জহ্নে পাবনা ।
 বিশাল বুকের পাটা, মাজা যেন কুঁদে কাটা,
 চিক চাঁপাকলি কটা, করে করে শোভনা ॥
 আঁটাসোঁটা দেহধান, হবেনা কি বলবান,
 প্রিয়-দরশন আন, এমন কোথায় গো ?
 কোন অঙ্গ-মন্দ নয়, দেখে তৃপ্তি নাহি হয়,
 আহা-হা, অমৃত ময়, কি চাহনি চায় গো ॥

নড় কর্ষ করিয়াছ, বাসা দিয়া রাখিয়াছ,
 দিনা যত্নে পাইয়াছ, প্রার্থনীয় রতনে।
 এখনে বুঝি চেবেনাই, যেরূপে পোয়েছ তাই,
 নতুবা কি দেখা পাই, কে ছাড়িত এজনে !

— — —
 “অনুরাগ যবে হৃদয়ে পশে,
 হৃদয়-অর্গল আপনি খসে,
 কারো মন তার রহে স্ববশে,
 কারো মন তার ছুটিয়া ।
 ছুটে যার মন সরল ভাবে,
 অন্তরের ভাব কেন লুকাবে ?
 প্রকাশি সে ভাব সম্ভাব পাবে,
 তাই বলে ফেলে ফুটিয়া ॥
 স্তম্ভা তেমনি দেখিয়া যারে,
 ভুলিয়াছে, ভাবে প্রকাশে তারে,
 অথবা জ্ঞানেনা এই ব্যাপারে,
 লাজে কাঁচ করে পরেতে ।
 অথবা যেমন দেখি পুতুলে,
 বালিকার মন হঠাৎ ভুলে,
 তেমনি শরৎ-রূপ অতুলে,
 দেখি ভুলিয়াছে মনেতে ॥
 যেভাবে কিছু দেখি এখন,

বালিকার ভাব নহে এমন,
নারী কি না বুঝে নারীর মন,
হরনি কি মোর এমন :

অস্তরের ভাব প্রকাশ হ'লে,
অরসিক জনে পাগল বলে,
কুজনে নিন্দয় বিবিধ ছনে,

ভুগিয়াছি নব ভুগনি ॥
ভাগ্য ভাল যেই বুঝিছে আগে,
অন্যেতে বুঝিলে কিহতো ভাগে
আগুন লাগাত এ অনুরাগে,
এতশত এত জানেনা !

না জানুক আমি জানিত সব,
আমি ভুজু ভোগী এ নহে নব,
সাবধান করি সহায় হব,

এতে বাধা, ঘটনা সবেনা ॥
বিরজা এসব মনে বিচারে,
আর সুখমার প্রতি নেহারে,
মনে হ'লো, যেন নেহারে তারে,
প্রেম-প্রতিমার উপমা ।

ভাবুকের মনে লাগে সে রূপ,
কবিকি, পাইবে, সে অনুরূপ ?
সুখাধার নয়, তার স্বরূপ,

সে যে পূর্ব-রাগসুখমা !!
মনোমত ধন পেয়েছে মন,
তারে ছাড়ি দূরে নাষায় ক্ষণ,
নিয়োগী বিহনে নিরোজ্যগণ,

কোন কাষে ভাল চলেনা ।
খেলেনা, নয়ন অমর প্রায়,
হেলেনা, পুতুল সদৃশ কায়,
কেবল রসনা বহে কথায়,

তাও যেন ভেবে বলেনা !!
মন ক্ষণ কাল ছাড়েনা যায়,
অঁধিও তাহারি রূপ দেখায়,
স্থির-জলে চাঁদ ভাল দেখায়,

তাই ভেবে কায় হেলেনা ।
মন লেগে যায়, ভাবিলে তায়,
কত সুখোদয় কথা না যায়,
এতই স্ফূর্তি হলো সুখমায়,

কুতূহল যেন ধরেনা ॥
একে ছাচে ঢালা ননীর মূর্তি,
তাহে নব অনুরাগের স্ফূর্তি,
ভাল ফুলে বেসি মধুর পুঁতি,

হ'য়ে যেন পড়ে উগারে ।
পরম-সুন্দরী যে নারী হয়,

যাহা কিছু তার অমৃত ময়,
তারে ভালবাসা যাহার রয়.

আরো ভাল লাগে তারারে ॥

ধরজা রমণী, তবু মোহিল,
রূপ দেখে মনে মনে ভাষিল.

“চেনা লোকে দেখে এতি তইল.

দেখে দেখে আশা মেটেনা ।

আহা মরি কিবা রূপের ঘট
অতসী গোলাপ মিলিত ছটা.
মানবীর রূপ একরূপ ঘট.

অতি অসম্ভব, ঘটেনা ॥

কতই মাধুরী আছে ইহার,
দেখি মন ভাল বাসিতে চায়,
এমন সুন্দরী মুরতি হায়,

কি দিয়া বিধাতা গড়িল !

কর, পদ, কর-শাখা, সকলি,
কেমন সুঠাম কেমনে বলি,
ভাল বা সমান, পেলেত তুলি,

সম না নরনে পড়িল ॥

কুটিল কুন্তলে সরল-সিঁতি,
বেণী-বিনা খোঁপা হুতন রীতি,
সুধুই দেখিলে জননে প্রীতি,

রজতের ফুল তাহাতে ।
 দুই অঁখি নীল-উৎপল-দল,
 তারা কারে তাতে অলি চঞ্চল,
 টানা ভুক মাঝে ফৌঁটা উজ্জ্বল,
 ভাল ভাসে যার শোভাতে ॥
 বিধি কি কাণ্ড গালেতে করেছে,
 তিতরে লোভিত, আভা ফুটেছে,
 এত ভাল গাল কেবা পেয়েছে,
 আছা কি সুন্দরী সুবমা !
 নাক যেন কাঁচা সোণার বাঁসী,
 অধরে সদাই মাখান হাঁসী,
 দেখিলে মুনিও হয় বিলাসী,
 নাকে বুধে এত সুবমা ॥
 মুকুতা পাতিতে ভাতি যেমন,
 সুবমার দাঁতে ভাসে তেমন,
 যার আবরণে করে মোহন,
 সেত সাধারণ হয় না :
 রূপ যত গুণ তারি মতন,
 পাছে দেখে ছুটি হৃদয়তন,
 যদি কারো হারা হয় চেতন,
 তাই এল খেল রয় না ॥
 গুরু নিতম্ব, কটি ক্ষীণতর,

পবিত্রপ্রণয় ।

কুচ, মুখ, আদি তার উপর,
কুহুমগুচ্ছ, যেন মনোহর,

কনক-কলসে ঝোপেছে !

ছুই উক তাই গিরেতে ধরে,
ভাবিলেও চলে স্তম্ভ উপরে,
কুহুম-কামন শরের তরে.

বিশিগ'ড়ে স্মরে ছুঁ পেছে ॥

সময়ের ফুল সব কুটেছে,
গদনের আসা যাওয়া ঘটেছে,
মনোমত অলি এসে যুটেছে,

এতে স্থির থাকে নবীন ?

সেও যে শরৎ শরৎ-টাঁদ,

রমণীর মন হরার কাঁদ,

দেখে ভেঙ্গে ফেলে সরম-বাঁধ,

ধৈর্যজ-শালিনী প্রবীণা ॥ -

পিণিত শোনিতে সবাকি অঙ্গ.

আজো হলোনাক গুকন-সঙ্গ,

সুযোগ নাপোয়ে এরে অনঙ্গ.

এত দিন ক্ষমা করেছে !

এতবড় মেয়ে দিয়ে দিলে না,

পিণ্ডা মাতা দোষ বুঝে বোঝোনা,

অনুকূল বিধি ক'রে ঘোটনা,

দ্বিতীয় সর্গ ।

বর বর এনে দিয়েছে ॥

সদাপি সুখমা এ বরে বরে,
রতি কামে মিলে কি শোভা করে,
শুনেছি দেখিব নহন ভ'রে,

এ বিবাহ দিতে হইল ।

কিন্তু অবলার বালাই লাজ,
ভেঙ্গে দিতে পারে সে হেন কান,
কৌশলে সে লাজ ঘুচাব আজ,
বিরজা এ সব ভাবিল ॥

প্রকাশি কহিল হাসি-মুখে ।

“আমি কি জানিনা ধনি ! রতনের মান ।
স্বামীর বয়স গেছে, আরোত মানুষ আছে,
পেলে রাখে বুকে ॥

এই ত দেখিয়া সুখী, হলো তোর প্রাণ ॥
যারে রাখ কাষে লাগে, দুখে কিবা সুখে ॥

এ রতন অমূল্য রতন ।

অন্য কেহ পাইলেও, ছিনায়ে নিতাম ।
বড় ভাল বাসি তোরে, পরে দোষ দিতে মোরে,
না পেলে এ ধন ॥

আমি কি জানিনা হবে, তোর অভিরাম ?
বিশেষ এখন এতে, তোর প্রয়োজন ॥

ভাল বল জিজ্ঞাসি তোমারে ।

শরভের রূপ কি, লেগেছে তোর মনে ?

তোমার যেমন রূপ, সেও তোরি অনুরূপ
অভিন্ন আকারে ॥

উভয় মিলন তোরা, মিলিলে দুজনে ॥

একধায় লুকাইওনা, বলহ আমারে ॥”

সরমে কুণ্ঠিত হলো মন !

স্বপ্না ভাবিল, “একি, কুকায করেছি !

বাহুজ্ঞান-শূন্য হ’য়ে, মনের কথায় ক’রে,

করি কি এখন ॥

ভাঁড়াই কি ব’লে, সম্পর্ক ধরা দিয়েছি ॥

না খেয়ে না ছুঁয়ে, চোর হইল রটন ॥”

প্রকাশে কহিল আলোচনা ।

“ছি ছি ছি অমন কথা, ব’লে নাক আর

রূপ গুণ বাহা হোক, ভাল দেখে বর্ণে লোক

দোষ কি বলনা ॥

আমার মন কি মন, যেমন তোমার ॥

তাই ভেবে এই বুঝি, হলো বিবেচনা ॥”

বিরজা ভাবিল পুনরায় ।

“সুসমে ! তোর মত, আমিও ললনা ।
 “হা-মন নারী জানে, ভাব ভঙ্গি অনুমানে.
 লুকান কি যায় ?।
 নারীতে নারীতে কভু, চলেনা ছলনা ॥
 বলে দিতে পারি তোর, মনের কথায় ॥”

অপ্রতিভে ক্রোধ না কি সাজে ?
 ক্রোধ প্রকাশিতে চায়, মুখে হাসি আসে ।
 “ভাব সুমগার, ঢাক পড়ে বিরজার.
 যেতে চায় ব্যাজে ॥
 হাতে ধরি বিরজা, বসায় আনি পাশে ॥
 কহিল “বুঝেছি, আর কায় নাই লাজে ॥”

হেঁট-মাথা বসে ধনী কাছে ।
 খুঁচি ধরে বলে “বাছা এবে হ'লো লাজ ।
 ভাব ভঙ্গি কপ্পা পে'য়ে, বুঝেছি যা তার চেয়ে,
 বুঝিতে কি আছে ?।
 এখন আমার কাছে, লাজেতে কি কায় ।?
 বরঞ্চ ত্যজিলে লাজ, কায় পাবে পাছে ॥

তোমার বিবাহ হয়নাই ।
 সেও আঁজো কারো পানি, করেনি গ্রহণ ।

ইবেমাত ব্যভিচার, তবে কিসে ভয় আর
গিলেছে যা চাই ॥

অন্যের মা বাপে করে, পাত অশ্বেষণ ॥
আগে হ'তো স্বয়ংস্বরা, তুমি নহে তাই ॥

কথাটি হইল মনোমত ।

মুদি আঁখি তবু ধনী, মুহুরি হাসিল ।
কি সুন্দর সেই হাস্য, কি সুন্দর সেই হাস্য,
ভাব তাহে কত ॥

পারিজাত কুল যেন, মধু উগারিল ॥
সঙ্গিনী রমনী নৈলে, আরো কিবা হ'তো

ক্রমে বন্ধ আপনার সীদে :

তাহে সে বিরজা নহে, আনাড়ী সঙ্গিনী
তখনি বলিল, “ভাল, আঁখি মুদি দেখে আঁফে
হুদে বাঁধি টাঁদে ॥

শঙ্কা অন্যে টের পোলে, হয় বা সতিনী ॥
আমাতে সে ভয় নাই, না বাই বিবাদে ।

কথার চাতুরী বিরজার ।

মোহনভাবে বাড়িবেক, উত্তর উত্তর ।
এই ভাবি ধনী পরে, কহিল, “এমন ক'রে

জুলাইও না আর ॥

যাট ছাড় ছেড়েদাও, যাও স্থানান্তর ॥

অন্য শোনে, মিথ্যা হবে, সত্যের আকার ॥”

বিরজা কহিল ছল ধরে ।

“কেন ধনি, মিথ্যা হবে, সত্যের আকার ?

প্রাতকূলে করি ভয়, প্রাণ কে করে নয় ?

কি বুঝাও মোরে ॥

প্রাণের সহায় হ’তে বাসনা আমার ॥

ছাতা দিরা মাথা রাখি, আগলিব তোরে ॥

অন্য যদি শোনে হবে দায় ।

অন্য টের পাবে, টের পেয়েছি বধন ?

কত গিন্নি দৌছে কওয়া, বিবাহ নিরীহ হওয়া,

সহজ উপায় ॥

বিবাহের পূর্বে, কে জানিবে এ ঘটনা ?

তারো জানা পরে, আজ তোমার আমার ॥”

ইহা শুনি হাসি মনে মনে ।

অন্য দিগে চাহি ধনী, মুখভঙ্গি করি ।

কহিল, “আজুলি যেন, এত ঠাট ছলা কেন,

কর মোর সনে ॥”

প্রশ্নোত্তর সমাদান, আপনি বিবরি ॥
আমা প্রতি খোঁচাখুঁচো, কিসের কারণে ॥

বিরজা করিল প্রত্যুত্তর ।

“অনেকে এমন, চক্ষে দেখে ভুলে যায় ।
চক্ষের আভালে গেলে, মন হাতে ধুয়ে ফেলে।
যেন নটবর ॥

ভাট কি না, নেড়ে চেড়ে, জানিব ইচ্ছার ॥
গোচা দিয়া দেখিতেছি, তোমার অন্তর ॥

একথা সাহসে প্রেমীজনে ।

সুখমা সে ভাবে আর, রহিতে নাশিল ।
কহিল, “ধিক্ তাহারে, যেইজন সে প্রকারে,
সুখ ইচ্ছে মনে ॥

ব্যভিচারে এত দোষ, কি হেতু হইল ॥
এই সব প্রণয়-তন্দ্রারী, আচরণে ॥

বিরজে ! তুমি কি ভাব মনে :
দাম্পত্যের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখে নয়,
প্রণয় সুখ তাহার, নহে জ্ঞাত সুখমার
ভেবন। তা কণে ॥

একমাত্র মন তারি, মিলন প্রণয় ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

হুজনে ভাবিলে, মন রহে কোন্‌ জনে ?।

আশীর্বাদ ক'রনা এমন :

দতাপহারিণী হব, মনের দোষেতে ।
যদি মন দেই কারে, সেই ভিন্ন যারে তারে,
ভারিবেনা মন ॥

তবে দৃশ্য বস্তু কি, না দেখিব চোখেতে ?।
যাতে তাতে ভোলে, নহে এ মন তেমন ॥”

এ কথা কছিল যতক্ষণ ।

উদেছিল হৃদে নাকি, শুদ্ধ-প্রেমভাব ?
তাহারি প্রভাবে যেন, প্রীতি অবতার হেন,
দিল দরশন ॥

নীরব সমরে হলো, হেন অনুভাব ॥
স্তব সারি ধ্যানে বসে, প্রেম-ভক্ত জন ॥

প্রেমিকার কথা, স্মৃষ্যার মুখে ।
শুনিল বিরজা, যেন ভাসে সুখে ॥
হৃদয়ে ভাবিল, “এ নহে ভাবিনী ।
নলিনী হবে বা হবে কৈরবিনী ॥
স্বাভাবিক প্রেম, তাদের যেমন ।
দেখিতেছি আজি, ইহারো তেমন ॥

পবিত্র প্রণয় ।

এভেদিন যেন, মুদিত আছিল ।
শরতে বেনন, দেখিল ফুটিল ॥
ঘুমায়ে পাতালে, জাগি স্বর্গ দেখা ।
শরতের ভালে, ফেন তাই লেখা ॥
ক্রোধে না হয় কি, এমন বতল ।
আপনি শরতে, করে অব্বেদন ॥
প্রকাশি কহিল, হ'য়ে কোতুকিনী ।
“কি বল সুবধে, অমৃত ভাবিনি ॥
কি ভাবা ভাবিনি, পীযুষ মিঁচিলি ।
প্রণয় কি ঘন, কেমনে জানিলি ?
প্রণয়ের সাথ, তোর যাজ্ঞি হবে ।
শ্রোম-পীত দেখা, শুনা, আর কবে ॥
এরি মধ্যে দেখি, যুগমধ্যে তুমি ।
অমূল অতুল, প্রণয়ের তুমি ॥”
হাসিয়া উত্তর করে সুবদনী ।
“কিছুই জাননা, রয়েছ অমনি ॥
মনোহসি প্রীতি সদতই আছে ।
দেখেনা দেখেনা, কেহ কারো কাছে ॥
সুজিতে হয় না, প্রণয়-ভাজনে ।
ভবিতব্য আনি, মিলার সেজনে ॥”
বিরজা কহিল, “কুণ্ডিলাম সার ।
শরতের আসা, প্রয়াণ ভাহার ॥

কিন্তু প্রেমাদিনি । এবড় কোড়ক ।
 শরভেরে ভালবেসে, চাও সুখ ॥
 চিননা যে জনে সে জনে কেমনে ।
 হৃদয় মঁপিরে, বল বরাননে ? ॥
 কহিল ধনী কোকিল-কণ্ঠ স্বরে ।
 লাভের আশা কি, ভালবাগা করে ॥
 মন কিবে লব, আশা মেই রাখে ।
 জানা ঢেনা লোকে, সেই পুণ্ড্র খাঁকে ।
 কথা কাটি কহে বিরজা আবার ।
 "তব ভাণ্ডে যে, কি, আছে বুঝা ভার ।
 বিদেশী অজ্ঞাত, জনে দিয়া জন ॥
 শেষে হা হতানে, হারাবে জীবন ॥
 "ভালে যা থাকিবে, তাইই ঘটবে ।
 মনে যে লেগেছে ধূলে না উঠিবে ॥
 প্রিয়জন, চিরদিন কার রহে ?
 ভালবাসা, কভু, যাইবার নহে ॥
 ছেড়ে যে যায়, যায় আঁধার দূরে ।
 ছাড়িতে পারে কি, সে হৃদয় পুরে ? ॥
 তাহা না হইলে, আপনা ভাবনা ।
 এবৈধব্য জ্বালা ঘুচাতে পারনা ? ॥
 সুখমার মুখে, শুনে এ ভারতী ।
 বিরজার মনে, উপজে ক্ষুরতি ॥

“ভেঁকে গেল লাজ, ক্রমে কথায় কথায় ।

মন খুলে সব কথা কহিবে এখন ।

যুটেছি সখীর ভাবে, কি কথা মোরে লুকাবে ?

অস্তরের কথা ল'য়ে, করি আলাপন ॥”

বিরজা এসব ভাবি কহে পুনরায় ॥

“এ তেন যৌবন মন, সঁপিবে নাহারে ।

সে কেমন লোক তা, কি, পেরেছ জানিতে ?

অযোগ্য জনের করে, সম্পদ অর্পণ ক'রে,

পরিণামে পরিতাপ হয় যে ভুগিতে ॥

তাতিই সতর্ক ক'বে, দিতেছি তোমারে ॥”

হাসিয়া কহিল ধনী, “এ কথা নুতন !

প্রিয়জন ভাল বই, মন্দ হয় কার ?

দর বস্তু এহীভার, তার গতি গতি ভার,

জানা পরিণাম, তাহা ভাবিব কি, আর ?।

এ কথা না ভেবে, এত চিন্তা কি কারণ ?।”

সে কথা ত্যজিয়া, পুনঃ বিরজা সুধায় ।

“তুমি যে বেসেছ ভাল, সে, কি, তা, বুঝেছে ?

সে আমারে ভাল বাসে, তা ভেবে যে বুধে ভাসে ।

তাতেই প্রত্যাশা, যাহা হৃদয়ে জন্মেছে ॥

একথা অবশ্য বুঝ, বাছল্য বলায় । ”

এ কথা শুনিয়া ধনী, করিল উত্তর ।

“তুমি কি জাননা, ভালবাসা কি প্রকার ?

ভালবাসা পাব আশে, কে কাহারে ভাল বাসে ?

প্রাণে ভালবাসি কি, ভাবিয়া উপকার ?

শিখী ভালবাসে তা, কি, জানে জলধর ?”

—

কথা শুনে বিরজার, মুখে মন কোরে ।

বাড়াতে সে মুখে, হাসি আবার সুধায় ।

ভাল বাসা দৃঢ় হেতু, বৈবাহিক বিধি সেতু,

বিবর ভাবিয়া, কে, না কবে এ কথায় ॥

তাই বলি কি হবে সে, না চাহিল ভোরে ?”

—

ভেনে যেন দুঃখ হলো, সে তাবের রবে ।

উত্তর করিল ভাও, মধুমাখা করে ।

যনে ধ্যান গবে করে, যে ভায় না পায় করে,

ধন-আশা ছেড়ে সে কি, লোকে যায় মারে ॥

যোর পক্ষে এপক্ষে, সাদৃশ্য তাই হবে ॥”

—

যদিও মনের, অনুমোদিত কথনে ।

বিধা জন্মে নাই, তবু যেন সুধমার ।

চমকি উঠিল প্রাণ, বদন হইল স্নান,

লক্ষ্যে সহিত চিন্তা, উঠে বার বার ॥

ভাবিতে লাগিল, কি, যে, কত মনে মনে ॥

একবার ভাবে, “ যদি না পাই তাকারে ।

এখনি এমন, পরে যাঁচিব কেননে ?

আবার মনেতে হয়, না পাবার কথা নয়,

দুবত্তী যাঁচিলে ভ্যজে, না দেখি সেজতে ॥

মোর প্রতি দাঁত, তার হ'তেওতে পারে । ?

একবার ভাবে, “ যদি না হয় তেমন ?

যথা ইচ্ছা ফলে যাবে, না কিবাবে আর ।

ভালবাসা হলে কাল, দুঃখে যাবে চিরকাল ॥

পুনঃ ভাবে, “ যাবে কি, জানিলে এ ব্যাপার ।?

পুকয়েও চাহে, করি রমণী রঞ্জন ॥”

একবার ভাবে, “ তার মনের মতন, ।

যদ্যপি না হ'ই, তবে কি হবে যাঁচিলে ?”

পুনঃ ভাবে “ তার সনে, চম্বো-চম্বী যেইক্ষণে,

এক মনে মোর প্রতি, যেরূপ চাহিলে ॥

মনে না লাগিলে, কেন চাহিবে তেমন ৷”

একবার ভাবে, “ তার রূপ যে প্রকার ।

দ্বিতীয় মর্গ ।

তেমন না হ'য়ে, গুণে মন্দ যদি হয় ?”
আবার তাবে এরূপ, “ ভুলেছিও দেখে রূপ,
সোনার মোহাঙ্গা হবে, গুণ ভাল নয় ।
ফলে গুণ-খুঁচা নয়, তেমন আকার ॥”

সুখমা যে মনে মনে, ভাবিছে বিস্তর ।
আকার প্রকারে ভাষা, বিরজা বুঝিয়া ।
ভাবিল, “এ ভাবনার, কারণ কথা আমার,
ভাল করিনাই, তর্ক বিতর্ক করিয়া ।
কিন্তু ভাল করিয়াছি, বুঝিলে উত্তর ॥”

এখনো অনেক কথা, আছে জিজ্ঞাসার ।
ইহার মনের কথা, করিয়া প্রবণ ।
তার কথা তার ঠাঁই, জানিব না জানা চাই,
বুঝিতে হইবে, মন কারার কেমন ॥”
এতভাবি ধীরি ধীরি, কহে পুস্কীর ॥

“ সুমনে! তোমার, নব অনুরাগে,
দেখিয়া শুনিয়া, হেন মনে লাগে,
প্রবীণ প্রণয়, বেন কদে আগে,
পাশাপাশে রেখা প্রায় গের ।
শতেক ব্যাঘাত, সাধে যদি বাদ,

তথাপি তোমার, এই প্রেম-সাধ,
 ঘোচে না, ঘুচালে ঘটিবে প্রমাদ,

হুঙ্কিতেছি অভিপ্রায় গো ॥

এখন কেমনে, হইবে মিলন,
 তাহারি উপরি, করিছ চিন্তন,
 সহেনা বিলম্ব, মনোমত ধন,

পাছে অদর্শন হয় গো ।”

হাসিয়া কহিল ননী এই ভাস,
 “যুঝে যুঝে কেন, কর পরিহাস,
 যা হয় করনা, উপায় প্রকাশ:

তোর মনে কিবা লয় গো ॥”

বিরজা কহিল, “রেখেছি ভাবিয়া,
 সত্বরে উভয়ে, দিব মিলাইয়া,
 কোন কথা এই, তোমার লাগিয়া,

দিতে পারি তাঁদ ধ’রে গো ।

তোর বিবাহের, কূল কুটিয়াছে,
 দূরে ছিল বর, ঘরে আসিয়াছে,
 যোগাড় করিতে, যাঁহা বাকি আছে,

হুদিনেই লব ক’রে গো ॥

ভাল বল শুনি, তোমার বেরূপ,
 হ’রেছে সে মন, দেখায়ে অরূপ,
 তুমি কি করিতে, পেরেছ সেরূপ,

ঠকিয়াছ তুমি ভায় গো ?

অপরূপ দেখে, আপনা তুলিয়া,
কাড়ি নিলে মন, সহিয়া রহিয়া,
ছাড়িদিয়া চোর, বিরলে বসিয়া,

কাচ-পোকা-ধরা প্রায় গো ।”

ধনী বলে, “আগে, এ মন হাবাস,
করিনী বিনা কি, করি ধরা যার ?”

বিরজা কহিল, “তবে তুমি ভায়,

পোলেও ধরিতে নার গো ।”

“পারি কি না পারি, কিরূপে বলিব
ভার মনোভাব, আমি কি বুঝিব,
গণিতে জানি কি, গণিয়া দেখিব,

তুমি হ'লে সব পার গো ॥”

সুখমা যেমন, এ কথা কহিল,

বিরজা অমনি হাসিয়া বলিল,

“তবে তুমি কেমন, এ কামে এলি লো ?

ভোমা হেন ভোমা নাই গো ।

চিত্রিত করেছ, আদর্শে বাহার,

চোখে দেখনাই, স্বরূপ তাহার ?

চিত্রিত র'য়েছে, দেখ একবার,

দেখে বুকে দেখ তাই গো ॥

সকল হইলে, নয়নে নয়ন,

পরস্পর মন, করে আলাপন,
কেন, কি, তোমারে বলে নাই মন,
কেমন তোহার মন গো ?

আহা, বটে, তোর, হেথা নাই মন,
না থাকুক মন, আছেত নয়ন,
তারি হাতে মন, করে বিলোকন.

নে যে বোঝে, কি কেমন গো ॥

নিরাকার মন, রসনার ভাসে,
নয়নে, বদনে, ইন্দ্রিত প্রকাশে,
পাখীরা ও তাহা, বোঝে অনায়াস,
তুমি বোঝনাক তাও গো ॥

হাসিল সুখমা, সে কথা শুনিয়া,
তাহা দেখি পুনঃ, হাত নাড়া দিয়া,
বলিল, “তুমি কি, আমারে ছলিয়া,
কথা লুকাইতে চাও গো !?”

ধনী বলে, “ আমি ছলিব তোমাকে ?
ধাইর কাছে কি, পেট ছাপা থাকে,
এখনো সরমে বাধিছে, আমাকে.

নিলাজ করিলি, তুই গো ।”

বিরজা বলে, “কি লাজ লো চতুরে !
পুকনের কাছে, নেচে এলি ক্ষুরে,
কালি ঢাক বাজি, জানাইবে দূরে,

তুদিন বই ছলুই গো ॥”

ধনী বলে, “ তুই, মনের সাধেতে,
বড় ব'লে নিলি, সময় ক্রমেতে,
সুধু যেন কথা, রয় না, শেষেতে,

যুখে ছাড়ি, কাবে ধর গো !”

বিরজা বলে, “কি, হইলি পাগল,
সময় না হ'লে, ফলে, কোন্ ফল ?
দেখনা কি করি, হ'ওনা চঞ্চল,

তুদিন সবুর কর গো ॥”

সুখমা বলে, “ যে তুদিন রহিব,
যদি বাঁচি তবে, পাগল হইব.
অধীর মনেকি, বুঝাতে পারিব,

না দেখে, সে মনোহরে গো ?
নিকটে রয়েছে, দেখিয়া নয়নে,
কোনরূপে, বুঝাইতে পারি মনে,
কি দিয়া কেমনে, বুঝাব নয়নে,

অন্তরে ধৈর্যজ ব'রে গো ॥

একে তার সেই মধুর মুরতি,
যাহে তাহে মনে, জনমিল রতি,
সুধু সুধু তাহা, দেখিয়া বিরতি,

আর কি, হইতে পারে গো ?

যখন সপ্রেম তাবে, সে চাহিবে,

শুধু কি আর, ফিরিতে পারিবে ?

গরবে তখনি, গলিয়া যাইবে,

দেখি সে দেখে আমারে গো ॥

সেই আসি যবে, দেখেছি তাহার,

ফিরি ফিরি চার, ফিরি ফিরি চার,

আড়ালে এসেছি, তথাপি আমার,

দেখিতে যত ক'রেছে গো ।

এই কথা যেই, বিরজা শুনিল,

হেসে ষাড় নেড়ে, বলিয়া উঠিল,

“ তবে আর কিবা, জানিতে রহিল

তোতে সে, যেস মজেছে গো ॥

তাই ভাবি এ, কি, ঘটেছে কোথায়,

মদনের ফাঁদে, কে কোথা এড়ায় ?

চুরি ক'রে চোর অমনি পলায়,

কাম যার কাছে কাছে গো !

তবে তোর আর, ভাবিতে হইলনা,

সেই তোর লাগি, করিছে ভাবনা,

নতম করিতে, বিলম্ব সবেনা,

সেই পথ চেয়ে, আছে গো ॥

আগে তারে কিছু, বলাই হইলনা,

বলিলে আঁচল, ছাড়িয়া দিবেনা,

গিঁদ্বি অলম্বতি, দিতে পারিবেনা,

কর্তারে বুঝাতে, যাই গো ।
 পাঁখ মালা তুমি, মনের যতন,
 যে মালা বদলি, কিনিবে রতন, *
 এ কথা বলিয়া, করিল গমন,
 ধনী সুখী, দেখি তাই গো ॥

সুখমার হৃদয়ে, উন্মিল পুনঃ ভাবমা ।
 ভেবে তার ভক্তি ভাবে, আনিতেছে অনু ভাবে,
 সেও কি মনেতে ভাবে, অনন্যামনা ॥
 আঁখি কিন্তু মোর প্রতি, করেছিল ধারণা ॥

অনন্যামনার আঁখি, দেখিয়াছি নয়নে ।
 এক ভাবে হির রয়, সংজ্ঞা-শূন্য মনে হয়,
 এ আঁখি তেমন নয়, কোঁতুক মনে ॥
 হৃষিত চাতক যেন, চারি বারি-বাহনে ॥

এ প্রকার ভাব, যার প্রকাশিছে নয়নে ।
 ত্যাগ করি দৃষ্ট জন, অন্যে ভাবে তার মন,
 কতু কি হবে এমন ? না লয় মনে ॥
 সে চিন্তা অবশ্য, নব অনুরাগ কারণে ॥

মোর প্রতি তার যদি, অনুরাগ নহিবে ।

নতুবা তেমন ধারা, প্রাণখোলা ভাবে ভরা,
 চাহনি দুখ-পাসরা কেন হইবে ?
 বিভিন্ন ভাবেতে কোথা, এত গুণ পাঠিবে ?

ভাল পুনঃ ভাল ক'রে দেখে আসি নয়নে ।
 প্রেম-ভরে ধনী ধায়, প্রথম দেখা বধ্যায়,
 পথে দরশন পায়, বাঞ্ছিত ধনে ।
 চমকি থমকি তথা, নিবারিল গমনে ॥

সে পথ নির্জ্ঞান নয়, সদা লোকে পূরিত ।
 যদি কেহ দেখে তবে, মন্দ ভাবি মন্দ কবে,
 বড় লজ্জা পেতেহবে, হবেনা হিত ॥
 সে ভয়ে, প্রকল্প-মুখ-পাছে করে গোপিত ॥

কটাক্ষে চাহিয়া নেখে, মনোহর নেহারে ।
 চলে যায় কিরি চায়, ছুতনা করি দাঁড়ায়,
 পায় পায় লেগে যায়, চলিতে নারে ॥
 সে ভাব-দেখিয়া ধনী, ভাসে সুখ-পাথারে ॥

এমন কি হয়, মন, যোর মত না হ'লে ?
 কেবল দেখে আশায়, কারো পানে নাহি চায়,
 আগে পাছে কত যায়, রূপলী চলে ॥ ”

এ নিশ্বাসে সুসমার, প্রেম আরো উঠলে ॥

পথে পথে দেখা-দেখী, পাণ ভ'রে হলো না ।
 ধনী কিরি ঘরে যায়, শরৎ আসে বাসায়,
 দিনা যায় শোভাপায়, চাঁদের কণা ॥
 হেন কালে দেখা দিল, সন্ধ্যা হ'য়ে শোভনা ॥

বসাইতে দেবগণে, রক্তাঙ্গুর পাতিল ।
 পথ-শ্রান্তি শান্তি ভরে, ধীরে ধীরে বায়ু সরে,
 পক্ষী গণ আসে ঘরে, যে যেথা ছিল ॥
 সন্ধ্যামুনি অ'দি ফুল, পূজা তেতু কুটিল ॥

বিলাসী লোকেরা চলে, সমীরণ সেবনে ।
 জলাশয়-তীরে, গরে ডক্তেরা বন্ধনা করে,
 বাতি জ্বালি আলো করে, রমণীগণে ॥
 সন্ধ্যা সমাগমে সবে, সুখী হলো ভুবনে ॥

কিসু এত আদরেও, সন্ধ্যা নাহি রহিল ।
 কত কার্য আছে যেন, গেল হ'য়ে ব্যস্ত হেন,
 থাকিবেনা তবে কেন, আসিয়াছিল ?।
 আদরেতে বুঝি, মনে অহঙ্কার হইল ?।

সন্ধ্যা গেল রাজি এল, হুহু হুহু গমনে ।
 নাহি তার অঙ্কুর, সবে বাধা গুণে তার,
 কার্য্য তাজে বে যাহার, সুখিত মনে ॥
 বিশ্রাম বিতরে লোকে, নিজে থাকি যতনে ॥

নিশা আগমনে, শুইয়া শয়নে,
 সুসুপ্তি, অগনে, কেবা না চায় ?
 প্রথম মিলনে, বিচ্ছেদ-ছেদনে,
 দম্পতীর মনে, স্থান কি পায় ?
 নিশা আগমনে, শুইয়া শয়নে,
 সুসুপ্তি অগনে, কেবা না পায় ?
 বিচ্ছেদ সহয়ে, পূর্ব্ব রাগোদয়ে,
 চিন্তার নিলয়ে, কভু না যায় ॥
 শরৎ যখন, করিল শয়ন,
 রজনী তখন, দণ্ডেক চারি ।
 ক্রমে রাজি যায়, নিজা নাহি পায়,
 নিজায় কে চায়, ভাবনা ভারি ॥
 মন উচাটন, করি দরশন,
 মনের মতন, সেই যুবতী ।
 কিরে নানা দেশে, কিসের উদ্দেশে,
 সার করে শেষে, এই যুক্তি ॥
 “করিল যতন, এ নারী-রতন,

দ্বিতীয় সর্গ ।

হৃদয়ের ধন, হ'লে আমার ।
সফল জীবন, সফল যৌবন,
সফল ভ্রমণ, হয় এবার ॥
এ মনোমোহিনী, না হ'লে গৃহিণী,
আর কি অমনি, পারি বাঁচিতে ।
এর হ'তে আর, রূপ নাহি কার,
পাকিলে এবার, নারে মোহিতে ।
যেমন গঠন, যেমন বরণ,
চাহে আঁখি মন, তাই মিনেছে ।
বিশি সুখি মন, গ'ড়েছে যেমন,
সময়ে তেমন, সুটে প'ড়েছে ॥
যদ্যপি এ ধন, লভে অন্য জন,
যে'র আকিঞ্চন, বিফল হয় ।
বুক ফেটে যাবে, প্রাণ বাহিরাবে,
সুত্বার অভাবে, সে দুখ ময় ॥
নাটিছে নরন, বুঝিয়াছে মন,
ভালের নিখন, হবে আমারি ।
তাহা নাহি হ'লে, অপনার ব'লে,
ভেবে মন ভোলে, রূপে তাহারি ॥
সে হবে অঙ্গার, আমি হব তার,
সে বুঝি ইহার, ভাব পেয়েছে ।
তাই ফিরে যায়, ফিরি ফিরি চায়,

ভাবিতে আমার, জানায়ে গেছে ॥

পারে কি কখন, লরনে নয়ন,

দিয়া ঘন ঘন, পারে দেখিতে ?

নহে এক বার, দেখি পুনর্বার,

সেই তার তার, সেই আঁখিতে !

এ সব ভাবিয়া, ঈশ্বরজ পরিয়া

মনে বুঝাইয়া, পারে রাখিতে ।

নাহি হেন জন, তবু এত ক্ষণ,

আমার এ মন, আছে ভাবিতে ॥

আর কে বইত, এখনি ছুটিত,

তাহার সহিত, প্রেম-আশায় ।

নহে সাধারণ, এ সব ঘটন,

বড় বিচক্ষণ, জ্ঞান হারায় ॥

আশা হিতকরী, তাই কাল হরি,

এ হেন সর্বত্রী, যায় বহিয়া ।

আশা ক'রে আর, এরূপ প্রকার, ?

খাকা হবে তার, দুখ সহিয়া ॥

ফলে যে আমার, আশার দুসার,

হবেই তাহার, বড় ভরসা ।

মনে মন টানে, বুঝি অনুমানে,

কিছু পরিমাণে, তার এ দশা ॥

বদি তার মন, আমার মতন,

দ্বিতীয় সর্গ ।

হয় কতক্ষণ, হবে মিলিতে ?
তবে এই ভয়, অধীন। সে নয়,
স্বয়ং পরিণয়, নারে করিতে ॥
নাতা পিতা তার, করি অবিচার,
যদি একে আর, করে উভয়ে ।
কি হবে তখন ? কবেনা এমন,
প্রেমীকি কখন, ছাড়ে প্রণয়ে ॥
সে যদি আমাকে, ভালবেসে থাকে,
তবে কি তাহাকে, আমি পাবনা ?
পাবই পাবই, সে, যে আমা বই,
কালে নিলে এই, কবে যাবনা ॥
বাসনা যেমন, গটিলে তেমন,
অন্ধের ভ্রমণ, করে রাখিব ।
তালে লোক ভয়, সুখ নাহি কর,
যনে গিয়া নয়, সুখে থাকিব ॥
করিলে নিরাশ, ছাড়িবনা আশ,
লয়েছি সন্ন্যাস, ছাই রাখিব ।
নিকটে থাকিব, নয়নে দেখিব'
প্রণয় রাখিব, নাম জপিব ॥"
শরতের মন, কতই এমন,
বচন রচন, করে জাগিয়া ।
রাতি বহিষায়, সুখমা কোথায়,

জানো না সুয়ার, দেখি আসিয়া ॥

একি বিষম ব্যাপার !

দেখিতেছি সুয়ার, যেন পাগলিনী প্রাণ,

একে বারে সকলি বিকার ॥

যেন সে সুয়ার নয় !

হইয়াছে এল খেল, বহিতেছে এল মেল,

নিদ্রা নাই, নিশীথ সময় ॥

অরুরাগ কি ভীষণ !

জানিতনা কোন জ্বালা, নিতান্ত নবীন বাল্য,

এত জ্বালা পরের কারণ ॥

এ যে পর বলে পর !

আপনি কে তা জানেনা, সেই হ'লো এত চেনা,

প্রাণের অধিক প্রিয়তর ॥

আজি হইল এমন ।

নদন পাগল না কি, কি করেছে, থাকি থাকি,

ভীক প্রতি কঠিন শাসন ॥

সবে আঁখির মিলন ।

কিস্তি ভাবে বসি পাশে, যেন আলিঙ্গিতে আসে,

হেন মুগ্ধ করেছে নদন ॥

কড় করে বিবেচনা ।

দাঁড়াইয়া পুরোভাগে, ধরিতে চাহিলে ভাগে,

দেখ দেখি কামের ছলনা ॥

স্নরে হরিয়াছে জ্ঞান ।

“আমি নরি তার তরে, সে বুঝি ঘুমায় ঘরে,

এই ভাবি করে অভিমান ॥”

কড়ু করিছ স্মরণ ।

মিলন হয়ত তবে, যে কায করিতে হবে,

করে অন্য দম্পতী যেমন ॥

হ’লে মিলনে বাবাভাত ।

কি উপায় করা চাই, আগে নির করে ভাই,

যুক্তি মতে হৃদয়ের সাং ॥

আজি হুমায়র মন ।

হইয়াছে কি প্রকার, সেই জানে এ পোকার,

দশা ভোগ করেছে যেজন ॥

বিধি কি খেলা খেলায় ।

কোথাকার বস্তু আনি, মিলায় কোথায় টানি,

নদীর সাগর-সঙ্গ প্রায় ॥

দেখ কেমন ঘোটন ।

যেমন হ’য়েছে দেখা, গায় যেন ছিল লেখা,

প’ড়ে চেনে যে বার আপন ॥

চিনে আপনার জন ।

যাবৎ মিলন নয়, ধ্যান করে সুখী হয়,

কাম কেন জ্বলায় এখন ?।

বড় দুই রতিপতি ।

দুই জনে দুই স্থানে, হানি পক্ষ পক্ষ বাণে,
দেখাইছে নিজের শক্তি ॥

ভাল মকবকেমন ।

তুমিই জাগ্রতে আছ, অন্ধে কি না করিয়াছ,
অনেকেই প্রতাপ এমন ॥

কিন্তু তোমার প্রতাপ ।

দম্পতী সহিতে নারে, পূর্বরাগে কি প্রকারে,
মহিবে ? দিওনা আর তাপ ॥

আজ করহ প্রস্থান ।

এখন তোমারি কবে, কত রক্ত দেখ পরে,
শান দিয়া রাখ পক্ষ বাণ ॥



কত কষ্টে পোহাল রজনী ।

স্বপ্নমার মনে কত, আশার সঞ্চার ।

বিরজা এখনি আসি ।

শুভ সমাচার দিবে, হইয়া উল্লাসী ॥

পূজা মানে কত দেবতার ॥

বিরজার আশা-পথে, চায় আর মনোরথে,
নানা অভিলাষ হ'তে, করিছে বাহনি ॥



বিরজা আসিয়া দেখা দিল ।

আসা দেখি আশু ননে সুখের উদয় !

কিন্তু মুখ নিরখিয়া ।

মনের অর্দ্ধেক সুখ, পড়িল হসিয়া ।

সঙ্কে সঙ্কে জন্মিল সংশয় ॥

“অতীত সাধন হতো, এ মুখে হাঁসিত কত,

দুরদৃষ্টে বুঝি আশা, বিকল করিল ॥”

“আশা-তারি ডুবোছে তুফানে ।

কেমনে কহিব, এই কথা সুবোধ ।

কেন লইলাম জার ।

বিবাহে করাব মত, গৃহিণী কর্তার ॥

হলোনি তা শুনান যে দায় ॥

এখন কবেনা বলা, পরে তার হবে সলা,”

এত জাবি বিরজা, মিলিল এক স্থানে ॥

না সুখাতে আগনি কহিল ।

“পোড়া কায়ে, অবসর নাহি মরিবার ।

মিছে কায়ে গেছে কাল ।

আজ সব কাব সেরে; সকাল-সকাল ॥

শেষ করে লবনে কথার ॥”

এই কথা কহে মুখে, হৃদয় দহে অস্থখে,

সুখমা মনের ভাব, বুঝিতে পারিল ॥

সুবমা কহিল, “এ কি কথা ।
 কায়ে কায়ে দিন গেল বুঝাও আমারে ।
 মিছা কথার কোশল ।
 ভুলেছিল সত্য কথা, প্রকাশিয়া বল ॥
 ভানবসা বলে কি ইহায়ে ।
 এ কাহ হালোনা বড়, অন্য কাহ হলো চড়,
 কাহের মানুষ, কাজ করে কি অনাথা ॥”

বিরজা উত্তর দিল হাসি ।
 “জানি আমি এ কথা, শুনিতে হবে দেখে ।
 তোর কায়ে হেলা মোর ?
 এই কায়ে এই বিবেচনা হলো তোর ?
 এমন শুনি নি কোন দেশে ॥
 আজ কাল অন্য জন, হইয়াছে প্রিয়জন,
 আমিও হ’লাম পর, মুচিয়া হিতাশী ?”

পরস্পর এরূপ প্রকারে ।
 কহিতে অনেক কথা, বেলা বেড়ে যায় ।
 বিরজা বিদায় লয় ।
 সুবমা বসিয়া ভাবে, ভাবি-পরিণয় ॥
 এই ভাবে সে দিন কাটায় ॥
 প্রতি দিন ছল করে, বিরজা সময় করে,

সুখমা কি করে, কষ্ট সহ্যে বারে বারে ॥

সুখমার মিলেছে দোষর ।

কহিরা মনের কথা, নিবারয় দুখ ।

শরতের সঙ্গী নাই !

এক মনে এক ভাবে, ভাবে সর্বদাই ॥

আহা তার সামান্য অসুখ ?!

মাশা যার পিবে মধু, বহু দিন গত অধু,

চক্ষে দেখা ভিন্ন, অন্য ঘটনা হুঙ্কর ॥

নার প্রিয়জন কাছে- পৃষ্ঠরাগ জন্মিয়াছে,

পূর্ণিমা তারে কত দিন, ধরে বেঁধে রাখিবে ?

মন যে ছুটেছে তার, তারে কেবা রোধিবে ?!

কল টুড়ু উড়ু করে, কাধায় চাপিরা ধরে,

সময় পাইলে, সে কি আর ঘরে থাকিবে ?

প্রিয়জন খেথা সেথা, উড়ে গিয়া বসিবে ॥

এ ভেবেছি হলো ভাই, বিরজা কি বোঝে ছাই,

মিছা মিছি ছল করি, দিন নষ্ট করিল ।

এখন রাখুক ছলে, সুখমাত চলিল ॥

হাত বাড়াইলে পায়, প্রিয়জনে প্রেমদায়,

এতেও যে বাঁধা ছিল, হুরদুখে বাধিল ।

পবিত্র প্রণয় ।

শুভানুষ্ঠান সু প্রসন্ন, এত দিনে হইল ॥

শরৎ বসিয়া যবে, যেই মূর্তি ধ্যান করে,
একেবারে সেই মূর্তি, গুরোভাগে দেখিল ;
নফল-সাধন-যোগীসম সূখে ভাসিল ॥
আহ্লাদ ধরেন গায়, আঁখি মন মোহ পায়,
সন্তোষ প্রকাশে ছেন, কণা নাহি ক্ষুবিল ;
স্বপন, কি সহজ, চিস্তায় লালু করিল ॥

সুস্ত ভাব দরশনে, সন্মোহের আক্রমণে ;
অসুখ পশিতে চায়, সুখ তারে রোপিয়া ;
সাত্ত্বিক ভাবের সঙ্কে, প্রবেশিল আসিয়া ;
হলো বটে অভিসার, তবু না কি ললনার,
সরস পরম-বন্ধু, সাবধান করিয়া ;
সাত্ত্বিক ভাবেও আসি, রয়ে গুপ্ত হইয়া ।

যুহু হাসি মধু-স্বরে, “বিরজা কি নাই যবে ?
তবে কেন আসিলাম,” বলে যেন ডরিয়া ;
দাঁতে দাঁতে জিহ্বা কাটি, ধনী যায় চলিয়া ॥
তখন শরৎ ভাবে, “বরদার বর লাভে,
বঞ্চিত হ'লাম, হাতে অধিষ্ঠাত্রী পাইয়া ।”
ডেকে বলে কাতর, বিনয়ী ভাব ধরিয়া ॥

“বিরজা না থাক সরে, এ ঘর কিসের তরে ?
প্রতি বাসিনীর প্রতিপদ-ধূলি পড়িতে ।
বিশেষতঃ বিশেষ সম্বন্ধ তব সহিতে ॥
নাও বুঝি যোর তরে, বল নহে যাই সরে ।
আমিত দেখেছি তারে, তোমা ভালবাসিতে ।
ভালবাসা ফিরি যাবে, আমি পারি দেখিতে ?”

ইচ্ছা নয় যায় ছেড়ে, তার বুঝা নেড়ে চেড়ে
দাব নাহি গারে পড়ে, ধরা দেওয়া হবেনা ।
কথাও শুনিবে কিছু, আগে কথা কবেনা ।
এই হেতু ধনী ফিরে, আজ প্রতি কর দীবে,
“আসিলে ত খেতে দেখি, এলে নেসি রবেনা ।
সেজে ওঁজে আমি পুনঃমিলে আসা গবেনা ॥”

পরং জবাব বলে, “আমি কেন যাও ঢলে ?
আসা যাওয়া নই, কভু বসা দেখা ঘটেনা ।
মসিলেত ক্ষতি নাই, অপমান হবেনা ॥
কেহ কারো বাড়ী এসে, এস, বস, সব বলে,
তাই বারে বারে বলি, মন্দ তার লবেনা ।
না বস বসনা কেন, বল মন বোঝেনা ।?”

পুনঃ বলে আলোচনা, “বিরজা বুঝি এলোনা,



পবিত্রপ্রণয় ।

ভবে বাই এলে পরে, ফিরে নহে আসিব ?”

শরৎ বলিল, “বল তারে ডেকে আনিব ?”

ধনী ছল ক্রোধে কয়, “এ ব্যাভার ভাল নয়,

অনেক সহেছি, পরে আর নাহি সহিব !

বিশ্বাসের কাঁচ এই ? নিরজায় কহিব ॥

এ হেন নির্জুন-ভূমি, একাকী বিদেশী তুমি.

একাকিনী মোরে, তুমি কত কথা কহিলে ।

ভবে দেখ কি ভাবিবে, লোকে ইহা শুনিলে ॥

আহ হেথা করি বাসা, তবু করি যাওয়া আসা,

বিশ্বাস করেছি, তুমি তাহাও না বুঝিলে ।

বলিলে যে কথা, কোন্ সারল্যেতে বলিলে ?”

শরৎ উত্তর করে, “অবিশ্বাসী বল মোরে,

অন্য লোক হ'লে পরে, কি জানি কি ভাবিত !

আমি নাকি ভালবাসি, তাই নহি দুঃখিত ॥

ভালবাসে যে যাহারে, কত কথা বলে তারে,

সে ভাল বাসিলে সে, কি ভায় করে দূষিত ?

যে ভাবের ভালবাসা, সে ভাবে সে বুদ্ধিত ॥

যদি বল দেখে চোখে, কেন ভালবাসে লোকে,

বুঝাবার নহে, ভাল বাসিতে ত বুদ্ধিতে !

কায় নাই বুঝে, বুঝে হয় বড় সহিতে !
 যদি বল কি কারণে, ভালবাসি হেন জনে,
 মাথি মম জানে, তাহা আমি নারি বলিতে ।
 বলায় কি ফল, বলে যাব ফল যাচিতে ?।”

এ কথা করি শ্রবণ, যেন সুবহার মন-
 গলে গড়াইয়া ফিরি, এল পুনঃ সেখানে ।
 ছলে চলেছিল পনী, হেথা হতে ওখানে ।।
 নিকটে বাগান ছিল, তারি কাছে পালটিল,
 বলে ‘যদি আসিয়াছি, তুলি ফল বাগানে :
 ফল তোলা রোগ, ছেড়ে নেতে মন না মানো ।।’

বিরজা আড়ালে থাকি, দেখা শুনা নাহি বাকি,
 কথা শুনি মনে মনে, বলে “ওলো বুঝেছি ?
 কেনে ফল তোলা আজ, দোখবারে রয়েছে ।”
 শরৎ করিল পারে, “কি কায় আরাম করে,
 চাহ যদি দেই, কত তুলে ঘরে রেখেছি ?
 আহা, তা তোমারি যোগ্য, যাহা আমি তুলেছি।।”

এক বার কথা করে, গেছে ভয়-ভাঙ্গা হ’য়ে,
 উত্তর করিল ধনী, “কায় কি সে ফুলেতে !
 আমি কি সাধিব বাদ, অবিবাদ-সাধেতে ?।

কেহ আইছে ভালবাসা, তাহারে তুবিতে আশা,

যতনে তুলেছ ফুল, লেগেছে বা মনেতে ।

মন লাগা ফুল দিয়ে, ফুল হবে মনেতে ॥ ”

ভেবে এ কথার রাগ, রাগ নহে অনুরাগ,

বুঝিতে পারিয়া, শরতের শকা যুটিল ।

এ ফুল অগাধ-জলে, এতক্ষণে জানিল ॥

হাসিয়া উত্তর দিল, “এ কথা জানা নাছিল,

মন তারে ছাড়ি রয়, যারে ভাল বাসিল ।

তাহ'লে অন্যেরে ভালবাসিতে কি বহিল ? ”

এ কথার ভাবে ধীরা, ভাবেতে হ'লো অধীরা,

মধু-পান-ঘোরে যেন, মৌনবতী হইল ।

শরৎ সম্মতি ভাবি, ফুলগুলি আনিল ?

হাতে তুলে দিতে যায়, বিরজা আসি তথায়,

“সুধু ফুল কেন দাও, অপেক্ষা না সহিল ?

মালা গেঁথে দিই দাও,” বোলে হাত পাতিল ॥

বিরজা যে সব জানে, শরৎ তা জানেনা ।

বড় লজ্জা হ'লো দেখে, হেঁট-মাথা ভোলেনা ॥

বিরজা কহিল, “মাথা ভোলো আর ভয় কি ?

সকী ভাঁড়াইয়া, প্রেম করা কারো হয় কি ।

সুসম্মিলিত অনুরাগ, ভাল মতে জেনেছি ।
 তব অনুরাগ, ভাবভঙ্গি দেখে বুঝেছি ॥
 অনুরূপ মিলিয়াছ, দেখে সুখী হয়েছি ।
 তাতেই আনন্দ কালে, যোগ দিতে এনেছি ॥
 বিরজারে বাধা দিয়া, বিনোদিনী কহিল ।
 'মরিকি ছুখের ছুখী, মুখে সুখী আইল ॥
 যার রোগ তা'রেই, ঔষধ হ'লো খুজিতে
 কিসের আশ্রয়, রহে কোন্ কায়ে লাগিতে ?
 ঘটক হইয়া দিবে, ঘটকালী করিয়া ।
 আহা কি ঘটক, গুণে লগ্ন যায় বহিয়া ॥
 আড়ে ওড়ে কাটাইয়া, সমকাল দেখিয়া ।
 উলু দিতে আইলেন, ছুঁড়ী গেন ধাইয়া ॥'
 বিরজা কহিল, যার লগ্ন যায় বহিয়া ।
 কে না জানে সে, থাকেনা, ঘটকেরে চাহিয়া ?
 শুনেছি হয়না বিয়ে, লক্ষ কথা নহিলে ।
 এ বিবাহে হয়নাই, আজি তুমি কহিলে ॥
 মধ্যে থাকি, শরৎ কহিল, "সে, কি, বিরজা ?
 তুমি থাকি ঘটক, দুর্ব্যোগ কেন সহজে ?"
 বিরজা কহিল "আমি, ভাবিয়াছি হৃদয়ে ।
 প্রকাশ্যে বিবাহ দিব, সুখ হবে প্রণয়ে ॥
 কত চেষ্টা করিলাম, কিছুতে না ঘটিল ।
 কন্যাগণকে মত করা, দায় হ'য়ে পড়িল ॥"

সুখমা কহিল “তাই, ভেঙ্গে কেন বলনা ।
 চেষ্টা করিলে, কি করিবে ফল হ'লোনা ॥
 এখন উপায় কর, সব দিক্ ভাবিয়া ।
 ঠেকিতে হয়না যেন, কোন দারে পাড়িয়া ॥
 হিতাশিনী তোর তুল্য, কেহ নাহি ভুবনে ।
 কহিনু পেটের কথা, দেখো রেখো স্মরণে ॥”
 বিরজা কহিল, “আমি প্রাণ-পণ ক'রেছি ।
 এ প্রেম'বজায় জন্য, দৃঢ়-ব্রত হ'য়েছি ॥
 পরিণামে কি কর্তব্য, ভাবিয়াছি আগেতে ।
 এখনো উপায় দেখি, প্রকাশ্যে বিবাহেতে ॥
 ফলে তুমি ভেব'না, ভাবনা যা তা আমারি ।
 যাতে ভাল হয়, যুক্তি ব'লেদিব তাহারি ॥”

যে যাহারে ভালবাসে, সেও ভালবাসে
 সে যেমন তারে ।

কেবল ইহাই জানি, যত সুখ অনুমানি,
 পরিমাণ তাহারি, হইতে নাহি পারে ॥
 যেসি ভাল বাসে, জানি কি সুখ যে হয়
 কেবলিতে পারে ? তাহা বলিবারি নয় ॥

সেই সুখ প্রথমেই, শরতের মনে,
 দরশন দিল ।

• কি ভাগ্য তাহার হায়, ভালবেসে সুখমায়,
আশার অতীত ফল, হঠাৎ পাইল ।
কেমন স্বর্গীয় মুখ, জানেনা জজৎ ।
জানিতে যে চাও, ভাব হইয়া পরৎ ॥

সুখমা, বিরজা, দোহাকার কথা শুনি,
শরতের মন ।

আপনা পাসরে প্রায়, ভাবে সুখমা আমায়,
এত ভাল বাসে কেন, আমি কি এমন ?।
আমার লাগিয়া করে, এত আকিঞ্চন ।
কে জানে যে আমি, হব সুখমা-রঞ্জন ?।

আনন্দ হিল্লোলে, অবিরাম হান্-পান্,
লাগিল নাচিতে ।

দেখি রসনা রসিল, তার কোতুক বাড়িল,
সুখমায় সম্বোধিল কোতুক করিতে ॥
“বিনোদিনি ! সদয়া যখন, মোর প্রতি ।
তখন উচিত মোর, বলা সুদুকতি ॥

প্রসন্ন কপাল মোর, তাই মোর প্রতি,
অনুরাগ তব ।

যদি না হয় বিবাহ, তবু হবেনা বিরহ,

নিভাস্ত আমারি হবে, চেষ্টা তারি সব ॥
 এ চেষ্টায় যোগ, নাহি দিলে মোরি ক্ষতি ।
 তা ব'লে কি, সুযুক্তি দিবনা যথা-মতি ॥

আমি কেন, তোমার মনকি, তা বলেনা :

এ সব কাষেতে ।

শ্য হয় তা হবে ব'লে, সহসা প্ররক্ত হ'লে,
 পরিণামে মন্দ হ'লে, হবে দুঃখ পেতে ॥
 বিশেষতঃ গুরুজনে, নাহি দিলে মাত ।
 যে কাষ হোকনা কেন, চাইবে বিরত ॥

উত্তর করিল ধনী, চাহিনাই বিধি,

পণ্ডিতের কাছে ।

প্ররক্তি দিয়াছে যেই, সে বিধি করিবে সেই,
 যার কর্ম, ভাল-মন্দ-বোধ, তার আছে ॥
 কে জানেনা এ কথায় গুঢ়-ভাবে ভরা ।
 আত্ম-কটি খাওয়া, আর পর-কটি পরা ॥ ”

শরৎ করিল পুনঃ “কর বিবেচনা,

স্থির করি মন ।

কখন না চিন যারে, বিবাহ করিবে তারে,
 জীবন, যৌবন, মন, করিয়া অর্পণ ॥

বর আমি, তবু শুনে, মোর কাঁপে হিয়া ।
এ কায করিবে তুমি, কেমন করিয়া ?। ”

উত্তর করিল ধনী “ভয় যদি হয়,
রহ সাবধানে :

কি জানি কি ঘটে পাছে, এখনো সময় আছে,
উপযুক্ত যুক্তি লও স্বজনের স্থানে ॥
আমি ত মনের বাধ্য অবাধ্য এ মন ।
রাখিতে পারেনা এ যে, স্বজনের মন ॥ ”

শরৎ কহিল, “আরো কহিতেছি হিত,
ভেবে দেখ মনে ।

এমন সরল মন, বিদেশীয়ে সমর্পণ.
করিবে মনের মত, সুখের কারণে ॥
একেত বিদেশী, তাহে সন্ন্যাসী এখন ।
অমিবে রবেনা হেথা, কি হবে তখন ?। ”

স্বপ্না কহিল, “কেন হব সন্ন্যাসিনী,
পতি-গতি সত্যী ।

তাহা হ'তে মনো মত, সুখ কিসে আছে কত,
ভাগ্যে যদি থাকে হয় তেমন দম্পতী ॥
প্রণয়ে সেভাবে দুঃখ, নাহি ভাবে নারী ।

পুরুষে কি তাবে তাহা, বলিতে না পারি ॥”

শরৎ বলিল “যদি অসৎ সে হয় ?

মজাইয়া মন ।

দাক্ষণ লম্পট প্রায়, ছাড়ি পলাইয়া যায়,

কি দশা হইবে তবে, করনা চিন্তন ?।

তাই বলি যা করিবে ভেবে করা ভাল ।

ক’লে পরে ফিরিবেনা, হইবে জঞ্জাল ॥”

সুনয়া কহিল, “যার মন যে প্রকার,

তেমন সে করে ।

সে যদি ভাজিয়া যায়, ধরি কি রাখিব তাহা :

নয়ন হইতে যাবে, রাখিব অস্তরে ॥

তাহে এই জানা যাবে, সে ভালবাসেনা ।

আমার যে ভালবাসা, তাহাত যাবেনা ॥

ইহাত পরম সুখ, আগের্তে মিলন,

না হ’লে মিলন ।

করিব রূপের ধ্যান, করিব নামের গান,

আমার এ ভালবাসা, হবেনা খণ্ডন ॥

মনস্ক ভালবাসা, অনুরোধে নয় ।

বিধবা হ’লেও রবে, বাঁচি যে সময় ॥”

এ সকল কথা শুনি, শরভের মন,

আনন্দে নাচিল।

কেন না নাচিবে মন ? এমন নারী-রতন,

বিনা যতনেতে তার, প্রণয় বাচিল ॥

প্রকাশি কহিল, “যাহা ভাল বুঝ কর।

যে দেখি তোমার কায, সব স্বতস্তুর ॥”

কথায় কথায় গেল, অনেক সময়,

বিরজা চেয়ায়।

“সুখমে ! সত্ত্বর হও, আজিকে বিদায় লও,

আজিকার দেখা শুনা, এই হোক সায় ॥

যে কর্তব্য কাল তার, হবে বিবেচনা।

এখন গৃহেতে চল, বিলম্ব ক'রোনা ॥,”

বাধা প্রায়, বিরজার কথা, দিল বাধা,

না মানিলে নয়।

দক্ষাকালে চক্রবাকী, সমান চঞ্চল আঁখি,

সুখমা শরভে কয়, “আলি রসময় ॥

মনে রেখ, যতক্ষণ থাকিব, অন্তরে।

মনে কিছু ক'রোনা কথিত কথান্তরে” ॥

শরৎ কহিল, “আজ এ বিচ্ছেদ-বার,

বঁচে যদি থাকি ।

দেখাদিয়া পুনর্বার, দেখো আছি কি প্রকার

তুলনা এমোণে, এই কথা মনে রাখি ।

এই বলি গজ-গাতি, করে দরশন ।

ভাণু যেন চক্রে দেখে, উদার গমন ॥

সুতাল-সঙ্কত গান, ফুরালেও অক্ষয় ।

হয় যেন সেই তন, লাগিতেছে কানে

সুখমা নাহিক তথা, তবু যেন তা'বি কথা

হতেছে শ্রবণ-গতা, যেখানে সেখানে ॥

সেই মুক্তি অবিকল, সম্মুখে দেখে কান

সেই ভাব সচকল, প্রত্যক্ষ হ'তে চান ।

এই ভাবে প্রতক্ষণ, শরৎ অনন্য-মন

নাহি জ্ঞান কতক্ষণ, দিনমান গেছে ॥

খাঁকি হ'লো সমাগত, অনিচ্ছায় মনোমত,

প্রিয়া-লাভে মুক্তি কত, রাখিল ভাবিয়া ।

আবার দিবা উদয়, সেও যায় সজ্জা কর,

বিবজা হেন সময়, কছিল আসিয়া ॥

“ম” বাপের অনুমতি, হয় অসম্ভব অতি

ভাতিই এই যুক্তি, সুখমা ক'রেছে ।

এখানেও থাকা দায়, রবে রহিবে যথায়,

সঙ্গিনী হইতে চায়, চকলা হয়েছে ॥

যদি হয় অভিযত, সুখমার মনোরথ,
 প্রস্তুত হইলে পথ, দেই দেখাইয়া ।”
 শরৎ কহিল হাসি, “চাও কি সম্পদ-রাশি,
 দরিদ্রে জিজ্ঞাস আসি, আজল হইয়া ?
 বিশেষ শুকাও ব’লে, প্রকাশিয়া কি কোশলে,
 গৃহ হ’তে যাবে চ’লে, গোপন করিয়া ?”
 বিরজা কহিল, “ছলে, তব সঙ্গে যাবে চ’লে,
 কুন্তারে খাইল জলে, দিব রটাইয়া ॥”
 এ কথা কহিয়া পরে, শরৎভেরে সঙ্গে ক’রে,
 আসি গঙ্গা তীর ধ’রে, যাইতে বলিয়া ।
 “অন্তরে অপেক্ষা ক’রে, সুখমা মিলিলে পরে,
 চলিয়া যেও সত্বরে,” কহে বুঝাইয়া ॥
 বিরজারে শিষ্টাচারে, কৃতজ্ঞতা জানাবারে,
 শরৎ সাদরে ভারে, অনেক কহিল ।
 বিরজা নিবারি তাঁয়, “কায নাই শিষ্টতায়,”
 বলিয়া দিখা বিদায়, বিদায় লইল ॥
 অনন্তর সুখমারে, সেই পথে বাইবারে,
 কহিয়া জলের ধারে, আসি কাঁদি কয় ।
 “কে আছিল দোঁড়ে আর, আমাদের সুখমায়,
 কুমীরেতে লয়ে যার, উপায় কি হয় ॥”
 যে শুনে ধাইয়া আসে, কেহ গিয়া উদ্ধৃৎ থাকে,
 কহে রম্যপতি পাশে এই সমাচার ।

ওনি রম্যপতি ধার, জাল কেলি হাতভার.

খেঁচে হইরে নিকপায়, করে হাহাকার ॥

সকলের মনোরমা, রূপে গুণে নিকপমা,

রমণী সুখমা সমা, ছিলনা তখন ॥

কাঁদি শুধাকার লোক, অনেক করিল শোক,

রম্যপতি নিরালোক দেখয়ে ডুবন ॥

এই শোক কিছু দিন, রহিল না হ'লো লীন.

কার শোক চিরদিন, সমভাবে রয় ?

তবে প্রিয়-পুত্র-শোক, আর প্রিয়-পতি-শোক.

আর প্রেয়সীর শোক, ভুলিবার নয় ॥

মা, বাপ, কন্যার তরে, কতদিন শোক করে ?

বিবাহ হয়নি পরে, কে'বা শোক করে ।

২০১

হুই মাস ঘুরে এল, সকলেই ভুলে গেল,

রহিল বিচ্ছেদ-শেল, বিরজা-অন্তরে ॥

—

তৃতীয় সর্গ ।

বর, দূরে গিয়া, অপেক্ষিয়া, পাছু পানে চায় ।
ক্রমে, বাড়ে রাজি, বরপাজি, দেখিতে না পায় ॥
কড়, ফিরি আসে, আশে পাশে, করে অবেষণ ।
কড়, দড় বড়ি, গাছে চড়ি, করয়ে ঈক্ষণ ॥
কোন, পণ্ড যায়, শব্দ পায়, ভাবে এই আসে ।
শুষ্ক, পত্র নড়ে, উঠে পড়ে, চাহে দুই পাশে ॥
বধা, হ'লে তৃষ্ণা, যুগতৃষ্ণা, দেখি যুগ ভোলে ।
তথা, ভ্রান্তি হেরি, শরতেরি, ভ্রান্ত-চিত্ত দোলে ॥
ভাবে, “বিরজার, কি ন্যাভার, মিথ্যা কথা বলি ।
করি, পরিহাস, বনবাস, পাঠাইল ছলি ॥’
এই অভিমানে, সেই ক্ষণে, ফিরিবারে চায় ।
কিন্তু, সন্দেহেতে, ফিরে যেতে, ফিরে অভি প্রায় ॥
“বুঝি, সে আমায়, সুষমায়, পৃথক করিবে ।
এই, স্বজনের, অমতের, বিবাহ ভাবিবে ॥
ইহা, বিচারিয়া, তাড়াইয়া, দিল মোরে হেথা ।
গেলে, পুনরায়, থাকিবায়, নাহি দিবে সেথা ॥
যদি, তাই হয়, যাওয়া নয়, তাহার ভবনে ।
ভ্রমি, পথে পথে, মনোরথে, সাধিব যতনে ॥
জানি, সুষমায়, সে আমায়, বড় ভালবাসে ।
সে, যে, মোরে ত্যজে, অন্যে যজে, মনে না বিশ্বাসে ॥’

করি, সছুপায়, সে আমায়, বরিবে বরিবে ।
 কেহ, বাধা দিয়া, আগলিয়া, সখিতে নারিবে ॥
 তবে, নারী-রীতি, অশ্লীল ভীতি, পায় পদে পদে ।
 যদি, নাহি চায়, সে আমায়, ডরিয়া বিপদে ॥
 তবু, হাড়ি তারে, এ আকারে, ফিরিতে নারিব ।
 তারে, দেখে চোখে, তারিশোকে, শরীর ত্যজিব ॥
 মিছা, কেন আর, এ কান্ডার, ভ্রমি রাত্তি যায় ।”
 ইহা, ভাবি মনে, সেই ক্ষণে, ফিরি চলি যায় ॥
 পথে, যেতে যেতে, হৃদয়েতে, হলো জ্ঞানোদয় !
 “এতে, বিরজার, কু আচার, থাকিবার নয় ॥
 সুখি, গেয়ে বাধা, মোর রূপা, এলো না বিপিনে।
 হলে, এই সত্য, সব তত্ত্ব, পাব কালি দিনে ॥”
 নিশি, পোহাইল, উত্তরিল, গ্রামের মধ্যোতে ।
 শুনে, “হায় হায়, সুবসায়, মারে কুস্তীরেতে ॥”
 এই, শোক-স্বরে, ধর ধরে, কাঁপিয়া উঠিল ।
 ভাবে, “একি জ্বালা, সে অবলা, কোথায় রহিল !!
 সে যে, ত্যজি ধরে, মোর তরে, গৈছে মিথ্যা নয় ।
 সুখি, যেতে যেতে, বিপদেতে, বেধেছে নিশ্চয় ॥
 কিনা, পথ-ভ্রাস্তা, কুল-কান্ডা, ঘুরিছে কান্ডারে ।
 কত, ভাবিতেছে, কাঁদিতেছে, না দেখি আমারে ॥
 ভয়ে, আছে প্রাণ, অনুমান, হয় না এমন ।
 কোন, হিংস্র পশু, হয় স্তম্ভ, করিছে হমন ॥

আশা, সে অবলা, কি একেলা, রাত্রে যেতে পারো!
 কেন, হাতে ধ'রে, সঙ্গে ক'রে, না নিলাম তারে!!
 কোন্ পথে যাব, দেখা পাব, আছে কোন্ স্থানে।
 মোর হ'লো তাই, কোথা পাই, হারাইয়া প্রাণে ॥”
 খেদে, প্রাণ কাঁদে, তাঁরে বাঁধে, ফুরিতে নারে।
 হ'য়ে, ক্ষেপা প্রায়, বেগে ধায়, খুজিতে প্রিয়ারে ॥
 যেতে, সেই পথে, যেই পথে, কালি গিয়াছিল।
 দেখে, মাখে তার, পথ আর, সে পথে চলিল ॥
 ভাবে, “কুন্নি কাস্তা; এই পন্থা, ধরিয়া গিয়াছে।
 পথ, শেষ হ'লে, কোন্ স্থলে, অবশ্যই আছে ॥”
 পথে, খুজে যায়, যত পায়, উচ্চ নীচ স্থান।
 যেন, হারা-মণি, খোজে ফণী, হইয়া অজ্ঞান ॥
 পথে, দেখে যারে, কহে তারে, “দেখা কি হ'য়েছে?
 কোন, সুকুমারী, কুল-নারী, এই পথে গেছে?”
 যদি, দেখে বন, ডাকে বন, সুষমে সুষমে!
 পোলে, কোন গ্রাম, অবিরাম, পথে পথে জমে ॥
 গত, কত দিন, রাত্রি দিন, খুজে হারা-ধন।
 ক্রমে, শীত-কাল, পেয়ে কাল, দিল দরশন ॥

“এল শীত-কাল, প্রথমে কেমন, সরল ভাবে।
 সরল যে নয়, কদিন তাহার, সারল্যে যাবে?
 কুটিল যেজন, হুচ হ'য়ে পশি, শুধিয়া থাকে।

ফাল হয়ে গেবে, আপনার গুণ, আপনি গাবে ॥

প্রথম প্রথম, শরীর শিহরে, আরাম হয় ।
 ছুদিন পরেই, হিম, জল, বায়ু, লাগায় ভয় ॥
 প্রথমে সে ভয়, বাহিরে ভিতরে, সমান নয় ।
 ক্রমে বেড়ে উঠে, ভিতরে বাহিরে, ভেদ না হয় ॥

শীতে ভীত যার, শীত এসে ব'লে, ডরিয়ান মরে ।
 তানবেরে যেমন, শীতে ধ'বে মারে, সর কি করে ।
 বুকে ছাঁটু দিয়া, জড়ের মতন, সময় করে ।
 মনে মনে করে, যাই সেথা, যেথা শীতে না পবে ॥

কুঁজা হয়ে পড়ে, দীঘল শরীর, শীতের বায় ।
 তেলাল গোলাল, শরীর ফাটিয়া, চটিয়া যায় ॥
 কত তক, লতা, হয় জড় গড়, শোভা না পায় ।
 কত পল্ল, পাখী, এমন হয় যে, চেনাই দায় ॥

শরৎ-সম্ভব, শস্য যত সব, উঠিল পেকে ।
 শীতের ধন্দ, শিশির পাইয়া, বাড়িল জেকে ॥
 কাক হলো মাঠ, কিকরে সে জাঁক, কে তার দেখে
 বরঞ্চ থামারে, শস্যের শোভায়, নয়ন টেকে ॥

প্রভাত সময়ে, শিশিরের কোঁটা, পল্লব ঘাসে ।

ধিতে সুন্দর, কিছুকাল মন, হরিতে আসে ॥

একালে কুআসা, কোথা তাতে আদি, ভুবনগ্রাসে ।

ঈশ্বরের প্রায়, ঢেকে ফেলে যাহা, থাকয়ে পাশে ॥

নি কেবল, অনল, তপন, সুধার প্রায় ।

গরম বসন, কুঠুরে ভবন, আদর পায় ॥

বড় হোট্টি দিন, কাষে কুলাননা, বড়ই দায় ।

রজনী কিছু, বড় হ'য়ে বড়, মুখ বিলায় ॥

এখন বসন, পরি, সবে আশা, মিটায়ে লয় ।

পরিতে যেমন, আরাম, তেমনি, আমোদ হয় ॥

পরা চেয়ে আরো, আমোদ দেখিতে, নগর ময় ।

নানা জাতি লোক, নানা জাতি বাস, পরিয়া রয় ॥

নড়ই অমুখী, বসন যাহারা, কিনিতে নারে ।

অনল তপন, সেবিয়া তাহার, সময় সারে ॥

কাতোবাবু যারা, বাবুগিরি ছেড়ে, দিতে কিপারো

পাহুরী শোভেনা, উড়ানীউড়ানে হাসানে মারে ॥

কোন কোন দেশে, নারীগণ মাঝে, আছে এ ধারা ।

এক বাসে সদা, শীত কাটে, হয়, কাঁপিয়া সারা ॥

সকালে সঙ্কায়, যত গৃহ-কায, করয়ে তারা ।
আহা, এই কালে, সুধমা কোথায়, হইল হাব ।"

কোথা সে অবলা, সত্বরে তাহার, উদ্দেশ করি ।
বিপদের সায়া, নাহি যে তাহার, ঘরিরে নবি ॥
প্রাণে নাহি সয়, সে যে ছুয়ে সয়, শরীর ধরি ।
সে যে অন্য ময়, শরতের প্রেম-সুখের তরি ॥

করিয়া, বতন, দেখি সে রতন, কোথায় পাই ।
আকরের নয়, কিনিকার নয়, কাঙ্ক্ষারে চাই ॥
ভুগনের মাঝে, তেমন রতন, আর যে নাই ।
বিধিত কাঙ্ক্ষারে, তারালে নবেনা, তরঙ্গ তাই ॥

চতুর বিধানা, লোকের অগ্রাহে, কোতুক পায় ।
তাই এ বিরজ, ঘটায় দিয়েছে, নহে এ দায় ॥
ভোগতে ত্রিযামা, চন্দ্রমায় অমা, ঘটনা প্রায় ।
সুধমা-বিরহ, চিরস্থায়ী নয়, ভাবে বুঝায় ॥

আহা নববালা, বড আশা করে,
করে অভিসার, অনুরাগ ভরে,
পাছু নিলি কেন, ওরে বালাই ?
শরৎ যে পথে, খুজিতে চলিল,

সুমনা সে পথে, প্রথমে আইল,

এসে দেখে কই, শরৎ নাই ॥

কাপড়ে পড়িয়া, ঘুরিতে লাগিল

ব্যাকুল হইয়া, কতই খুজিল,

কোথা পাবে সেত, নাহিক তথা ।

না পেয়ে শরতে, পালটি আসিয়া,

চলিল দ্বিতীয়, পদবী ধরিয়া,

আইল শরৎ অপেক্ষে যথা ॥

যখন সুমনা, এপথ ধরেছে,

তারি কিছু আগে, শরৎ ফিরেছে,

তাই পরস্পর, দেখা না হন ।

এদিগেও নাই, শরতের দেখা,

ভাবিল “এখন, কোথা যাই একা,”

মনে মনে হলো, বড়ই ভয় ॥

কি করে, চলিল সাহসের তরে,

কাকনে, খুজিতে, অন্ধকার ঘরে,

ভাও তথা হ’তে, গিয়াছে স’রে ।

বহুদূরে যায়, দেখা নাহি পায়,

ভাবে রামা “একি, করিলাম হার,

সঙ্গ ছাড়ি কেন, এলায় পরে ॥

খুসি নাথ কোন, বিপথে প’ড়েছে,

অথবা কোথায়, গোপনে রয়েছে;

ডাকিলে উত্তর, পাইতে পারি ।
 কি ক'রে ডাকি বা, ছাড়িয়া গলায়;
 কুকারিলে কেহ, চিনিবে আমার,
 কি, করি যে দেখি, বিপদ তারি ॥
 যদি দেখা নাহি, হয় তাঁর সনে,
 কি করিব কিবা, হবে পরকণে
 ভালের লিখন, এই কি ছিল ?
 গৃহ ছাড়িলাম, যাহার আশায়,
 তারে না পেলাম কি হবে দশায়,
 কেন বিধি মোরে, এ দুখ দিল ?
 ভয়ে চারিদিকে, অকুল দেখিল,
 হিরা ছর ছর, করিতে লাগিল,
 বুক ভিজে গেল, নয়ন-জলে ।
 কানিতে কানিতে, ভাবে মনে মনে,
 "দেখা না হইল, কেন কি কারণে,
 আসি কি আবার, গিয়াছে চ'লে ?
 আসি হেথা বুঝ, মোরে না দেখিয়া,
 আসিয়াছি কি না, জানিতে ফিরিয়া,
 গিয়াছে, এইত, মনেতে লয় ।
 আমারে কুন্ডীরে, করিয়াছে আস,
 একথা শুনিলে, হইবে বিশ্বাস,
 এখন আসিবে, রবার নয় ॥"

তৃতীয় সর্গ ।

এই আসে, এই আসে, হয় মনে,
চাহি দেখে পথ, শতবার ক্ষণে,
সে আশা ও ক্রমে, বিফলা হয় ।
ভাবিল, “তবেকি, কিরিয়া চলিব,
গৃহেতে কি সুখে সুখিত হইব ?”

গৃহ হ'তে সে ত, পাবার নয় ॥
তারে না পাইলে, গৃহে কি করিব,
দেশদেশান্তরে, তারে অব্ধিষিব ।

এভাবে জীবন, করিব ক্ষয় ।
অথবা বনেতে, কুটির বাঁধিয়া,
ভাবিব তাহারে, যোগিনী হইয়া,
পিরীতের বীতি, এইত হয় ॥

কিন্তু এ নিরহ, কেমনে সহিব,
যদিন বাঁচিব, ভাবিয়া মরিব,

কেনবা বাঁচিতে, বাসনা করি ।
একে বিরহিণী, একাকিনী তায়,
বিপদে বারিব, কার ভরসায় ?

বিপদে না ম'রে, আপনি মরি ॥
এতক্ষণ আশা, সঙ্গিনী আহিল,
কত চলিয়াছি, ভয় না নাগিল,

একাকিনী করি, গেও যে বার !
মন তুমি আর, য়োর এবে রও,

যারে ভাবিতেছ, তারে ভাবি রও,

প্রাণ যাও আর, রবে কোথায় ?

খুজিয়া তাহারে, না পাই যদি রে,

ভেবেছ কি তবে, রাখিব শরীরে ?

কেন জেনে শুনে, যাবে আঘাতে ?

কি আশায় মায়ী, শরীরে রহিবে ?

রহিলেও আজ, হিংস্রকে ছাড়িবে ?

তাই'লে কি আর, পাবে লুকাতে ?

নাহ'তে মিলন, হইল বিরহ,

কোন পাপে এত, করিছে নিগ্রহ,

এ নিগ্রহ কেন, সহিব আর ?

কিস্তু মরণেও, সুখ না হইল,

আঁশ মরিতেছি, সেত না জানিল,

আশা রবে, দুখ হবে যে তার !!

পুরুষের মম, বুঝিবার তরে,

মিলিবে উপায়, আছে বৃহত্তরে

আমার উপায়, কিছুই নাই !

এখনো রয়েছি, দেখি না খুজিয়া,

কই, দরশন হ'লোনা তাঁচিয়া,

এসো আশা, যদি, মরিয়া পাই !!”

শরতের রূপ, হৃদয়েতে ধ'রে,

চলিল সুখমা, যন্নিবার তরে,

এ দিগে যামিনী, প্রভাত হর ।
 যামিনী কামিনী, নারীর মরণ,
 দেখিতে না পারি, করিল গমন,
 এই ভাব যেন, মনেতে লয় ॥
 নলিনী-নারক পাইল দেখিতে,
 নলিনী-প্রাণ, কে, আসিছে মরিতে,
 কাশিল কেহ, দেখে বাসনা ।
 ভাবু না ভাবিল, তাহাই হইল,
 কোন মহাজন, দেখিতে পাইল,
 তাহে সুসমার, মরা হ'লোনা !!

সুসমার, মরিবার, বাসনার, সঙ্গে ।
 বেন বাধা, ছিল বাধা, দিল বাধা, রঞ্জে !!
 হঠাৎকার, এক ধার, অন্ধকার, করে ।
 অশ্চর্য্যারী, অস্ত্রধারী, আসে সারি, ধ'রে !!
 চট চট, খট খট, ঘট ঘট, শব্দ ।
 শোনে কাণে, যে যেখানে, সে সেখানে, শুক !!
 হেবারবে, দিক সবে, প্রতিরবে, ভরে ।
 বায়ু ফুড়ি, ধূলিউড়ি, দিগফুড়ি ধরে !!
 খর-শাণ, অসিবাণ, দেখে প্রাণ, উরে !
 বীরগণ, বেগে মন, আকর্ষণ, করে ॥
 সেই সাজে, মাঝে মাঝে, কেহ তাঁজে, অসি ।

কেহ শরে, লক্ষ্য করে, অশোপরে, বসি ॥
 ওই গেল, এই এল, পা'ড়েগেল, রব ।
 দূরে থাকি, মুদে আঁখি, পাশ পাখী, সব ॥
 পাখী কত, শত শত, পাশবত, চরে ।
 খেয়ে তীর, শিকারীর, মৃত্যুস্থির, করে ॥
 অকল্যাৎ, কি উৎপাৎ, দুর্ভিক্ষপাৎ, করে ।
 ভয়াবহ, সমারোহ, ভেবে মোহ, ধরে ॥
 যে জীবনে বিনজ্বলনে, প্রতিফলে, বাস ॥
 দেখে ভয়ে, প্রাণ লয়ে, সেও ভয়ে, এস ॥
 মৃগয়ার, এ কাপার, সুষমার, পক্ষে ।
 অত্যাচার, ভাবে তার, মন আর, চক্ষে ॥
 এতক্ষণ, বীরগণ, অন্য-মন, থেকে ।
 এইবার, সুষমার, সে আকার, দেখে ॥
 দলস্বামী, নিম্নে নামি, মৃগুগামী, হংসে ।
 কাঁছে আসে, সমাখাসে, স্নেহ ভাসে, ক'য়ে ॥
 জিজ্ঞাসয়, "পরিচয়, যোগ্য, হয়, কহ ।
 কারো নারী, কি কুমারী, কি আচারি, রহ ॥
 কিকারণ, নিজ জন, একজন, নাই ।
 একাকিনী, অনাধিনী, কেন জানি, তাই ॥
 সুষমার, ধার্য্য আর, অন্য কার, মনে ।
 দেখা হয়, কথা কয়, ইচ্ছা নয়, মনে ॥

কিছু তার, এড়াবার, পথ আর, কই !
 মনে ভাবে, “না সুধাবে, মুকভাবে, রই ॥”
 অ'গস্থক, সকৌতুক, চাহে মুখ, কণে ।
 কথা নাই, কেন নাই ? ভাবে তাই, মনে ॥
 ‘বোবা হবে,’ বুঝি তবে, সঙ্গীসবে, কর ।
 “যত্ন করে, অশোপরে, তুলি ধরে, লয় ।
 বিনেশিনী, একামিনী, একাকিনী, পোলে ।
 হুস্টে পারে, নষ্টকরে, মোরা ঘরে গেলে ॥
 দেখে মুখ, ধরে দুখ, কেন দুখ, সবে ?
 যাই ল'য়ে, মথালয়ে, কল্যা হ'য়ে, রবে ॥”
 এ কথার, সুসমায়, মুক্ত প্রায়, করে ।
 ধরঞ্জি, কাঁপে ডরি, হরি হরি, স্মরে ॥
 “কি ভাবিনু কি করিনু, কি হইনু, ভায় ।”
 ইহা ভাবি চিন্তে ভাবী, অনুভাবি, দায় ॥
 ভাবি পরে, স্থির করে, “এরি ঘরে, যাই ।
 যথা হোক, ত্যজি শোক, পরলোক, চাই ॥
 বোবা ভাগে, মানে মানে, যথাস্থানে, লবে ।
 মনে যাহা, আছে তাহা, পোলে রাহা, হরে ॥
 কথা ব'লে, ভাল হ'লে, গওগোলে, ডঙ্কা ।
 সতীত্বের, বিষ ঢের, বিপদের, শঙ্কা ॥
 এ বিচার, সুসমায়, মনে আর, প্রাণে ।
 নাহি জানে, অস্বীগণে, বোবা জানে, জানে ॥

অখচারী, সন্ধে নারী, বীর-নারী, সাজে ।

চলে যেন, শক্তি হেন, সুরগণ, মাকে ।

বিরহ কি নির্দাকণ : তা হ'তে আগুণে গু

সুজনে যেমন ।

আগুণে যাহারে ধরে, একেবারে ভস্ম করে

নিভায় আপন ॥

বিরহ বাগারে ধরে, দিকি দিকি দগ্ধ করে

নিভায়না ফুরায়না, তাহার জ্বলন ।

চিরকাল সম্ভাব, কুজনের যে অভাব,

কুজনেরো শত্রুভাব, ফুরায় কখন ॥

মরি দুঃখে মন দাহে, শরৎ সুবমা দৌহে,

বিরহ দুর্জীন ।

কোথা হ'তে কোথা আনি, দুটাই করিল টানি,

না হ'তে মিলন ॥

কি করে তাদের মন, তারাই জানে দুজন,

ভেবে মন কেঁপে ওঠে, ঝোরে দুঃস্বপ্ন ।

গোপেই ভাবিছে মন, এখনি করি মিলন,

সে সময়ে থাকিলে, কি ঘটিত এমন ?

ইহাদের এই কের, দোচেনাই আছে ঢের,

ভালের লিখন ।

পেয়েছি একের দেখা, আর ছাড়িবনা একা,
হারান রতন ॥

১২ কোথা এখন, দেখি ক'রে আছে
রতন পেয়েছি স্বত্রে পাবই এখন ।

বুঝি আজ দুঃখ শেষ, সুজিতে হ'লোনা কেশ,
এই স্নেহ সুখমা দেখে, সুখমা-বর্জন ॥

নিধি হ'য়ে অকুল, শরতেরে দিল বন্দ
অকুল-পাথারে ।

মানান্ধান জমি একা, শেষেতে পাইল দেখা,
কাশীগবাজারে ॥

যে আনিল সুখমায়, বিচারক সে তথায়,
তার অন্তঃপুর মাঝে, বাতায়ন দ্বারে ।

সুখমা বসিয়া ছিল, শরতেরে দেখা দিল,
শরৎ দাঁড়িয়ে নিম্নে, পথের মাঝারে ॥

হঠাৎ আঁধার ঘরে, আলোক দেখিলে পরে,
সন্তোষ যেমন ।

শরতে দেখিয়া পথে, সুখমার হৃদি-রথে,
আনন্দ যেমন ॥

সর্বস্ব হারিয়ে পাকে, অভাগা যেমন থাকে,

শরৎ তেমনি ভাবে করিতে ভ্রমণ ।
 হ'লে পুনঃ ভাগ্যোদয়, অভাগা কি সুখী হয়?
 শরৎ সুখমা দেখে, কইল এমন ॥

চারি চক্ষে দেখা দেখী, উভয়ে ভাবিল এ কি,
 সত্য কি স্বপন ?

সুখের বেগের প্রায়, নয়ন-জল-ধারার,
 ভিজিল বসন ॥

শরৎ কহিল "সে, কি, এতও উদ্ভতা দেখি !
 সে, কি, পরধন হরা ভেবেছে সুখ ?"
 সুখমা কহে "জীবন ! জানিতে হবে মিলন,
 তাই যাও নাই ? গেলে পোতেনা এ ধন ॥"

এরূপ মিলন সঞ্চে, যত সুখ এলো রঞ্চে,
 ভুঞ্জে পরস্পরে ।

বিবরিয়া পূর্ব-কথা, উভয়ে জানায় ব্যথা,
 উভয়-গোচরে ॥

সাক্ষাতে পাইলে কৰ্ত্তা, দুইয়ের দৌরাঙ্গ-বার্তা,
 ভীকজনে যে প্রকার অভিযোগ করে ।

সেই মত উভয়ের, বিরহেতে বিরহের,
 অন্যাচার-বার্তা দৌছে কহে আর্তি-ঘরে ॥

উজ্জ্বল করিয়া পথ বাতায়ন,

শরৎ সুবন্দা করে আলাপন,

উহার গৃহিণী অলক্ষ্যে থাকিয়া, দেখিল শুনিল সব।

ডাকিয়া কর্তায় কহে বিবরিয়া,

“আনিয়াছ যায় যুগয়ায় গিয়া,

বোঝা নয় সে যে, সাজিয়াছে বোঝা, একি একি অসম্ভব !

পরম-সুন্দর, যুবা এক জন,

চলি যায় পথে, করি দরশন,

কত সুখী হলো, বলিতে পারি না, সেও সুখী দেখি তার।

জ্ঞান হয় এট, নারী-পরিচয়,

সাধারণ প্রায়, সাধারণ নয়,

যুবা জন কেহ, কইবে উহার অনুভবে বুঝায় ॥”

গৃহিণীর মুখে, এ সব ভারতী,

শুনিয়া কোঁতুকী, হয় গৃহপতি,

গৃহিণী চিনারে দিল, যুগকেরে, ডাকি আনে সমাদরে।

বসিতে বলিলে, শরৎ বসিল,

সভ্যজনোচিত, স্থাননা করিল,

শুণ আছে, ভাব দেখি সবে বোঝে; রূপেত মোহিত করে।

পরে বিচারক, জিজ্ঞাসিল তারে,

“কে তুমি স্বরূপ, কহিবে আশারে,

যে নারীর সহ, আলাপ করিলে, বল তারো পরিচয় ?

একাকিনী তায়, পেয়েছি বিজনে,

তবু তার জানি, বড় ইচ্ছা মনে,
 মুক ভাবে সেত গোপনে রেখেছে, তুমি কহ সমুদয়।
 বুঝিল শরৎ, "না ক'তলে নয়" ॥
 সরল ভাবেতে, কহে পরিচয়,
 নিজ পরিচয়, প্রথম হঠক, প্রথমে প্রকাশ করি।
 পরে সুমনীর, মান ধাম সহ,
 প্রণয়, পশ্চান বিপদ, বিবহ,
 আপাত-দ্বিলন পূর্বাপর কথা, কহিলা সব বিবরি ॥
 আনুপূরী সব, আশ্রয় ঘটনা,
 শুনিলা কইয়া, অবস্থিত-মনে,
 ইমকি উচ্চৈশ্ব কহে বিচারক, "তোমরাই তোমাদের প্রেমের
 প্রতিজ্ঞা আদায়, তোমাদের প্রেমে,
 যত বাধা আছে মুচাইব ক্রমে,
 দণ্ডের বিবাহ, গৃহী হবে স্থখে, কেন কষ্ট পাবে ত্রিমা"
 অনন্তর ডাকি, অ'নি সুবসায়,
 জিজ্ঞাসিলা, "বাহা কহ সে কথায়,
 কন বোবা হ'লে আহ কষ্ট স'য়ে, গৃহ হেতু কিবা তার?"
 বাজিয়াছে ঢাক, ল'জে কিবা করে,
 তবু রামা ল'জে কহে হৃদ-স্বরে,
 হৃদয়-পর, শ্রোতার মণ্ডলী, নীরব স্থির আকার ॥
 কহিলা সুন্দরী "একে সে কাস্তার,
 অনুবল কহ, নাহিক আশার,

কিছুতে সন্তোষ, রাখিব ভাবিয়া, বিচারিহু মনে ননে।

নহিত কুরুণা, তাহাতে যুবতী,

দেখি যদি কারো, হয় অন্যমতি,

কহিতে পারে ঘণা-বোবা ভেবে, তাই বোবা সাধি সেই ক্ষণে

পিতৃবৎ ভাব, আপনার ছিল,

নক্ষীগণে তবু, সন্দেহ হইল,

বলিল মন, না কহ কথা, জানি, সৌন্দর্য্য বাডার খরো

কথায় বিপদ, ভাবিলায় আর,

কহিতে হইত, এত সমাচার,

আজি ক শুনিলে, তখন শুনিলে তখন পাঠাতে ধরে

ফিরে যাবে সাই, নহেত মনন,

বিরহ না ঘোচে, আজিও জীবন,

আজিও জীবন, গোপন কথায়, কেন শুনাইব পরে ?

শুনি লোকে মোরে, কলচী কহিবে,

প্রণয়ের স্থলে, কলঙ্ক রটিবে

আমা হাতে ইহা, হইবে কেমনে, কথা হরি এত স্মারো

বিচারক সুধু, বিচারক নয়,

প্রণয়ী প্রবীণে প্রবীণ প্রণয়,

সুধার আশাদ, দেবতাই জানে, কথা শুনি পুলকিত

সম ব্যথা বার, সেই বুঝে ব্যথা,

ভাবুকই বুঝে, ভাবুকের কথা,

স্বপ্না শরতে, মিলিল মরি কি, সুহৃদ সমরোচিত

বিচারক হ'য়ে, হরষিত অতি,
 কহে, "বাছা তুমি, বড় বুদ্ধিমত্তী,
 সুবুদ্ধি যাহার, কাষ কি ভাহার, আত্ম-রক্ষা হেতু পায়
 দেখি নাই আসি, আর তোমা বিনা.
 বয়সে নবীন। গুণেতে প্রবীণ।
 তা না হ'লে প্রেম, বুঝেছ, কতটুকি বাল-লতা ফল ধরে
 এরূপে অনেক প্রশংসা করিয়া,
 শরৎ সুবস্মা দোহায়ে তুলিয়া,
 ডাকি অনুচরে, প্রেরিয়া সহরে, রম্যপতি নিকেতনে।
 কহিলিলা তার "ব'লোনা ভাহাবে,
 দেখিলে শুনিলে যে সব ব্যাপারে
 ক্ষেতে আনিবে, এই কথা বলি, ডাকিরাহি প্রয়োজনো"
 যে আজ্ঞা বলিয়া চলি যায় চর,
 কত ভাব ভাবে মনের ভিতর,
 "বার কন্যা এত, রূপগুণ ধরে, কি জানি সেই কেমন।
 এমন রতন জনমে যেখানে,
 রমণীয় সেই, আসে অনুমানে,
 অথবা সুধুই, সরোবরে নয়, পল্ললেও পায়নন ॥"

ডাকে বিচারের পতি, ডাকে বিচারের পতি ।
 পরম-সৌভাগ্য যানি, আসে রম্যপতি ॥
 তাঁরে যতন করিয়া, তাঁরে যতন করিয়া ।

বাখিলেন বিচারক, ভিন্ন বাসা দিয়া ॥

শ্রাস্তি শাস্তির অন্তরে ২

কহিল। “যে প্রয়োজন, কহি অতঃপরে ॥

শুনি তোমার কন্যায় :

কস্তুরে করেছে নষ্ট, ডুবায় গঙ্গার ॥

অতি হৃৎখের বিবর, ২

কি করিবে, বিধি লিপি, ধওন না হয় ॥”

কান্দি কহে রমাপতি, ২

“মিতাস্তু দুর্ভাগ্য তাই, মরে সে সম্ভ্রান্তি ॥

সদেকন্যা সে আমার, ২

কন্যা ব'লে কন্যা, কিবা রূপ গুণ তার ॥”

করি খেদ বহু তর, ২

শোকের তপ্ত রমাপতি, হইল কাতর ॥

বিচারক পুনর্বার, ২

কহিল। “না কান্দি, মৃত্যু হয় নাই তার ॥”

কথা শুনি রমাপতি, ২

বলে, “সে, কি, মহাশয়, সত্য এভারতী ॥”

বিচারক হাস্য করি, ২

কহিল। “দেখই ওই, সুবমা সুন্দরী ॥”

ছিল পট-ব্যবধানে, ২

পট তুলি সুবমায়, ডাকিল। সেখানে ॥

করি শিভায় প্রণতি, ২

দাঁড়াইল সুবমা, সুবমা হ'লো অতি ॥

যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ, ২

রম্যপাতি হৃদাকাশে, প্রকাশে আছিল ॥

যেন স্বপ্নে গেরে শোক, ২

নিঃসঙ্গতে নিখা ভাবি, সুখী হয় লোক ॥

রম্যপাতি সে প্রকার, ২

এত সুখী হইল, ইয়ত্তা নাহি তার ॥

বাস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসিল, ২

“কহ নঃসে ! বিবরণ, কিনা মা'টেছিল ॥

বিচারক কহে তারে, ২

“স্তির হও সদ কথ্য, শুনার ভোমানে ॥”

অনন্তর সুবমার, ২

আজ্ঞা দিলা, তথা ত'তে ব্যবধানে যায় ॥

গেলে সুবমা সুন্দরী, ২

সুবমার বিবরণ, কতেন বিবরি ॥

শুনে ছিলা যে প্রকারে, ২

শরতের সহ তার, প্রণয় সকারে ॥

হ'লে প্রণয় প'ওন, ২

যে প্রকারে বিবাহের, পেয়েছে যতন ॥

যে প্রকারে চেষ্টা করি, ২

বিবাহে ব্যাঘাত ভাবি, হয় দেশান্তরী ॥

যে প্রকারে আসি পথে, ২

ছাড়া ছাড়া হয় দৌড়ে, পড়িয়া বিপথে ॥

যে প্রকারে আনি তার, ২

দুহেতে রাখেন, রাখে যেমন কন্যায় ॥

যে প্রকার ঘটনায়, ২

শরতের সঙ্গে দেখা, পরিচয় পায় ॥

ক্রমে করিয়া বর্ণন, ২

কহিলেন, রমাপতি, করিলা আবেদন ॥

তিনি কাঁপি উঠে কার, ২

কি কহিবে রমাপতি, ভাবিয়া না পায় ॥

বিচারকের রূপায়, ২

ভারা-কন্যা পেয়ে স্তব করিলা তাঁহার ॥

পরে কহে যুদ্বয়রে, ২

এত যে হইয়েছে কাণ্ড, জানিব কি করে ?

জানি বিরজার ঘরে, ২

শরৎ নামেতে যুবা, আসি বাস করে ॥

যুবা দেখিতে সুন্দর, ২

রূপ অনুরূপ গুণ, লোক-মনোহর ॥

তারে কন্যাদান তরে, ২

বিরজা কয়েক বার, অনুরোধ করে ॥

যুবা না জানে আপন, ২

বিনা পরিচয়ে, কন্যা কে করে অর্পণ ?

সেই হেতু কন্যা দানে, ২

অনন্ত কইল, বিরজাও তাই জানে ॥

কন্যা ভাল দাঁসে তার, ২

বিরজা এ কথা কহু, মোটে না জানায় ॥

শেষে এ-ত ঘটনাছে, ২

কাজি শুনিলাম সব, আপনার কাছে ॥

বিচারক জিজ্ঞাসিল, ১

"দেখন করুন কি না, ভাবিদা সৌখিন্য ॥"

দাঁড়ি রূপা পতি কথ, ২

"এখন যে পাজে কন্যা, না দিবেই নয় ॥

কিন্তু বিবাহ ব্যাপার, ২

জাতি-কুল-পিতৃ-নাম, জ্ঞানিনা যুগল ॥

যে- জাতি যাওয়া কায়ে, ২

কেমনে কহিব থাকি, হিন্দু-মানী থাকে, ॥

প্রত্যাহরে বিচারক, ২

কহিল, "এ কায়ে আর, না হও বানক ॥

যদি কন্যাও না চাহ; ২ ০

চক্ষের দেখায় দেখি, কিরি ঘরে যাহ ॥

যদি কন্যা চাহ তবে, ২

বিবাহ নাওগে, পরে যাহা হয় হবে ॥

হাতে হবে এই পরে, ২

জাতি জাতি মিলিয়া, করিবে এক ঘরে ॥

ভাতে কি শুয় তোমার ? ২

আর কন্যা পুত্র নাই, অনুরোধ কার ?

অনশেষে ভেক লবে, ২

একঘরে ঘুচি লোকে, পূজা হ'য়ে রবে ॥”

বুদ্ধ কন্যার মায়ার, ২

অযুক্তিতে রম্যপতি, শেষে দিলা যায় ॥

প্রেমিক বলিয়া, প্রেমের তরে ।

দিতারক এই, যুক্তি করে ॥

হইলে আপন, যুক্তি এমন,

হ'ত কি ? সন্দেহ তার ।

যারা ধর্ম্ম জাতি, কুলের লাগি,

জেনে শুনে হয় দুঃখের ভাগী ॥

পাক সে সমাজে, এ প্রকার কায়ে

কারবা প্রতি ধাম । ?

নানা দেশে নানা, লোকের স্থিতি ।

সবাই মীনব, বিভূর কৃতি ॥

সমাজ কারণ, আপন আপন,

গৌরব কেবা না চায় ?

ভারত সমাজে বিশেষ জাঁক ।

এক-ধর্ম্মী মায়ে, কতই থাক ॥

যত থাক থাক, তত থাক থাক,

অহঙ্কার শোভা পায় ॥

থাক যথা তথা, গোঁড়ামী মার ।
 দুগা পরস্পর যমে সবার ॥
 ভিন্ন জাতি সনে, মেলেনা যতনে,
 কেন ? রগা ছেতু তার ।
 একধর্মী হেন, জাতি বিচার ।
 পৃথক ধর্ম, যেন সবার ॥
 পশু-পক্ষীগণ পৃথক যেমন,
 জাতি-ভেদ সে প্রকার ॥

স্বজাতির মাঝে, কুলের রীতি ।
 যার নাই গুনি, পায় সে ভীতি ॥
 কুলীনে অপরে, যেন দেব নরে,
 কুলীনে বিচারে মনে ।
 যদি পশুবৎ, কুলীন হয় ।
 অন্য গুণবান সমান নয় ॥
 শত দিক্ তায়, এরীতি-বধায়,
 দিক্ তথাকার জনে ॥

ধর্ম, জাতি, কুলে, গোঁড়া যে হয় ।
 পৃথিবীতে কভু, সুখী সে নয় ॥
 চৈতন্য কেবল, বুঝে এই গোল,
 ভেদ লওয়া রীতি, করে ।

চলিলে এরীতি, ভারত মাঝে ।
 সুবিধা হইত, অনেক কায়ে ॥
 পার্থক্য ঘুচিয়া, একতা জন্মিয়া,
 সুখী হাতো পরস্পরে ॥

বিভিন্ন জাতিতে, হ'লে প্রণয় ।
 সুবিধা সুধুই, সে কথা নয় ॥
 ভারত ভুবনে, একতা বিহনে,
 দোষ বত সব যায় ।
 ধর্ম জাতি কুলে, গোঁড়ামী তরে ।
 পরস্পর ঘেঁষ, ভিৎসাদি করে ॥
 একতার সুখ, করেছে বিমুখ,
 পুনঃ পাওয়া যায় তায় ॥

অন্যে কানে, গুনি করয়ে রোষ ।
 মানবে মানবে, ছুঁইলে দোষ ॥
 একরূপ কারণে, বিদেশ-ভ্রমণে,
 জ্ঞান-লাভ, নাহি ঘটে ।
 সুধু জ্ঞান-লাভ, নহে ভ্রমণে ।
 উদ্যোগী, সাহসী, করয়ে মনে ॥
 না করি ভ্রমণ, বাঁচা সে যেমন,
 মণ্ডুক বাঁচয়ে ঘটে ॥

বড় খেদ হয়, তাই সে বলি ।
 এই ধর্ম, জাতি, কুল, সকলি ॥
 ছিলত পূর্বেতে, এরূপ ভাবেতে,
 ব্যবহার কে করিত ?
 ঘেঘ ঘণা-ভান, ছিলনা এত,
 তাই পরম্পর, সাহায্য পোত ।
 থাকিতনা বসি, উদ্যোগী সাহসী,
 বিদেশে অমি হইত ॥

এই গুণ ছিল, সেই কারণ ।
 সরল হইত, সবার মন ॥
 মনে বল হ'লে, শারীরিক বলে,
 কদাপি বঞ্চিত হয় ?
 একতা, শরীর, মনের বলে ।
 ভারত সম কে, ছিল ভুতলে ?
 সকল ভুবন, করেছে শাসন,
 ভারত এক সময় ॥

হায়রে সে কাল, কোথায় গেল ।
 কি কালের পর, কি কাল এল ॥
 সেই সে ভারত, হ'য়ে পদানত,
 বিদেশির সেবা করে ?

আর সে ভারত, রঘুও নাই ।
 আর সে কৌরব পাণ্ডব নাই ॥
 রণজিত ছিন্ন, সে দিন মরিল,
 আর কে বা দুঃখ করে ।

পুরুষ বংশে, কাপুরুষ হবে ।
 আর কি ইশারা, স্বাধীন হবে । ?
 তা আর হয় না, বা আছে পর না,
 লালায়িত হ'তে দাস !
 দাসত্বে বাহারা, সম্ভ্রাম মানেন ।
 স্বাধীনতা-রস, তারা কি জানেন ?
 বরঞ্চ সম্ভবে, আরো দীন হবে,
 তা হ'তে পারে ঘাস ॥

রমাপতি করি, ভারতে বাস ।
 জাতি ত্যজিবারে, করিল আশ ॥
 যদিও এ পণ, কন্যার কারণ,
 তবু সে সাহসী হয় ।
 যে কারণে জাতি, ত্যজিতে চায় ।
 আরো সবিশেষ, কারণ পায় ॥
 অবশ্য এ জন, মুকটিন পণ,
 পুরিতে করেনা ভয় ॥

ক্রমেতে বিশেষ কারণ তরে ।
 স্বাধীনতা-সুখ ভাবনা ক'রে ॥
 স্বাধীনতা লাগি, হ'য়ে দুঃখ-ভাগী,
 প্রাণ-পণ সুকঠিন ।
 রম্যপতি সম, হবে যে জন ।
 তাগে না ডরিবে, তাহার মন ॥
 আপন হইতে, প্রাণ-পণ দিতে,
 চাবে হবে হেন দিন ॥

বড়ই ভরসা, কতেছে মনে ।
 ক্রমেতে এদেশী যতক জনে ॥
 গোড়ামী ত্যজিতে, একতা লভিতে,
 পারা অসম্ভব নয় ।
 কি ক্ষণে সুখমা, প্রেম করিল ।
 রম্যপতি, তেঁক লভে, চাহিল ॥
 ভাবুকের মনে, সেই সে কারণে,
 দুরাশা সুআশা হয় ॥

বিবাহে সম্মতি, দিল রম্যপতি,
 শুনি হর্ষ-মতি, সুখমা ।
 হর্ষ সে কেমন, হ'লোনা বর্জন,
 ভেবে সারা মন, উপমা ॥

বিচারক তার, পরিতোষ পায়,

শরতে তথায়, ডাকিল ।

রম্যপতি সনে, আলাপ কারণে,

একত্রে হুজনে, রাখিল ।

সরৎ হুজনে, শিক্ত-আলাপনে,

করিতে এমন, জানিত ।

হালে পরিচর, শরৎ তুফান রর,

রম্যপতি হয়, মোহিত ॥

সেহে রম্যপতি, সুসমা যেমতি,

শরতে তেমতি, দেখিল ।

ছিলনা সম্মান, সম্মান সমান,

আদরের স্থান, পাইল ॥

ক্রমে এই কথা, ঘোষে যথা তথা,

সুসমার মাতা, শুনিল ।

পাইয়া পুলক, যথা বিচারক,

ডাকিয়া বাহক, প্রেরিল ॥

শরতের সহ, হইবে বিবাহ,

নাহিক সন্দেহ, তাহাতে ।

বিশ্বাস হইল, সম্ভোষ উদিল,

সুসমা বসিল, দোলাতে ॥

বিচারের পতি, করে অনুমতি,

বাহকেরা গতি, করিল ।

শরৎ পশ্চাতে, ছাতা ছড়ী হাতে.

রমাপতি সাথে, চলিল ॥

ক্রোশান্তরে বায়, দেখিবারে পার.

করণের পায়, বাগানে ।

দস্যুর মতন, দেখিতে ভীষণ,

বীর কর জন, সেখানে ।

আকারে সবাই. কাণ্ড-শাখা নাই,

ভক হেন পাই, দেখিতে ।

দাসের বরণ, কর্কশ, গঠন,

পড়ে নি তেমন, জাঁধিতে ॥

গাঠিয়া কামান, বাতু দুইখান,

সবারি সমান, ছুলিছে ।

হাতি কি চিতেন ! মনে হয় হেন.

চীত হ'লে যেন, পাড়িছে ॥

উক জাপু স্বর, দেখি মনে তব.

স্তম্ভ লৌহঘর, যেমতিএ

অতিগাঢ় লাল, নয়ন করাল,

ঠিক যেন কালমূরতি ॥

দড়াপরা বেশ. বাঁকা বাঁধা কেশ,

নাতি ভয়লেশ, কাহারে ।

পিঠে বাঁধা ঢাল. চঙালের পাল,

লাঠি করবাল, কাঁকারে ॥

তৃতীয় সর্গ ।

নিদ্রিকা দেখিয়া, সকলে মিলিয়া,
গেলা হাকারিয়া, ধাইয়া ।
‘যাসু কোথা আর,’ বলে চারিধারে,
খোর মাংসবার, করিয়া ।
চুপস বেজার, ভয়ে হয় সারা,
ভুলি ফেলে ভারি, কুকারে ॥
শরৎ দেখিল, ডাকাতে যেতিল,
বিপদে ফেলিল, সব্বারে ৷
‘আজ কিছু বল, তাহে কি প্রবল,
ডাকাতে বল, সহিব ?
কিছু ধরি প্রাণ, থাকিতে পরাণ,
ভীকর সমান, মরিব :
নাচি নতকণ, করিব হাডন,
বাবেত জীবন, রবেনা ।
ডাকাতে মারিব, সুধমা কাঁদিবে,
বস্ত্রগা মিহিবে, সবেনা ।’
ইহা বিচারিয়া, সা-স করিয়া,
কোমর কলিয়া, বাঁধিল ।
একলাফে গিয়া, একেরে ধরিয়া,
লাঠি ছিনাইয়া, লইল ॥
মরিয়া আকারে, যারে পায় তারে,
বেগে লাঠিয়ারে, অমনি ।

যেন ব্যাহমাকে, অভিমতু সাঙ্গে,

শরৎ এ কারে, তেমনি ।

দখ্যরা কথিয়া, চারিদিক্ দিয়া,

শরতে বেঁড়িয়া, ধরিল ।

ফাক পেয়ে এবে, কাহ্নারেরা সবে,

ডুলিফেলি তবে, ছুটিল ।

বিচারক যথা, বেগে যায় তথা,

বিপদের কথা, কহিতে ।

ভয়ে সমাপতি, কন্যার সংকতি,

লুকাস সম্প্রতি, ডুলিতে ।

ডাকাতেরা মেলা, শরৎ একেলা,

উত্তরে কি ভেলা, সাংগরে ?

প্রহ্নারের ধায়, পড়িল ধরায়,

চেতনা হারায়, সমরে ॥

ন'রেছে ভাবিয়া, শরতে ছাড়িয়া,

ডাকাতেরা গিয়া, তরিতে ।

ডুলি ডুলি নিল, বাগানে পশিল,

বেগেতে লাগিল, ছুটিতে ।

ছুইদণ্ড গত প্রায়, শরৎ চেতনা পায়,

চারিদেগে ফিরি চায়, নাহি দেখে কারে রে

নাহি দেখে কারে !

ভাবে, 'অসম্ভব' একি, কোন চিহ্ন নাহি দেখি,
 তসমা কি হ'লো, সেকি ! কি করিল তারে রে,
 কি করিল তারে ॥

হারিলে থাকিত চিহ্ন, দুজনে করিয়া ছিন্ন,
 এ'নে ল'য়ে যাওতা ভিন্ন, ডাকাতি সে নয় রে,
 ডাকাতি সে নয় ॥

দু'ই নাহি হয় তার, পলায়ে যায় কাহাব
 বমাপতি শিখিকরি, যাকে গুপ্ত হয় যে
 যাকৈ গুপ্ত হয় ॥

ভা'হাতে থাকেই হ'লো, "ডাকাতি" ভাণ কেবল,
 বমাপতি করে ছল, এরূপ প্রকার রে,
 এরূপ প্রকার রে ॥

বিচারকে বুঝাবারে, মুম্বহারে তুলাবারে,
 ডাকাতে আমারে মারে, করিবে প্রচার রে,
 করিবে প্রচার ॥

ইহা যদি সত্য হয়, মোর প্রাণে নহাভয়,
 দেখিলে করিবে ক্ষয়, প্রেরি গুপ্ত-চরে রে,
 প্রেরি গুপ্ত-চরে ॥

বুঝি প্রাণ-প্রতিমায়, পুনঃ প্রাপ্তি হ'লো দায়,
 নিকপায় কি উপায়, করিব বা পারে রে,
 করিব বা পারে ॥

কিন্তু জানি তার মন, দিবেনা অন্যে'রে নন,

বৈধব্য সহিবে গণ, আমার অভাবে রে,

আবার অভাবে ।

কেন ভাবি নিকপায়, গোপনে মিলিগে কার,

সে করিবে সছুপায়, সব দায় যাবে রে,

সব দায় যাবে ।

কিন্তু মাই পাণলটিয়া, দিচারকে ক'হি গিহা,

লক্ট-কোষ্ঠী উদ্ধারিয়া, দিবে সেই জন রে,

— দিবে সেই জন ।

শেব-যুক্তি অনুনায়ে, ফিবিয়াছে যাইবারে

মন অনুরোধি তারে করিল বারণ রে,

করিল বারণ ।

মন বলে, “একবার, তত্ত্ব লই সুবনার,

বাগানের মাঝে তার, তত্ত্ব যদি হয় বে,

তত্ত্ব যদি হয় ।”

যে দিগে ডাকাত গণ, করিয়াছে পলায়ন,

সে দিগে না ল'য়ে মন, অনা-কিছো লয় রে,

অনা দিগে লয় ॥

কিছু দূর চলিয়ায়, বাগান বিরাম পায়,

পারে দেখে মক-প্রায়, কান্ডার ভীষণ রে,

কান্ডার ভীষণ ।

সেই স্থানে পুরোভাগে, হঠাৎ নয়নে লাগে,

চিহ্নিত রক্তের রাগে, নারীর বসন রে,

নরীর বসন ॥

পাণ্ডে পাণ্ড পুনর্বার, স্মৃতির যে প্রকার,

দুগঠন মেখলায়, মেখলা তেমন রে

মেখলা তেমন ।

এই ঠিক দবশনে, নিশ্চয় করিল মনে,

স্বপ্নিয়েছে দম্মাগণে, প্রিয়ার জীবন রে.

প্রিয়ার জীবন ॥

ভুলিসক ভুল কর, ভালায়ে দিয়া গড়াই

পলায়েছে কে কোথায়, দুই দৃষ্ট শব্দ রে.

দুই দম্মাগণ :

একসাজা ভিন্ন সাল, ফলিবে সন্দেহহীন,

রম্যপতি ক্ষিতি ভুল, তাজেছে এখন রে.

তাজেছে এখন ॥

চোরাড় কাহার সবে, পলান সম্ভবে তবে,

ভরা কি বিপদে রবে, পরের লাগিয়া রে.

পরের লাগিয়া ?

মোর ভাগো একি দায়, হারাইয়া প্রেমদায়.

এতলাখ এত দায়, কি কাষ বাঁচিয়া রে.

কি কাষ বাঁচিয়া ॥

ওরে বিধি কি করিলি, কেন হেন দুঃখ দিলি,

মোর ভাগো লিখেছিলি, এতই লিখন রে,

এতই লিখন !

কে আমি জানিনা ভাষা, নাহি কেহ বলে আঁহা
তাপনার ছিল যাহা, ফুরাল এখন রে.

ফুরাল এখন ।

অজীবন মতি দুখে, তবু দুখ অতিমুখে.
ভুলেও না দেখি মুখে, কোথায় কেমন রে.

নাহি চাতি অনাক্ষে, বাঙা ছিল এই মুখে
দেখি প্রিয়া-চন্দ্র-মুখে, বুড়ার জীবন রে.

সে আঁশা কুবাক আজ, মনকে পাঁড়ল দাঁড়.
বাঁড়েয়ো এমন কান, অকঁক নাশিল রে.

অকঁক নাশিল ।

মরিরে প্রাণ কি করে, শমন এমন ক'রে.
কেন মোর প্রিয়া হ'রে, এ বাদ সাধিল রে.

এ বাদ সাধিল !!

শমন লয়েছে যেথা, এখনো কঁকনি দেখা.
ফিরে প্রিয়ে! হুটো কথা, ক'রে ফিরে যাও রে
ক'রে ফিরে যাও ।

ওপ্রি়ে, যাওহে বলে, তুমি ছেড়ে গেলে চ'লে,
নাম'লে বাঁচি কি হ'লে, কিহা সঙ্গে নাওরে.

কিহা সঙ্গে নাও !!

যাহারে ভাল বাসিতে, সে ডাকে নার আসিতে.

আর তুমি এ মহীতে, কভু না আনিবে রে,

কভু না আনিবে !

অনিচ্ছায় মৃত্যু হ'লে, সে দুঃখ যায়না মারে

বিধিতা যোঝেনা বলে, কতই কাঁদিবে রে,

কতই কাঁদিবে !!

তোমার বুক কেটে যায়, দশার লাঠির দ্বার,

গরণ তাজেহু হায়, কত কষ্ট সহিবে,

কত কষ্ট সহি !

নে রাখায় প্রাণ যায়, সহিয়াছ, সে রাখায়

কতই ব্যাকুলতায়, গেছে অশ্রু বহিরে,

গেছে অশ্রু বহি ॥

দেখিয়াছ অশ্রুকার, করিয়াছ হাহাকার,

পায়ে ধরে সে সবার, কতই কেঁদেছ রে,

কতই কেঁদেছ !

আহা যদি সে সময়, কি দশা তুগিতে হয়,

স্মৃতিতে জীবন নয় তুমি তা ভুগেছ রে,

তুমি তা ভুগেছ !!

মরা চরে বসি দুখ, ভুগিয়াছ যে অশুখ,

দুখ কি তোমারি মুখ, চেয়ে বসে ছিল রে,

চেয়ে বসে ছিল ?

কি কপাল লয়ে সঙ্গে, জন্মে ছিলে এই বন্ধে,

বিধাতার কি কোন অঙ্কে, সুখ না লিখিল রে,

সুখ না নিখিল !

তোমার মৃত্যুর মূল, আমি, তার নাহি তুল,
কি দুর্ভাগা আমি, তুল, নাহিক ভুবনে রে.

নাহিক ভুবনে ।

কেন এ অর্ভাগা! জনে ডালবেসেছিলে মনে
কেবল মোর কারণে, হারালে জীবনে রে.

হারালে জীবনে !

অরে পাপ দম্ভ্যগণ ! পামাণ তোদের মন.
কেমনে নারী ভেমন, নিদন করিলি তে

নিদন করিলি :

নেহে চক্ষু মন ধ'রে, নে কুম্ভ-কলেবরে.
নিদয়ে কেমন ক'রে, লাঠি প্রহারিলি রে

লাঠি প্রহারিলি ।?

এ দুখ সহেনা আর, তত রূপ, গুণ, যার,
তার মৃত্যু এ প্রকার, নৃশংসের করে রে.

নৃশংসের করে ~~করে~~ .

নবনীত যাবে গ'লে, তা নাহ'য়ে পেয়ে দ'লে,
নাশিল কুকুর দ'লে ! খেদে যাই ম'রে রে ॥

খেদে যাই ম'রে ॥

অনাড্রাত পুষ্প, তার, করে ধরিয়াছি প্রায়,
এমন সময়ে হায়, ঝড়ে উড়াইল রে,
ঝড়ে উড়াইল ।

তৃতীয় সর্গ ।

পাবার নহেক বাহা, হাতে এলে ওড়ে তাহা,
প্রবীণ কি কথা আহা, প্রমাণ মিলিল রে,

প্রমাণ মিলিল ॥

আব না পাইব তায়, তার বস্ত্র মেথলায়,
হৃদয়ে ধরিব আয় মেথলা বসন রে,

মেথলা বসন ।

ইহা বলি তুলি ল'য়ে, মেথলা বসন দ্বয়ে,

বতনে রাখি হৃদয়ে, করিল ক্রন্দন রে,

করিল ক্রন্দন ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে যার, চক্ষু পদ যেথা দার,

নিশ্চয় নাহি কোথায়, বাইবে এখন রে,

বাইবে এখন ।

ঐই ভাবে কিছু দিন, শোকেতে উন্মাদ দীন,

হ'য়ে অগ্নি রাত্রি দিন, নাহি নিবারণ রে,

নাহি নিবারণ ॥

চতুর্থ সগ ।



প্রথম প্রথম, শোকের বিক্রম, বড়ই বিনয়.

হ'য়ে উঠে ।

মন হ'য়ে যায়, পাগলের প্রায়, বেথা সেথা ধাস.

ছুটে ছুটে ।

বহু দিন যায়, শোক ক'স পায়, চিন্তা শমভায়.

পেলে পরে ।

সে অধীর মন, ধৈর্য ধারণ করিয়া আপন,

স্থির করে ॥

শরৎ ক্রমেতে, বুঝিল মনেতে, "ক'দিনে ক'দিনে

যদি মরি ।

সুখমা আমার, আসিসেনা আর, শমন আগার,

পরি ভরি ॥"

ইতা বিচারিল, শোক নিবারিল, সুস্থির হইল,

একস্থানে ।

স্থির করে বাস, শোভার নিবাস, প্রকৃতিরো বাস

যেই থানে ॥

হয় সেই স্থান, কোন ধনবান, লোকের উদ্যান.

গৃহ-পাশে ।

সুন্দর এমন, যখন তখন, দেখি প্রাণ মন,

মুখে ভাসে ॥

নাহি হেন ফুল, সেখা অপ্রতুল, গন্ধে সমাকুল,

দিক্ সবে ।

মত্ত মধুভ্রত, গুঞ্জরে সদত, মধু সদাভ্রত,

মুখে লভে ॥

অতি পরিপাণী, যত গুল্মবাণী, যাতে সাজে যেটী

তাই সেখা ।

প্রতিপূঙ্গবনে, কৃত-প্রত্নবনে, জল ঝরি মনে,

তোষে হেখা ॥

প্রণালীসকলে, সেই জল চলে, প্রয়োজন জলে,

যেথা যেথা ।

স শোভা দেখিতে, আরামে ভ্রমিতে, কিবা প্রণালীতে,

পথ সেখা ॥

চতুঙ্গথ যেথা, সাজাইয়া লতা, করিয়াছে সেখা,

কুঞ্জেবনে ।

কুঞ্জমারে যেটী, অতি পরিপাণী, শরতের সেটী,

নিল মনে ॥

হার ভিতরে, থাকি কাল হরে, আরো শোভা ধ'রে,

উপবনে ।

যেন বতুপতি, ধরিয়া মুরতি, করিল আগতি,

ফলবনে ॥

ঘটনা ক্রমেতে, সেই সময়েতে, মলয়া নিলেতে,
ভর করে।

বসন্ত আইল, শীত পলাইল, প্রকৃতি বদিল,
শোভা ধরে।

এ ঘটনা হেরে, ভাবি এ ভাবেহে, হেরে শব্দেতে-
সেই ধানে।

প্রকৃতি সাজিল, ভাস্কি উপজিল, বসন্ত আইল
অনুশানে।

ঋতুরাজ বসন্ত, করিল আগমন।

গেল দার হলো সার শিশির-শাসন।

মনোমত রাজ্য হ'লে- কি সুখ প্রজার।

বাসতি আমোদে পাই, প্রমাণ তাহ'র।

দূরে থাক লোক, দেখ স্বভাবে চাহিয়া।

নাহি মেলে আনন্দ, কোথায় নিরখিয়া।

হেদে দেখ এখন, প্রকৃতি হরে শোভা।

আর কবে ধরে শোভা, হেন মনে লোভো।

যে বধন হয় অধীশ্বর, তাহার বিভূতি স্বতন্ত্র।

ইচ্ছা হয় যেই মত, সম্পদ বাড়ায় তত,

নূতন নূতন প্রিয়-কর।

বিশেষতঃ বসন্ত রাজন, ঋতুর সমাজে **সর্বাঙ্গ**

তুমিবে তাহার মন, শিশিরের কি এমন,

তুচ্ছশেষ আছে বিভূষণ ?

ই হেতু স্বতুরাজ, অধিকারে করিতে সুসাজ !

আহরিয়া অভাবেরে, নষ্ট করি অভাবেরে,

আরোপিতা অতিমত সাজ ॥

বিরহ হইলে অস্তুরিত, যুবতী হইয়া হরষিত ।

বিরহে অকরাগ, তাবি প্রিয়-অনুরাগ,

ভেমতি প্রকৃতি বিভূষিত ॥

আহা কিবা সাজিল সুন্দর, গুল্ম-লতা-তরু-কলেবর ।

কেহবা নবীন দলে, কেহ নবমূলে ফলে.

হয় শোভাময় মনোহর ॥

যেন তারা ভেটিতে রাজন, ধরিয়াছে ভেটের ভাজন ।

নাচিছে সুখিত মনে, প্রিয়-বাত-বাদ্যসনে,

আমোদিয়া, সকল ভুবন ॥

ফুলবনে লাগে ছলছল, ফুল ফুল অথবা মুকুল ।

আছে তারে যে বিভব, উল্লাসে সাজায় সব,

বসন্তোৎসবে লাগে তুল ॥

বিটপীর ঘন-ছায়া-তলে, সমাকুল ছিন্ন ফুলদলে ।

যেন চন্দ্রাতপ তলে, লতা-বধূ কুতূহলে,

ছড়াইল লাজ সুমদলে ॥

স্বার্থে ব্যস্ত দুখুই মানব, কে বা বলে ।

কে, না করে সম্পদের মান, কে না দেয় প্রত্যাশায় স্থান।

অজ্ঞান জীবের দেখে সেই ভাবে চলে ॥

যথা রহিতোগী লোক প্রভুর সদনে ।

জানাইতে কার্যোত্তে কুশল, কতমতে দেখায় কোশল।

সেইমত মধুপাদি, ব্যস্ত প্রয়োজনে ॥

বান্ধি-গারক ভৃঙ্গ বসন্ত সননে ।

মকরকে প্রমত্ত সঘনে, কিরিতেছে গুণ গুণ সনে।

জালিয়া বিবমাগুণ, বিরহার মনে ।

কোকিল কুহরে, হরে সকলের মন ।

কিবা, সে মধুর-রসাকর, যেন মুরারির তাঁলী-বর,

ভুলাইয়া কলকে, মজাত গোপীগণ ।

গল্লর-বিবর হাতে নিঃসরে পবন ।

শব্দ হয় কেমন সুন্দর, বাদ্যকর গল্লর-বিবর,

হৃদয় বাজায় যেন, অমৃত-নিধন ॥

নৃত্যকরী, নৃত্যকর, খঞ্জনী, খঞ্জন ।

রসে ভগমগ উত্তরেতে, নৃত্যকরে স্তম্ভে যেনেতে।

আহা মরি কি সুন্দর, সাজিল ভূধন ॥

আইল বসন্তরাজ, সামন্তসহিত ।

দেখি শোভাময় পৃথীতল, সুখে দ্বিজ করে কলকল,

যেন স্তুতি করে বন্দি হ'য়ে অবহিত ॥

অধিরাজ সমাগত, দেখিয়া অধীন বড়,

তা'তাতাড়ী করি যথা, ধরে নম্র ভাব ।
 তমতি ঋতুর রাজে, দেখি ধরণীর মাঝে,
 মনিসাদি বদলিল, পৃথ্বীর স্বভাব ।
 মিলিল এমন ধারা, যেন তারা নহে তারা,
 জ্ঞান হয় পরিসর্ত্তে, অন্য কে আইল ।
 উদ্ধত আহিল বারা, বিনীত হইল তারা,
 অলসের শিখিনতা, কোথা লুকাইল ॥
 যে অমিল পরশনে, হাঁচিব হ'তো না মনে,
 জড়সড় হ'তো অঙ্গ কাঁপিত হৃদয় ।
 সে যেন অযত্নময়, সখা হ'তে প্রেমালয়,
 এমন যে হবে, মনে ত'তোনা উদয় ॥
 জলে আর ভরনাই, ইচ্ছা হয় সর্ব্বদাই,
 সুনির্ম্মল সরোবরে করি সঙ্গরণ ।
 বীর ভাবে হ'তো মনে, গ'লেযাব পরশনে,
 নে অভাব কোথায় সে, করিল গোপন ॥
 কিন্তু কিবা চমৎকার, কুটিল স্বভাব বার,
 সে ভাবি ত্যজিতে সেই, পারেনা কখন ।
 হউক সজ্জন-সঙ্গ, তথাপি নিয়ম ভঙ্গ,
 করেনা ছাড়েনা ক্রুর, স্বভাব আপন ॥
 যদি যেম বর্ষে নীর, ধূলি নাশে পৃথিবীর,
 স্নিগ্ধ হয় দেশ, যায় রোগাদির ভয় ।
 উর্ব্বরতা ভূমি ধরে, শস্যেরে প্রসব করে,

কিন্তু এবে মেঘাগম কদাচিত্ হয় ॥

বসন্ত আইল, সুখিত হইল,
অবিচ্ছেদে দাম্পত্য সুখেতে দারা সুখী
বিরহির মন, ব্যাকুল এখন,
তার দুঃখ দ্বিগুণিত হ'য়ে করে দুখী ।
একে উপবন, তাহাতে এখন,
বসন্তের সমাগমে, রমণীয় অতি !
তাহা নিরুদ্ভিরা, উঠে উখলিয়া,
শরতের চাপা শোক, নুতন যেমতি ॥
বুঝিয়াছে মন, জনম মতন,
হারিয়েছে সুসমা. পাবেনা আর ভায় !
মেখলা বসন, সেই সে এখন,
ইহা ভাবি তাহা দেখি, শোকাগ্নি নিভায় ॥
শরৎ যেমন, বুঝাইতে মন,
অবলম্ব পাইয়াছে, মেখলা এখন ।
বিরহী যে জন, সেই সে এমন,
কোন আলম্বনে, বুঝাইয়া রাখে মন ॥
উপবন-পাশে, ধনির আবাসে,
থাকে কোন বিরহিণী নবীন-বয়স ।
যবে তার মন, হয় উচাটন,
আরাবের শোভা দেখি, করে মনোবশ ॥

আইলে বসন্ত, মদন ছুরন্ত,
 তারে একাকিনী পেয়ে, করে অত্যাচার ।
 এই অত্যাচারে, বাঁচায় কে তারে,
 পাবনে রক্ষক যেই, অনুদ্দেশ তার ॥
 বিবাহের পরে, গেছে স্থানান্তরে,
 গৃহিণী যুবতী, পতি, তথাপি ফেরেনা ।
 কি করে অবলা, তথাপি চপলা,
 দ্বিষ্ট, হায়ে কুলে গাকে, অকুলে চলেনা ॥
 স্মর তা বোঝেনা, অভাস ছাড়েনা,
 জ্বালাতন করে তারে, যখন তখন ।
 আরাম শোভায়, নিভাত জ্বালায়,
 হয় নাই বসন্তের, উদয় যখন ॥
 বসন্ত এসেছে, সে ভাব ফিরেছে,
 বসন্ত যে মদনের অতি অন্তরঙ্গ ।
 শোভার ভবন, সেই উপবন,
 নাহিক তেমন পোয়ে, বসন্তের সঙ্গ ॥
 চপলা একগে, নস্তোষিতে মনে,
 বাতায়নে বসি, উপবনে যেই দেখে ।
 মনের আগুণ, বাড়িয়ে দ্বিগুণ,
 বুঝিতে পারেনা, কে, বাড়ায় কোথা থেকে ॥
 মুড়াবার আশে, মলয়-বাতাসে,
 অঙ্গ খুলেদিলে মন, উড়েযেতে চায় ।

হাতে অনামন, করিলে শ্রবণ,
 অলি-ভৃঙ্গ-রব, মন আরো মেতে যায় !
 নারী নই নয়, কতই বা নয়,
 তাহে মন মত্ত, গেল, হিতাঙ্গিত জ্ঞান,
 তবু রামা তার, অনেক বুঝায়,
 দুখের পিপাসা, ঘোলে, করে কি প্রস্থান !
 হায়েবর মন, মাতে প্রয়োজন,
 এতহার বিলম্ব ভাবি, আঁখি বাস্তব হয় !
 আঁখি, থাকা চায়, আজি দেখা পায়,
 বসিয়া শরৎ-চাঁদ, নিকুঞ্জ-মিনায় ॥
 শরতে দেখিয়া, উঠে শিহরিয়া
 মনে ভাবে, "আহা মরি, ইহার শি রূপ !
 অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি,
 দেখিনাই শুনিবাই, ইহার স্বরূপ ॥
 ত্যজিয়া বাঁশরী, গোরা রূপে হরি,
 নিকুঞ্জ-বিহারী বুঝি, অঙ্কুর হুয়েছে !
 হেথা রাখা কই, নাহি আমা বই,
 জানিনা কাহার জন্য, এখানে রয়েছে ॥
 চাহে বা কাহায়, মোরে যদি চায়,
 আমি যে রয়েছি হেথা, জানান উচিত" !
 ইহা ভাবি মনে, বসি বাতায়নে,
 করে রঙ্গ, করে রঙ্গ, যেমন তড়িত ॥

কতু বা আপন, করয় গোপন,
কতু প্রকাশয় অঙ্গে, কপাট খুলিয়া ।
কতু মধুসরে, ডাকয় অপারে,
কিছুতেই শরৎ, না দেখিল চাচিয়া ॥
চিহ্নিল তখন, 'কেমন এজন,
যকের কাকর্ষণে নড়েনা অঁয়স ?

নয় না

অঙ্গ পরিমার্জে ব্যক্তি, দেখিতে কি রস
যদি অঙ্গ রাখে, কেন ওপ্ত থাকে ?
কতু বিরহিণী পেলে, দেয় বরদান ।
রতিও ভরেতে, থাকে অলক্ষ্যেত
ত আকর্ষণ দিল কি, ভাবিয়া মোর জানা ॥
অন্য ভাবে নয়, 'কনক ও নয়,
কাম-রসি' কামিনীয়ে, কাম বিনাশিতে ।
শুনেছেন তিনি, বলে বিরহিণী,
নরেন্দ্র নরেন্দ্র কাম, হর-কোপাশ্রিতে ॥
যেহোক এ জন, মনোমত ধন,
নাতিনোজামাই প্রায়, অভাবের নয় ।
মনের কথায়, কহিগে উভায়,
বাচিয়া যৌবন দিলে, লবেনা কি হয়, ?
মানুষত বটে, থাকিলে নিকটে,
হৃত গলে অনলে, অনল ঘুতে বাড়ে ।

দেখিনা কি হয়, মিলিয়া উভয়,
 শুমেছি সংসর্গ-গুণ, কারেও না ছাড়ে ॥
 তবে যদি ঘটে, মিলন সঙ্কটে,
 পরাজিতে নাপারিয়া, হই পরাজিত—
 স্বযুক্তির ভাবে, তা'সি পুনঃ ভাবে,
 "ভাতেও জিভিত, নয় সম হারি জিত" ॥
 এমত ভাবিয়া, দেখিল ত, হিয়া,
 দিনমণি অস্তাচলে, বায় বায় প্রায় ।
 বেশ ভূমা ধরে, বাতে শোভা করে,
 একে মুনি-মনোহরা, সম্ভ্র। পুনঃ ভায় ॥

নিরখিয়া মুকুরে, বিনাইল চিকুরে,
 দুটি বেণী পাইল দুধারে ।
 টাঁদে চূড়া পরাতে, কত শোভে দেখাতে,
 সিন্ধি পরে ললাট মাঝারে ॥
 সৌন্দর্যের সম্মুখ চন্দ্রমাখা পদ্ম,
 মুখখানি করে পরিষ্কার । °
 ইন্দীবর-দ্বিদলে, নাচে ভাবি কুশলে,
 দুটি ভঙ্গ তারার আকার ॥
 পদ্ম-বন্ধু-ছটাতে, শোভে পদ্ম ঘটাতে,
 দেখাইল কুণ্ডলে তেমতি ।
 শোভা হবে ভাবিল, গলে চিক পরিল,

সন্মবর্ণে ক্ষুরিলনা জ্যোতিঃ ॥
 চন্দ্র স্বর্ষ্য দুপাশে, উজলিতে আকাশে,
 হালিগাঁথা তারাও কি পারে ? ।
 কুচযুগ দুধারে, মুক্তামালা মাঝারে,
 তাই ভাবি বস্ত্রে ঢাকে তারে ॥
 ভূজে ভূষা পরিয়া, মনে ভাবে দেখিয়া,
 ভূজঙ্গ ভূষায় বড় সাজে ।
 অবসর বুঝিয়া, যায় ধনী চলিয়া,
 ঘোড়ামল রত্ন রত্ন বাজে ॥ -
 অস্ত্রে যায় ভাস্কর, মুদিতোছে পুফর,
 কুমুদিনী ফুটে একালেতে ।
 অলিগণে দেখিয়া, কুমুদিনী ভাবিয়া,
 ছুটি যায় মধুর লোভেতে ॥
 ভাবুকেরা দেখিত, মনে মনে ভাবিত,
 হর-ধ্যান ভঞ্জে বাসনা ।
 সহচর এলোছে, পাছে স্বর আসিছে,
 সেজে চলে স্বরের ললনা ॥
 কিশা যেন চপলা, স্বর-শরে বিকলা,
 নিবেদিতে, অন্তর-বেদনে ।
 চলিরাছে সত্বর, ভাবিয়া একেশ্বর,
 স্বরহর, বসিয়া বিজনে ॥
 পায়নাক দর্শন, করিতেছে স্পর্শন,

গন্ধবহ সুখিত হইয়া ।

মন্দ মন্দ বহিয়া, পরিমল মাখিয়া.

তোষে-ভারে, জাতিখ্য করিয়া

মুখ বক্ষ স্পর্শিয়া, কর পান বন্দিয়া,

ফুল ঢলে, করিল মাননা ।

মধুকর গুড়ারে পিক কল কহরে,

করে দেখি, সবে সৃষ্টি-মনা ॥

কায় হন্তে চলিল, প্রাণে নাহি নাহিল,

কণ্টকীভে বস্ত্র ঢাঙ্গি ধরে ।

সে বাধা সে মানেনা, উপবন ছাড়েনা,

দাঁকাপথে, অনুরাগ বলে ॥

অনুরাগে বাধেনা, সে যে গতি রেখেনা,

বহু কুঞ্জ, বিদ্রম ঘটায় ।

সে কুঞ্জ কে ভুলাবে : মনে পথ চিনাবে.

সে যে আগে, এসেছে তথায় ।

এ বাধায় কি হবে, ভেটিবীরে কোণে

রাধা হবে যেত ছাড়ি বাসে ।

কত বাধা বাধিত, কিরাইতে নাহিত,

টানি নিত, অনুরাগ-পাশে ॥

জুত-গতি আসিয়া, শরতেরে দেখিয়া ।

চপলা সচকলা হইল ।

কি কোশল করিবে, সে তাহাঁতে মজিবে,

মনে মনে, ভাবিতে লাগিল ॥
 পুরো ভাগে অসিল যুছু হুচু হাসিল,
 প্রকাশিল, রূপের মাদুরী ।
 'সব দেখি তাহারে, শরৎ এ বিচারে,
 "বিধির কি, ঘটনা-চাতুরী !!"
 ওপলান সুবদা, পানে কোথা সুবদা,
 তবু মন, অটল তাহারে ।
 অন্য কেহ দেখিলে, একে রূপ-সলিলে,
 চুরে যেত, তাঁহি মন সাতে ॥
 সুধাইলা "ললনে! আসা কোন কারণে"
 পেতুম্বর করে আলোচনা ।
 'উলসান বেগো, বিজ্ঞান প্রদেশে,
 কি উদ্দেশে, সুধায়েত হাসনা ॥"
 "নাহি কোন ইচ্ছা, এসেছি যদিচ্ছা,"
 কাজিলেন, শরৎ এ ভাষা ।
 "এ যৌবন সুস্বস্ত, এ ভাবে কি আশয়ে?"
 পুনঃধনী করিল জিজ্ঞাসা ॥
 সুধা দিল উত্তর, "অমি চির-বাসর,
 বিধি-লিপি, খণ্ডন কে করে।"
 'সুবদনী হাসিল, পরিহাসে ভাবিল,
 "মনকি বলেনা, থাক যবে ?"
 বুঝি ভাগ্য ভেঙ্গেছে, গৃহ-শূন্য হ'য়েছে,

সেই হেতু, হ'য়েছ উদাসী ।
 নহ তুমি কামিনী, চিরদুঃখভাগিনী,
 কোন্ দুখে, হবে অবলাগী ?
 তুমি গৃহী হইলে, জনরব ছুটিলে,
 কত বাল্য বরিতে যাচিবে ।
 নহ রক্ত কুরূপ, সুবা রূপে অনুপ,
 সুভাগিনী, তোমারে পাইবে ॥
 এই কথা কহিতে, চপলার অধিতে
 ভালবাসা-চিহ্ন প্রকাশে ।
 শরতের ভাবনা, "যে দেখি এ ললনা,
 সুবমার, স্থান অভিলাসে ॥"
 শঙ্কিত হইল, ফিরি ফিরি চাহিল,
 ধনী তাহা, বিলাস ভাবিল ।
 চপলার এ কাবে, স্থণা দ্বিজ সমাজে,
 ছিছি বলি, কুলায়ে পশিল ॥
 সঙ্ক্যারে'না সহিল, রাগে নাম হইল,
 শশি-কলা, হাসি উক্কে চলে ।
 লজ্জা পেয়ে নলিনী, হ'য়ে পড়ে মলিনী,
 কুমুদিনী, হাসে বসি জলে ॥
 উপবন-প্রহরী, দূরে থাকি নেহারি,
 কহে আসি, গৃহপতি-পাশে ।
 প্রহরী যে দেখিল, ধনী তাহা বুঝিল,

নভী হ'তে, চলে ফিরি ঘাসে ॥

সহ্যা প্রস্থান করিল ।

কি হ'লো কি হ'লো বাণে, শূণ্যল ডাকিল ॥

• দেব-আলর-ভিতর ।

হাজে হাটা, কলহা-ব, হৃদয়, ক'বর ॥

দলে দলে কত জন ।

পাতি-ব'সা-অশ্রোনেতে, বইল মগন ॥

যত দেবদাসী পলায়ী ।

কেহ খাতা লেখে, কেহ পাভার বা খাতা

কত নারী শয় তলে ।

স্ত্রীনে পাভার ঘুম, উপন্যাস ব'লে ॥

দপুবেণে আলো কোঁলে ।

কেহ লেখে কেহ গুঁথি, পাভে অ'র দৌলে ॥

কারো আত্মারের ঘুম ।

পর্যাক্ষে শুইয়া ক'বো, আনিতেছে ঘুম ॥

রক্ত-প্রহরী যাহারা ।

এইবেলা গুঁথি-কাঁচা, নাড়িছে তাহার ॥

উপবনে নিকুঞ্জেতে ।

শিরে বসিয়া, শম্প-শয্যায় সুখেতে ॥

চন্দ্র দিতেছে আলোক ।

সুরভিসহিত বায়ু, দিতেছে পুলক ॥

নানাশোভার শোভিতা ।

প্রকৃতি দেখায় রঙ্গ, চারিদিক্ দিয়া ॥

বলা যায় কি কথায় ?

এসময়ে কত ভাব, মনে আসে যায় ?

এত সুখেও এখন ।

সুখমা-বিরহে খিন্ন, শরভের মন ॥

মনে সুখমা জাগিছে ৮২

স্থিরভার কণে কণে, তত্ত্বা আকর্ষিছে ॥

কনকালে পাশ্বে ভাগে ।

মহুযোর পদশব্দ, শ্রবণেতে লাগে ॥

ক্ষণপারে ক্রত হয় ।

এদিগে এদিগে, এই কথা কেহ কর ॥

কথা শুনিতে শুনিতে ।

কতগুলি লোক, কুঞ্জে প্রবেশে ছবিতে ॥

সবে গম্ভীর-নিশ্বনে ।

শরভে আস্থান করে, শিখাচক্ৰোধনে ॥

“আমাদের প্রভু যিনি ।

তোমায় দেখিতে, বাঞ্ছা করেছেন তিনি ॥

“ কেন কোন্ প্রয়োজনে ?

এই প্রশ্ন, শরৎ কহিলা, সর্বজননে ॥

ভারা করিল উত্তর ।

“ কি জানিব প্রয়োজন, আমরা নকর ॥”

পুনঃ শরৎ জিজ্ঞাসে ।

তোমাদের প্রভু কে, বা, কহ মোর পাশে ।

তারা কহে পুনর্দার ।

“আমাদের প্রভু তিনি, আরাম বাহার ॥”

• শুনি এই পরিচয় ।

~~স্বর~~ ভাবিল। “যাওয়া অসুচিত নয় ॥

আছি যার অধিকারে ।

মত লয়ে থাকা ভাল, সম্বোধি তাহারে ॥

এই মত দিলে মন ।

তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে, করিল গমন ॥

আসি প্রবেশিল পথে ।

আরামের পার্শ্বদর্ভী, বাটীর ভিতরে ॥

বার্তা পেয়ে গৃহপতি ।

আজ্ঞাদিলা, “বন্ধ করি, রাখহ সম্প্রতি ॥

যেই স্বরে আজ্ঞা দিল ।

সেই স্বর পরিচিত, শরৎ ভাবিল ॥

• “শুনি কোথায় এ স্বর ॥”

চিন্তাকরে, তাহার না হ'লো অবসর ॥

আশু চিন্তা উপজিল ।

“বন্ধ করিবার আজ্ঞা, কেন বা করিল ॥”

এই চিন্তার সময়ে ।

প্রবিস্ত করার তাঁরে, ঘোরকারালরে ॥

জিজ্ঞাসিলা ব্যস্ত হ'য়ে :

“ কেন কল্প কর মোরে, আনিয়া আলয়ে ?

এই শুনিল। উত্তর ।

“ প্রভাতে শুনিলে গিয়া, কর্তার গোচর

পারে কল্প হ'লো দ্বার ।

পরং ব্যাকুল হই, দেখিয়া আঁধার। ”

“ বিধির মনে মনে, এত ছিল,

যত হিন দুখ, আমারে দিল,

এই প্রাণে মোর, কত সহিল,

না জানি আরো কি, হবে রে !

যদিম বাঁচি সব, সব দুখ,

নহি ভাল এই, আমার দুখ,

হয় বড় মোর, এই কোঁতুক,

ম'লে দুখ কোথা, হবে রে !

বিপদ হয়, নাহি হয় কীর ?

সম্পদের সহ, পর্যায় তার,

বিপরীত সব, দেখি আমার,

কারণ থাকিবে, ইহাতে ।

কারণ এই মনে, ভেবে পায়,

নিরূপিত কোন বাসার প্রায়,

সম্পদের বাসা, আছে কোথাব,

বিপদের বাসা, আমাতে ॥
 রোধিল কেন ধরি, চোরপ্রায়,
 জনহীন কারা, জিহ্বাসি কার,
 বিপদরে ! তোর পদ হেথায়,
 • তোরি পার পড়ি, বলরে ?
 ছুরিনা আর কোন, বলধরে,
 দুঃখা করে কে বা, সহজে বরে ?
 ডরিতেছি, তোমা ছাড়া অপরে.

এল কি দেখাতে, বলরে ?।
 শরৎ এইমত, খেদ ক'রে,
 মনস্থির করি, ভাবিল পরে,
 “এরা সেই চোর, বিনা অপরে.

আমারে রোধিবে, কেন রে ?
 তারাই হবে হয়, অনুমান,
 আজি দেখে আছে, আমার প্রাণ,
 যদি ধরিলে চোর, করি সন্ধান,

তাই বধে আশা, হেন রে ॥
 মারার ইচ্ছা যদি, ক'রে থাকে,
 তবে কেন কক, করিয়া রাখে ?
 আবার কহিল, কালি অম্বিকে,

যে কিছু কারণ, কবে রে ।
 তবে কি এরা সেই, চোর নয় ?

বুঝি উপস্থিত, দাক্ষণ ভয়,
সেই নারী দেখা, সহজ নয়,

প্রাণ-দরশনী, লবে রে ॥

এদের হবে কেহ, সেই নারী,
কাছে আসি দায়, ঘটালে ভারি,
তাই দেখি মোরে, দোষী বিচারি,
ধরিয়া বন্দী, করিল রে ।

এরূপ চিন্তা করি, অবিরত,
মন হ'লো ঠিক. চোরের মত,
নিশীথ সময়, হ'লো আগত,
নয়নে নিজা, নহিল রে ।

নিশীথ সময়ে রজনী ।

কেমন প্রকৃতি ধারণ করিয়া,

সাজায় গগণ ধরনী ॥

তার উপমান নাহিকু জ্ঞান,

এই চোখে দেখে অরূপ তার,

আঁখি মুদে ভেবে পাওয়াই ভার,

স্বভাব তাহার এমনি ।

কত শত ভাব-লিখিয়া থাকি,

কত প্রতিরূপ রূপেতে আঁকি,

আঁকি লিখি কোন রূপেতে নাকি,

প্রকাশে নিলীখ যেমনি ?!

অই চেয়ে দেখ গগনে ।

অনির্কচনীয় প্রভাব স্ফুরিছে,

নৈশিক অগ্নি-কাননে ॥

উল্কা তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ,

তার মাঝে শশী পূর্ণ-বিগ্রহ,

শোভা সমুদায়ে ক'রে নিগ্রহ,

আলোক দিতেছে ভুবনে ।

শোভার ভাণ্ডার উছলে যেন,

উল্কা খসিয়া দেখাইছে হেন,

অথবা, সুধার সাগরে কেন,

চেউ না উঠিবে সযনে ?

ধরা ভিন্ন ভাব ধ'রেছে ।

জল মাঝে যেন দ্বিতীয় চন্দ্র,

• কৈরবীসহিত মিলেছে ॥

মিন্ মিন্ ক'রে প্রদীপ জ্বলে,

ঝিক্‌ঝিক্‌ করে খদ্যোত দলে,

আলেয়া জ্বলিছে শ্মশান-স্থলে,

কোন লতা জ্যোতিঃ দিতেছে

• ছাখিনী ধরণী কি আছে আর,

কুমুদিনীমুতা তাইতে তার,
অনুকুল শশী নাশে আঁধার,
তবু মনোলোভা হ'য়েছে ॥

উপস্থিত কি সময়রে ।
পাত, পক্ষী, নর, যাহারে সদত,
করে কোলাহলময়রে ॥
নাহি যেন কেহ তথায় আর,
রাত্রিচর সুধু করে বিহার,
তস্ত্রা আসে হেন দশা ধরার,
ঝাঁঝিঁঝিঁর ঝঙ্কার হয় রে ।
বুঝি শোভাময় হ'য়ে গগণ,
করিয় ল'য়েছে ধরার মন,
ভাবে ভোরা ধরা তাই এমন,
অচিন্ত্য-ভাব উদয়রে !

আপনা পাশরি দেখিয়া !
হৃদয়, গিরি, বন, আরাম, সাগর,
দেখাদিতে নারে ক্ষুরিয়া ॥
কোথা রহিয়াছি চেনাই দায়,
যেন আশিয়াছি আর কোথায়,
আকার কিরায়ে সেই ধরার,

কেহ কি রাখিল ছাপিয়া :
চাঁদ আছে তাই ভরসা কত,
অন্ধকার হ'লে ভাবনা হ'তো,
লুপ্ত হ'লো বুদ্ধি আছিল মত,
ধরার উপরে শোভিয়া ॥

সমীরে-গুপ্তীর দেখিয়া :
কিঃপ্রপত্ত আর কুকুর শৃগাল,
মাঝে মাঝে উঠে ডাকিয়া ॥
ভুঙ্কার ছাড়ে কতেক দোর.
প্রহরী হাঁকারে অভিকঠোর,
অনেকে ডরায় শুনিয়া ॥
হেন কালে একা সেই আগারে.
ভয়ে জড়মড় ধন আঁধারে,
ভাবে, “বুদ্ধি প্রাণ যায় এবারে,”
শব্দে বিবদে পাড়িয়া ॥

অতি সকাতরে, দুর্গা দুর্গা স্মরে, মনে মনে করে,
বাঁচি কি প্রকারে ।
যেন দুর্গা তাঁর, দেখি দুঃখ-ভার, হৈলা অবতার,
দয়া করিবারে ।
কীরাগারে আর, ছিল ওপ-দার, সেই দ্বারে কান,

পদ-শব্দ হয়।

শব্দ অনুসারে, আসি পায় দ্বারে, বসি তার ধারে
প্রতি পতি রয় ॥ *

ক্ষণকাল পরে, দ্বার মুক্ত করে, প্রবেশিয়া যবে
কাহার রমণী।

বন্দী সম্বোধিয়া, কহিল চাপিয়া, “আছ কি জাগিয়া
এসহ এখনি ॥

যোর কারাগার, নহে ঘুমাবার, তবে কেন আর
কর কাল-ক্ষয় ?

এস বাহিরিয়া, যাহ পলাইয়া, স্থির কর হিয়া,
ভাগ কর ভয় ॥”

গাঢ় অন্ধকার, লোক চিনা ভার, অরেতে তাহার
দিল পরিচয়।

শরতে এখন, দুঃখের কারণ, দুঃখ বিনোচন,
করিতে উদয় ॥

বন্দী ভাবে মনে, “শুনেছি অরণে, মলয়ে চন্দনে
রক্ষাকরে ফণী।

তথাপি চন্দন, বুড়ায় জীবন, সুখী করে মন,
ফণি-শিরোমণি ॥”

কৃতজ্ঞ হইয়া, বিনয় করিয়া, নারী সম্বোধিয়া,
বাঞ্ছা কিছু কহে।

নিখারগ করি, কহিল সুন্দরী, “ক্ষণকাল হরি:

যুক্তি আর নহে ॥”

ভাজি কারাগার, চোর যে প্রকার, তেমতি দৌহার,
গুপ্ত-পথে গতি ।

ক্রমেতে আসিয়া, বসতি ছাড়িয়া, প্রান্তর পাইয়া,
হয় ফুট-মতি ॥

১৭২ সুখার, কি হেতু আনায়, রাখে চোর প্রায়,
যুগি কারাগারে ?

দাম কি কারণ, কারলে মোচন, শুনিবাক্রমণ,
কহ সবিস্তারে ॥

“নারী কহে’ চল, হ’ওনা চঞ্চল, কহিব সকল,
যবে সুস্থ হব,”

কহিলা শরৎ, “এলে কত পথ, নহে যুক্তি সৎ,
কষ্ট-সহ্য তব ॥

যনে ভয় আর, হ’লে রাজি পার, গৃহে যাওয়া ভার,
হইবে তোমার ।

কহি বিবরণ, করহ গমন, নাহি প্রয়োজন,
• বিলম্বিতে আর ॥”

। কথা শুনিয়া, চণলা হাসিয়া, কহে, “সে লাগিয়া
নাহি কোন ভয় ।

থাকিতে জীবন, আর সে ভবন, দেখিব এমন,
বাহ্য মোর নয় ॥ ”

শরৎ কহিল। “ গুণবতি !

ঘটিয়াছে কিবা হেন, গৃহ ত্যজিবারে কেন,

করিয়াছ বাসনা সম্প্রতি ?।

শুনে মনে ভয় হয়।

হইয়া ললনা, কি হেতু বলনা,

তাহাতে বাসনা ভয় ?। ”

চপলা কহিল “ শুন তবে।

ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ভালো আজিকার সন্ধ্যাকালে,

তব দরশন পাই যবে।

তব সঙ্গ আলাপন।

দূষা মনে করি, আরাম-প্রহরী,

জাতারে করে জ্ঞাপন ॥

কে বা জানে ছিল রসিকাল।

কেবা জানে আলাপনে, মন্দ হবে পরাক্ষণে,

জ্ঞানিলে কি ঘটিল জঞ্জাল ॥

সেই জন্য ক্রোধ করি।

না করি বিচার, অগ্রজ আমার,

কেবল মারেনি শরি ॥

দুশ্চারিণী মোরে ভাবিয়াছে ।
 মন্দ-রীতি প্রকাশিলে, আছাড় মারিবে শিলে,
 তয়ানক আদেশ দিয়াছে !!
 উপযুক্ত দণ্ডতরে ।
 বিচার-আগারে, প্রেরিবে তোমারে,
 রাতি ব'লে বন্ধ করে ।

বিনাদোষে তব মন্দ হবে !
 মোর ভাগ্যে যাহা হোক, তব দুঃখজনা শোক,
 ধরি প্রাণ আমারে না সবে ॥
 মন যুক্তি দিল বলি ।
 হইয়া গোপন, কারা-বিমোচন,
 করিলে যাইবে চলি ॥

হলো, মোর যত্ন ফলবান ।
 আজি এইমাত্র সুখ, কিন্তু পরে এত দুখ,
 বাঁচা মরা হইবে সমান ॥
 ভাবি মনে এই কথা ।
 করেছি মনন, করিব গমন,
 নয়ন রাইবে রেখা ॥”

ইহা শুনি কহিলা শরৎ ।

“সময় তোমায় ধন্য, ক্ষণে ক্ষণে অসামান্য;

লীলা করি ত্রিমিহ জগৎ !

নবে গত পঞ্চমাম ।

কতই ব্যাপার, কৈলা অবতার,

আশ্চর্য্য তোমার কাম ॥

তোমারেও ধন্য গুণবতি !

মোর দুঃখ বিনাশিলে, নিজ দুঃখ বাড়াইলে,

এই ধার সুধি কি শকতি ॥

কোথা প্রতি-উপকার ।

তাহা না পারিয়া, দিহুঁ বাড়াইয়া,

তোমার দুঃখের ভার ॥

সাধা নাই করি উপকার ।

পাছে হয় অপকার, এই জন্য বার বার

কহি শুন ত্যজনা আগার ॥

ভাগ্যে যাহা থাকে হয় ।

ধতিতে কে পারে ? রহগে আগারে,

স্বাতন্ত্র্য নারীর নয় ॥”

চপলা করিল এ উত্তর ।

কলঙ্কিনী লোকে কবে, সে লাজে কে বেঁচে রবে ?

যদি বাঁচি শাস্তির উত্তর ॥

বিশেষতঃ এই কাহ্ন ।

ছাপা না থাকিবে, আমারে নাশিবে,

মাথায় হানিয়া বাজ ॥”

“দুঃখিলাম কিছু ঢাকশীলে !

রমণীর গৃহত্যাগে, প্রতিপদে শঙ্কা লাগে,

হেন ইচ্ছা কেন বা করিলে ?

নারী একা থাকা নয় ।

না পোলে আশ্রয় বাঁচাই সংশয়,

ব্রততী যুবতী হয় ॥

গৃহ-ত্যাগে অনেক বিপৎ ।

যুবতীর বিশেষতঃ প্রকাশিয়া কব কত,

ভেবে দেখ, ” কহিলা শরৎ ॥

নারী কহে পুনর্বার ।

“বিপদ সহিব, গৃহে না যাইব,

কিরিতে বলোনা আর ॥

যায় যাবে প্রাণ নাহি ডরি।
 এবে গৃহে যত দুখ, তাহাতে বনেতে সুখ,
 হুখে সব বিপদ-লহরি ॥
 সতীত্ব রক্ষার ভয়।
 জীবন থাকিবে, সতীত্ব নাশিবে,।
 ইহা কি সতীর হয়?"

“বিবেগিনী এবে এ মহিলা।
 চলিয়াছে নদী প্রায়, রোধে কতু ফিরা দায়,”
 এত ভাবি শরৎ কহিল।।
 “কর যাহে ভাল হয়।
 এখন আমায়, করহ বিদায়,
 বিলম্ব বিহিত নয় ॥”

চপলা কহিল, “কি কহিলে।
 তুমি বিদেশীর জন, যাও যথা চাহে মন,
 তব গতি কেমনে রোধিব ॥
 তুমি ছিলে অনুবল।
 তুমিও চলিলে, কি হবে ভাবিলে,
 ভুগিগে ভাগ্যের ফল!”

দয়া-পূর্ণ শরতের মন ।
 শুনি সকল কথ্য, পাইল এমন ব্যথা,
 অশ্রু-মুখ হইল লোচন ॥
 ভাবিলেন, “ কি উপায় ।
 যে উপকারিণী, ফেলি একাকিনী,
 বাইতে মন না দায় ॥ ”

কহিলেন, “ শুনহ ললনে !
 জাতৃ-গৃহে নাহি রহ, রহ গিয়া স্বামীনহ,
 চলিবাছ স্বামীর ভবনে ॥ ’
 বালা বলে খেদ করি ।
 “ ছেলে বাঁচি রহে, হাল নাহি বহে,
 নতুবা দুঃখেতে মরি ॥ ”

জানি বটে আছে মোর স্বামী ।
 কিন্তু বিবাহের পর, গিয়াছে তাজিয়া ঘর;
 কোথা গেছে নাহি জানি আমি ॥
 দুঃখ-কথা কব কত ।
 খুজিলে ভুবন, পাবেনা কখন,
 দুঃখিনী চণ্ডালা মত ॥ ”

তিনি শেষে এই বিবরণ।
 শরতের হৃদয়েতে, দয়া স্নেহ উভয়েতে,
 ছেড়ে যেতে করিল বারণ ॥
 মন দিল উপদেশ।
 “বাও সঙ্গে লয়ে, কোন লোকালয়ে,
 রাখিয়া যাইবে শেব ॥”

• প্রকাশিয়া কহে, “গুণবতি !
 যনি ইচ্ছা হয় চল, মন সঙ্গে সচকল,
 পরে হবে বিহিত-যুক্তি” ॥
 হায়ে ছুটী অতিশয়।
 সুবদনী বলে, “পাই ভাগ্য-বলে,
 এমন ককণাময় ॥”

শীত্রে শীত্রে চলে দুইজন, শীত্রে চলে দুইজন।
 পথে পথে উষা আসি, দিল দরশন ॥
 সর্বলোকে উঠিল শিহরি, লোকে উঠিল শিহরি।
 আকাশে তারার মেলা, লুকায় সব্বরি ॥
 অতিলজ্জা পেয়ে তারানাথ, লজ্জা পেয়ে তারানাথ
 মলিন হইল যেম, অগ্নি ভস্মসাৎ ॥
 হ'লো স্নান-মুখী কুমুদিনী, স্নান-মুখী কুমুদিনী।
 ভয়ে ভয়ে ছাড়ি মুদ্রা, ধুলিল নলিনী ॥

সবে ব্যস্ত উষা-আগমনে, ব্যস্ত উষা-আগমনে ।

রহস্য নিবारे যেন, দেখি মান্য জন্মে ॥

কহ-রবে সাড়া দিল পিক, রবে সাড়া দিল পিক ।

দ্বিজগণে কলরবে, জাগাইছে দিক্ ॥

দেখি উষা নাশে অন্ধকার, উষা নাশে অন্ধকার ।

এ কি এলো ভাবি দ্বিজ, করে হাহাকার ॥

এলো উষা বড় আশা করি, উষা বড় আশা করি ।

স্বামি-সোহাগিনী হ'তে, কর্ম্য-বেশ ধরি ॥

কিছু দিবা এমন সতিনী, দিবা এমন সতিনী ।

দেখিতে দিলেনা তানু, হইয়া সঙ্গিনী ॥

দেখি দশা উবার এমন, দশা উবার এমন ।

হিম-পাত হলে কাঁদে, তকলভাগণ ॥

হয় গুপ্ত যত দোষিগণে, গুপ্ত যত দোষিগণে ।

চপলা শরৎ সেই মত, এই ক্ষণে ॥

জুট পেয়ে গ্রাম বিদ্যমানে, পেয়ে গ্রাম বিদ্যমানে ।

প্রবাসিহু যোগ্য, বাসা, লইল সেখানে ॥

সেথা যত ভুড় লোক ছিল, যত ভুড় লোক ছিল ।

আলাপ করিয়া, সকলেরে সন্তোষিল ॥

মনে ইচ্ছা জন্মিলে সন্ডাব, ইচ্ছা জন্মিলে সন্ডাব ।

সহায় চাহিলে সেথা, না হয় অভাব ॥

কিছু পরে চাহি যে সহায়, পরে চাহি যে সহায় ।

সহায় পাইলে সেথা, রাখে চপলার ॥

কিন্তু এই শরতের আশা, এই শরতের আশা ।
ফলে কি না ফলে, ফলে দাক্ষণ ছুরাশা ॥

চপলা'র কি বাসনা, শরৎ জেনে জানে না,
পূর্বাপর স্মৃতি তা'বে, দুখিনী'রে দুখিনী ।
দুখিনী না কষ্ট পায়, করে তারি সহপায়,
কথা চেঁচা, সে কি তায় দুখিনী রে দুখিনী ?
কথা চেঁচা চপলা'র, কিসে আশা পুরে তার।
কিন্তু তার কোন চেঁচা, ফলেনা রে ফলেনা ।
পুরুষ যাহা'তে ভুলে, তেন ভাব চুলে চুলে,
সাজিয়ে দেখায় তায়, ভোলেনা রে ভোলেন
শরতের এক মন, সে ভাবিছে এক জন,
সে যে আর অন্য জনে, মজেনা রে মজেনা ।
উপায় হইল সায়, আশা তবু চপলায়,
ছাড়ে'না অবোধ মন, বোঝেনা রে বোঝেনা ॥
নথবা স্বামী'র প্রতি, যতন করে যেমতি,
সেই মত সুবতন, করিল রে করিল ।
তবু তার প্রতি মন, হ'লো'না তার মতন,
যেমন তেমনি ভাবে, রহিল রে রহিল ॥
এই ভাবে বহুদিন, যায় তবু অনুদিন,
চাতকিনী মেঘে দেখা, ছাড়ে'না রে, ছাড়ে'না ।
হেসে কথা যদি কয়, মুখপানে চেয়ে রয়।

এক-কণ্ঠে বিন্দু-বারি, পাড়েনা রে পাড়েনা ॥
 ভাব দেখে চপলার, অসুখ হ'লো অপার,
 মনে ভাবে, "এ কি দশা, হইল রে হইল ।"
 কেন হ'লো পাপ-তুকা, তুলি দেখে যুগ-তুকা,
 যুগীর সমান দশা, ঘটিল রে ঘটিল ॥
 কি কুকর্ম করিলাম, কেন গৃহ ত্যাগিলাম,
 জাতি গেল কুদ্যাক্ষান্তি, হ'লোনা রে হলোনা ।
 সত্তীত্রে কলঙ্ক ছিল, কোন আশা না পুরিল,
 প্রবল-প্রেম-পিপাসা, গেলনা রে গেলনা ॥
 যাচা লেখাছিল ভালে তাহাই ফলিল কালে,
 হাতের লিখন হাতে, রহিল রে রহিল ।
 ঘাটেছে যে দশা মম, বোবার স্বপনসম,
 গুমুরে গুমুরে মন, মরিল রে মরিল ॥
 শুনি নাই কারো কাছে, পুরুষ এমন আছে,
 ক্রোড়ে কাশ্মা মুখ চেয়ে, দেখেনা রে দেখেনা ।
 এমন ঘটিলে পারে, যোগী যোগ-ভঙ্গ করে,
 এর কি কঠিন মন, বাঁকেনা রে বাঁকেনা ॥
 এমন রূপ যৌবন, একমনে আকিঞ্চন,
 কিছুতেই ভুলাইতে, নারিল রে নারিল ।
 কে জানেন নাহিক মধু, শিমুলের ফুলে সুধু,
 সুন্দর দেখিয়া মন, ভুলিল রে ভুলিল ॥
 সরমে মরম-জ্বালা, মনে নিবায়িয়া বালা,

কতই অসুখ ক্রমে, সহিল রে সহিল ।
 সময় নির্দয় প্রায়, আসে আর চলে যায়,
 এক দিন অনুকূল, নহিল রে নহিল ॥
 চপলার এই ভাবে, টিরদিন নাহি যাবে,
 কোন দিন অনুকূল, হইবে রে হইবে ।
 সেই দিন এ সময়, আইলে দোষ কি হয় ?
 না হয় পক্ষে দুঃখ, সহিবে রে সহিবে ॥
 কুরুক্ষ করেছে বালী, তবু দেখে তার জ্বালা,
 হ'তেছে যে দুঃখ তাহা, সয়না রে সয়না ।
 অনেক ককণা হয়, কাম কি এত নির্দয়,
 দশা দেখি সে কি, ক্ষান্ত, হয়না রে হয়না ?

এতেও কি মদনের, শাস্তি না হইল রে ?
 সন্তান-কুলের কন্যা, রূপবতী অসামান্যা,
 কুল মান ভাজি, বিদেশির সঙ্গ নিল রে ॥
 পূর্বেতে বা ছিল সুখ, তাইও হ'লো বিমুখ,
 ঘরে, পরে, পথে, ঘাটে, কলঙ্ক রটিল রে ।
 এতেও কি মদনের, শাস্তি না হইল রে ?

রম্য-হর্ষো ছিল বাস, পরিবর্তে পরবাস,
 পর্য্যক ভাজিয়া, ভূমি-শয্যায় শুইল রে ।
 ভাল দ্রব্য খেত কালে, দুঃখে খায় যথাকালে,

অনুখের শাসনেতে, শরীর শোষিল রে ॥
 যেই জন্য হলো আশা, না পুরিল সেই আশা,
 হুই কুল ছাড়া, মধ্য-সাগরে ডুবিল রে ।
 এতেও কি মদনের, শাস্তি না হইল রে ?।

কান্না মাখা সার হলো, জালে মা পাইল তল,
 অগাধ-জলের আছ, ধরা নাহি দিল রে ।
 দুরাশা কবাই নয়, কদাচিৎ পূর্ণ হয়,
 সবাই সমান নয়, আগে না ভাবিল রে ॥
 অবোধ মন যা বলে, সেই মতে যেই চলে,
 তার এই দশা হয়, ভুগিয়া বুঝিল রে ।
 এতেও কি মদনের শাস্তি না হইল রে ?।

যে ছিল রূপের গর্ব, তাহাও হইল ধ্বংস,
 সবাই ভোলেনা রূপে, তাহাও দেখিল রে ।
 যুবতীর হাবভাবে, লম্পট ভুলিয়া যাবে,
 স্ত্রীজন ভোলেনা তার, বিশেষ বুঝিল রে ॥
 প্রণয় পরমধনে, চেনেনা গণিকাগণে,
 ভাবিল, তাতিই মন, শরৎ না দিল রে ।
 এতেও কি মদনের শাস্তি না হইল রে ?।

যদিও পুরাত আশে, অন্য কারো সহবাসে,

লুকাচুরি ভিন্ন অন্য, বাসনা যা ছিল রে।

দাম্পত্যে মে সুখোদয়, পরে পরে তা কি হয়।

সমছুঃখী-সুখী এতে, কে কোথা হইল রে।

কায় কি এমন ভাবে, ছাড়িলে অনেক পাবে,

কদিন এমন চলে, কবি বুঝাইল রে।

এতেও কি মদনের শাস্তি না হইল রে ?



মদন ভেমন নয়, অবস্থা বুঝিবে রে।

রিপু শত্রু, মিত্র নয়, সদয় হইবে রে ॥

এই জন্য ধীর নরে, ধৈর্য্যদিয়া বাঁধে স্নরে,

চপলা চকলা তাহা, কেমনে করিবে রে ॥



অধীরা দেখিয়া তার, দুরন্ত মদন রে।

করিয়া তুলেছে, হর পাগল যেমন রে ॥

শরৎ হ'লোনা তার, তথাপি শরৎনার,

এখনো আশর, দেখি করিয়া ঘটন রে ॥

পাবার হইলে দূর হ'তে পাশে আসে রে।

পাবার না হ'লে দূরে যান থাকি পাশে রে ?

কাছে আছে ভোগ্য নয়, যকের যেমন হয়,

সেই দশা চপলার, প্রেম-অভিলাষে রে !



শরৎ এ দশা তার, বুঝেও বোঝেনা রে।

যে ভাবে প্রথম দেখা সে ভাব চাড়ে না রে ॥
কষ্ট-নিষ্ঠ যেই জন, সে কি দেখি প্রলোভন,
পোয়া ত্যাজিতে পারে ? কখন পারেনা রে ॥

বারিদি, তড়াগ আদি, কত জলাশয় বে ।
অবিরাম পরিপাটী, জলে পূর্ণ কর রে ॥
কোন চিং বর্মে ঘন, তার ~~চাহে~~ ^{চাহে} ~~বৈ~~ ^{বৈ} মন,
বারিদের বারি বই, মনেও না লয় রে ॥

কেন বিনামনবারি, চাতক না লয় রে ?
চপলায় প্রেমে রত, শরৎ না হয় রে ।
ভালবাসা বার সনে, তার বিনা অন্য জনে,
মন কেন লবে ? সেত মনোযত নয় রে ॥

বস্তুর অপেক্ষাকৃত, ভাল হ'তে পারে রে ।
নাহি তুল্য তার, মন, ভালবাসে যারে রে ॥
দেখ যেই মাটি খায়, কত সে চিনি না চায়,
মাটি হ'তে চিনি মিষ্ট, লাগেনা তাহারে রে ॥

রোগ-শোক-জন্য প্রাণ, কষ্ট যবে পায় রে ।
নবদ্বার-দেহ ছাড়ি, গেলে কি বা দায় রে ॥
নাহি বায় অসময়ে, রহে দুঃখে দুঃখী হ'য়ে,

দেহনই ভালবাসা, ছাড়িতে না চায় রে !!

প্রিয়জনে দরশন, কিম্বা পরশনে রে ।

কিম্বা আলাপন, কিম্বা বিচ্ছেদে চিন্তনে রে !

কিম্বা হর্ষে গুণ গাও, কিম্বা রাগে গালি দাও,

যাতে ~~তাহা~~ ভালবাসা, সুখ দেয় মনে রে !!

হৃদে দেখ সুখমা, ব'রেছে স্থির করি রে ।

তথাপি শরৎ সুখী, তার প্রেম স্মরি রে !

এমন যে প্রিয়জন, তারে ছাড়ি অন্য-মন,

হাতে পারে শরৎ কি, এক মন ধরি রে ॥

যদিও বিশ্বাস আর, পাবেনা তাহায় রে ।

বিবাহও হয় নাই, এবে স্বপ্নপ্রায় রে ॥

তবে কেন ভাবি আর, এ চিন্তা হয়না তার ?

বুঝি, আছে জীবনাশ্বে পাব, প্রত্যক্ষায় রে ॥

জীবনাশ্বে নারে পাবে, আশা মনেমনে রে ॥

আছে যেথা যদি সেথা, বরে অন্যজনে রে !!

এই জন্য একমনে, তুমিতে তাহার মনে,

তার ধ্যানে রবে, রবে যাবৎ ভুবনে রে ॥

এ ব্যান ভাঙ্গে কি সাধ্য, আছে চপলার রে ।
 চপলার বাধ্য সুধু, পেয়ে উপকার রে ॥
 তার বাধ্য নাহি রবে, কেমনে পৃথক হবে,
 এই চেষ্টা শরতের, মনে অনিবার রে ॥

যাচে ~~এবার~~ সের কষ্ট, চপলা না পারি রে ।
 তাহার ব্যবস্থা ক্রমে, করি সুসুন্দার রে ॥
 বুঝাইয়া চপলায়, কহিল থাক হেথায়,
 আমি যাই যথাস্থানে, করহ বিদায় রে ॥”

চপলা কাদিয়া ধরি, তাঁর হৃদি পায় রে ।
 কহিল “কোথায় যাবে, ছাড়িয়া আমার রে ॥
 এখন কে আছে আর, তোমা বই চপলার,
 ভব নদ ছাড়ি আমি, রবনা হেথায় রে ॥

দাসী হ'য়ে চরণ সেবিত, সঙ্গে রব রে ।
 যদি ত্যজি যাও তবে, আত্ম-হত্যা হব রে ॥”
 শরৎ ভাবিয়া দার, বুঝাইতে চেষ্টা পায়,
 বোঝেনা চপলা কাদে, করি উচ্চ-রব রে ॥

অবশেষে শরৎ করিল, বিবেচনা রে ।
 বিদায় লইয়া বাজা, হবেনা ঘটনা রে ॥

ঘোরনিশা হবে যবে, শয্যায় ঘুমায়ে রবে,
সে সময়ে পলাইব, বুঝিতে দিবনা রে ॥”

এই যুক্তি অনুসারে, সময় বুঝিয়া রে ।
শরৎ পলায়, ধনী দেখিল চাহিয়া রে ॥
~~শরৎ বুঝিয়াছিল, ধনী বুঝি ঘুমায়ে,~~
~~বোঝেনাই অনিচ্ছায়, নয়ন মুদ্রিয়া রে ॥~~

ভূতে পোলে ভূতে কি, সহজে ছাড়ানায় রে
বেথা যাবে সঙ্কে যাবে, দেহ-ছারা প্রায় রে
শরৎ ত্যজিয়া বাসে, যেমন পাথেতে আসে,
চপলা অমনি উঠি, পাছু পাছু ধায় রে ॥

বহু দূরে আসিয়া, শরৎ কিরি চায় রে ।
অবাক হইল দেখি, পাছে চপলায় রে ॥
কহিল, “একি চপলে! বাসা ছাড়ি এলে চালে ?
চপলা জিজ্ঞাসে, “তুমি চলেছ কোথায় রে ?”

শরৎ ছলনা করি কহে, “যাও বাসে রে
কোথায় চলেছি আসি, কহিব সন্ধ্যাসে রে ॥
চপলা উত্তর করে, “পলাইছ দেশান্তরে,
আমায় ত্যজিতে ইচ্ছা, বুঝেছি আভাসে রে

কিরাতে বিবিধ চেফা, শরৎ করিল রে ।
কিছুতে ঢপলা তার, সঙ্গ না ছাড়িল রে ॥
বিরক্ত হইয়া পরে, দ্রুত চলে ক্রোধ ভরে,
ঢপলাও সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি চলিল রে ॥

ক্লেমে ~~রক্ত~~ প্রভাতিল, ভারু প্রকাশি
দোহে চলে ~~বিরতি~~ নহিল ।
শ্রম-শাস্তি নাহি করে, নারী সকাঁতরে,
শরভেরে, ডাকিয়া কহিল ॥
“হও, ক্ষান্ত গমনেতে, বহু ভ্রমণেতে,
মোর পদে, হইল বেদনা ।
ক্ষণ, শাস্তি করি পরে, মন যেথা ধরে,
যাবে, রতি বিরতি করনা ?”
পথ-শ্রম অবিরত, নারী সবে কত,
শাস্তি হেতু, করিলে বাসনা ।
তাহে, নাহি দিলে যত, দুঃখ সহি তত
ক্ষান্ত হবে, চলিতে ললনা ॥
এই, বৃত্তি অনুসারে, কহে যুবা তারে,
“আছে ভয়, এ সব স্থলেতে ।
কেন, হেন কথা বল, শীঘ্র চলি চল,
দৈর্ঘ্য ধর, অধীর মনেতে ॥”
নারী, নাগে চলিবারে, নাগে বলিবারে,

চতুর্থ সর্গ।

কি করিবে, হইল চলিতে ।

দেখি, ভাব চপলা'র শরতের আর,

ক্রমে গতি, লাগিল বাড়িতে ॥

যেন, বাঁধা শকটেতে, ধেনু নারে যেতে,

চপলাও তেমতি হইল ।

সুত্র-গতি হংসপ্রায়, বড় দুঃখে যায়,

কাল-যন্ত্রে, প্রহর বাজিল ॥

ভা'কহলিনী নরী, ভানু-তেজ সম,

মুখ-ছবি, হইল মলিন ।

যেন ননী গ'লেষায়, যক্ষ্ম বহে গায়,

রৌদ্রে গ'লে, হয় বা বিলীন ॥

স্বর্ণলতা স্নান হয়, দেখি-সে সময়,

অনুকূল, যদিও পবন :

মাটি, অতিমুকঠিন, গতি শাস্তি-হীন,

কোমলাঙ্গে, সহে কি কখন ?।

“শুক হয় পারিজাত, একি বজ্রাঘাত”

স্নেহ যেন, শরতে কহিল ৷

এই জন্য যেন ধীর, গতি করে স্থির,

সেই দশা, দেখিতে নারিল ॥

নারী, বলু কি প্রকার, জানে মন ব্যার,

নিদাকণ, হয় না সে জন ।

হলে, ত্যজি ইচ্ছা ছিল, কোথা লুকহিল,

শরভের, বিরজি এখন ॥

ডাকি, কহিল। “চপালে ! ব'স তকতলে,

শ্রীশ্রী-শাস্তি করহ কণেক ।

নাহি, কষ্টে প্রয়োজন, সুপথ এখন,

তাঁহে আছে, সময় অনেক” ॥

কি অতিশয়, সুশীতলময়,

তকতলে, শরৎসহিত ।

রামা শ্রীশ্রী-শাস্তি করে, কাল যজ্ঞে পরে.

ক্রমে ক্রমে, মধ্যাহ্ন উদিত ॥

উঠিল প্রচণ্ডভাবে, গগণ মাঝারে ।

সরোজ-বান্ধব ।

বাড়ে কিরণের ছটা, দিবার যৌবনে ষটা,

দেখি সূর্য্যমুখী কুল, ফুটি একেবারে ॥

যোগীর আসিব ॥

ইই মধুপানে যেন, দুপর বেলায় ।

মেতে ওঠে ভানু ।

কি দায় ষটালে কুল, পাঁড়ে গেল ছলছুল,

সহজেই রক্ষা নাই মধুপান তাঁয় ॥

সম্মত কুশানু ॥

আগে ছিল শস্য-ক্ষেত্র, ধরায় ঢাকিয়া ।

নাহিক ভেমম ।

পঞ্চ-শিখ মেড়াপ্রায়, কত স্থান দেখা যায়,

খেয়েছে মাটির রস, শিশির শুনিয়া ॥

তাতে এ তপন !

মক আর ছোট বড়, কাস্তার মাঝারে ।

উরায় পরাণে ।

ছায়াতক সুবিরল, জলাশয়ে অঙ্গ জল,

মরোচিকা, ঢেউ খেলাইছে চারিধারে ॥

কে যায় সেখানে ॥

মাঝে মাঝে ধূলা উড়ি, করিয়া আধার ।

ঢাকিছে আকাশ ।

ধরা পোড়ে রবি-করে, বাষ্প উদারীণ করে,

তাহে চারি দিক্, দেখায় ধূমাকার ॥

লাগার তরাস ।

দিবা ভাগে লোক মাঝে, সদা কলধনি ।

বিরাম না হয় ।

কালের প্রভাবে তার, করে ধরেনাথাপ্রায়,

হুহু হবে বায়ু বয়, তাই মারি শুনি ॥

শিহরে হৃদয় ॥

এবে নাকি বায়ু, বসন্তের সহচর ।

সংসর্গ-গুণেতে ।

এইয়া মতৎ ~~অতি~~ সদয় সবার প্রতি

হাতে, রক্ষা করে চরাচর ॥

~~অহুত~~ ভাবেতে ॥

এ সময়ে, চপলা শরৎ, দুই জনে ।

কান্দার মধ্যেতে ।

-শ্রাস্তি শাস্তি আশে, ছায়া-তক-তলবাসে,

বসিয়া অর্পিল আঁখি, প্রকৃতি-কাননে ॥

মনের সঙ্কেতে ॥

ভীষণ সন্যাস তরু, প্রকৃতি তখন ।

সেজেছে সুন্দর ।

কঁদে তারু অগ্নিরাশি, পোড়ায় বা ভয় বাসি,

‘ধূমা-ঢাকা হ’য়ে, লুকায়েছে দিক্‌গণ ॥

হইয়া কাতর ॥

হাতা হ’য়ে মাথা দিয়ে, মূলেরে লুকায় ।

বতেক পাদপ ।

জলজেরা ফুলে দলে, লুকায়ে রাখিছে জলে,
 শাখা নেড়ে ডাকে তরু, পাখিকে ছায়ায় ॥
 দেখিয়া আতপ ॥

এসময়ে বাহাদের, তারি প্রয়োজন ।
 তাহারি চ'লেছে ।
 উদরের পরায়ণ, কাষ্ট পানী পক্ষীগণ ।
 অমিছে, নতুবা অন্যে বিশ্রাম কারণ ॥
 পাঁদপে বসেছে ॥

সুধুই কি বসে আছে, তারা তাত নয় ।
 সংগীত গাইছে ।
 অনুগম সে সংগীত, বসন্তের মনোমীত,
 আহা কিবা স্বর, মধু হাতে মধুময় ॥
 জগৎ মোহিছে ॥

তাহাদের বীণা যেন, অলির গুঞ্জর ।
 বাদ্য বাত-ধ্বনি ।
 তার সঙ্গে সুখে তাসি, গোপালে বাজায় বাঁশী,
 শাখা নাড়ি তরু আদি, নাচিছে সুন্দর ॥
 শব্দ শ্রবননি ॥

দেখে শুনে দুই জনে, আনন্দে মগন !

সহনা পশ্চাতে !

কাহার প্রেরিত চর, ক্রমে হ'য়ে অগ্রসর,
“এই যে পেয়েছি”, বলে করি আক্রমণ ॥
ধরি দৌরা হাতে ॥

তখনি সঙ্কেতে লুপ্তে করিল গমন ।

বিপদ দুস্তর ।

দোহে ভয়ে হ'য়ে ব্যস্ত, জিজ্ঞাসা করিল ত্রস্ত,
করে তোরা ল'য়ে যাস, কোথা কি কারণ ?
দিলনা উত্তর ॥

অজ্ঞাত নিকেতনে, আনীত দুই জনে,

দেখিয়া সেই ক্ষণে, গৃহের পতি ।

কহিল, “চরগণ ! করিলে অকারণ,

যতদ্রুত আচরণ, ভয়ের প্রতি ॥

যাহারে প্রয়োজন, তাহারি অন্বেষণ,

এরূপে অন্যজন, এননা ধ'রে।”

চরেরা দোষী হয়, মার্জনা মাগি লয়;

গৃহস্থ সাবুন্নয়, যতন ক'রে ॥

উভয়ে সম্বোধিয়া, কথাতে সম্বোধিয়া,

সুপথ দেখাইয়া, বিদায় দিল ।

কাহার অন্বেষণে, বতন কি কারণে,
 সুধাতে দুইজনে ভুলিয়া ছিল ॥
 জিজ্ঞাসে কোন্ জনে, ভাবিছে মনে মনে
 দেখিল সেই ক্ষণে, সুবক জনে :
 নিকটে সমাগত, আলোকি রাজপথ,
 শোভিয়া মনোমত, রূপের সন্ধান
 একরূপ রূপবান, ভুলায় মন প্রাণ,
 হরয় মন প্রাণ, রমণী হালে ।
 চপলা দেখি তার, শরতে ভুলেযার
 অধীরা হয়ে প্রাণ, আপনা ভোলে ॥
 একে সে রূপবতী, হইয়া প্রীতি-মতী,
 নেহারে যার প্রীতি, অনন্য-মনে ।
 কি রূপে সেই জন, ভুলায়ে রাখে মন
 ছুটিল আঁখি মন, মিলি দুজনে ॥
 প্রথম দরশনে, আশঙ্কি যেই ক্ষণে,
 উদয় হয় মনে, বিরশ করি ।
 তাহার সে সময়, কি ভাবে ডুবেরয়,
 লিখে কি বলা হয়, স্বরূপ ধরি ?
 যদ্যপি সে সময়, থাকিলে লোক-ভয়,
 সে ভাবে রাখা হয়, গোপন ভাবে ।
 দ্বিতীয় ভাব তার, ডাবুকে খুজে পায়,
 অন্যের পাওয়া দায়, কিরূপে পাবে ?

পরিভ্রমণ ।

উভয়ে দুই ভাবে, রাখে গোপনভাবে,
এলনা অনুভবে, তৃতীয় জনে ।
শরতে দুইজনে, আপদ ভাবে মনে,
বাধারে কে সুক্ষণে, সুক্ষুদ্রগণে ?

ভেবেছিল, যে যুবা দেখা দিল,
বসতি ফারু সেই স্থানে ।
পাখিক যে প্রকার, তেমতি বেশ-স্তার,
বিনেশী বুঝে অনুমানে ॥
জিজ্ঞাসু হ'লে পারে, যেরূপ ভাব ধরে,
মুখেতে সেই ভার আনি ।
নিবর্ত হয় হয়, সে যুবা সে সময়,
দেখিয়া সেই মুখখানি ॥
কহিল, “মহাশয় ! ভাবেতে বোধ হয়,
কি যেন করি অভিলাষ ।
কহিতে প্রবর্তিয়া, রহিলে নিবর্তিয়া,
• কি কথা করহ প্রকাশ ?”
শরৎ কহে তায়, “সুধাব যে কথায়,
বিদেশি ! সে কথা কি জান ?”
বিদেশী বলে, “তাই, বলিলে দোষ নাই,
উত্তরে পাইবে প্রমাণ ॥”
“জানত বল বল, এই যে বাসস্থল,

চতুর্থ সর্গ

পশ্চাতে শোভিছে কাহার ?”

শরৎ ইহা কর, বিদেশী কহে “হয়,

এজন কোন জমিদার ॥”

‘অামরা কি কারণে, আনিত হয়ে কণে,

বিমুক্তি পাই পুনঃ ?”

এ প্রশ্ন হ'লো পুনঃ, বিদেশী বলে—

জেনেছি কারণ তাহার ॥

এই যে ভূমিপতি, ইহার রূপবতী,

দুহিতা ছিল পিতৃ-বাসে ।

একদা এক জন, অতিথি আগমন,

করিল ইহার আবাসে ॥

সজ্জন দেখি তার, রূপসী প্রীতি পায়,

আলাপ করে তার সনে ।

দূষিত ভাবি তার, ভূমিপ দুহিতার,

নিবেধ করে আলাপনে ॥

মারীর রোগ ছিল, যদ্যপি ঘুমাইল

অপনে শয়্যা ত্যজি যায় ।

কখন ধূলি দ্বার, হইয়া গৃহ পার,

আসিয়া মাঠে মাঠে ধার ॥

যদিও একারণে, সতর্ক গৃহ-জনে,

তথাপি গ্রহ-কর তার ।

সে দিন রাজি বোনে, তাহারে লয়ে রোগে

পবিত্র প্রার্থনা

হইল গৃহ গ্রাম পার ॥

তাহার আয়ুঃ শেষ, শুনেছি সবিশেষ,

তাহারে ব্যাস্তে ধ'রে যারে ।

রজনী শেষ হ'লে, অতিথি যায় চলে,

কেহ না পায় অবলারে ॥

~~"নাহিনী"~~ কোথা গেল, বলিয়া এস খেল,

হঠয়া খোজে প্রতিঘরে ।

উঠিল মহাশোক, ছুটিল কত লোক,

খুজিল তন্ন তন্ন ক'রে ॥

দূরেতে কোন জন, করিল দরশন,

বাঘেতে করে যারে হত ।

খণ্ডিত-দেহ তার, দেখায় যে প্রকার,

দেখিল দেহ সেই মত ॥

ক্রমেতে অনেকেতে, দেখিয়া অচক্ষেতে,

প্রচারে ব্যাস্তে নাশে তারে ।

ভূমিপি সে ক'থায়, বিশ্বাস নাহি পায়,

লক্ষ্যেই করে আপনারে ॥

সন্দেহ এই তার, অতিথি চুরাচার,

কুহকে বশীভূত করি ।

বালায়ে সঙ্কে করি, থাকিতে বিভাবরী,

হ'য়েছে বুঝি দেশান্তরী ॥

দিবসে অতিথির, সহ সে দায়িত্ব

আলাপ দেখি অনমনে ।

এরূপ সন্দেহেতে, বিচারি অন্তরেতে,

পাঠায় চর অন্তরেতে ॥

চরেরা দলে দলে, কিরিছে নানা ছলে,

“চরেরা সবাই কি জানে ?

হৃদয় সন্ধিনীতে, তুলেছে দামিনীতে—

অতিথি তুমি অনুমানে ॥

ভূতৌরী আনে ধরে, ভূমিপ দেখি পারে,

সত্বরে দিল যুক্ত করি ।”

শুনিয়া তথ্য তত্ত্ব, শরৎ কহে, “ব্যর্থ,

অস্থখী করে মোরে ধরি ॥”

পরেতে একত্রেতে, বিবিধ আলাপেতে,

বিদেশিসহ তিন জনে ।

আসিয়া স্থানান্তরে, বাহিয়া বাসা ক’রে,

দ্বিদলে রহে দ্বিভবনে ॥

থাকুক অগাধ জলে, বড়শীতে বিদ্ধ হলে,

মীন কি আবার পারে, স্বধীনতা লভিবারে ?

বিদেশির মনোমীন, তেমনি হইল ।

চপলার দৃষ্টি তার, বিঁধেছে বড়শীপ্রায়,

স্বাধীনতা হারাইয়া, চপলার রূপে গিয়া,

সেইবে পড়েছে আর, উঠিতে নারিল ॥

বিদেশির হ'লো দায়, যন ছাড়ি কোথা যায়,
কাবেই চপলা যেথা, যায় সেও যায় নেথা,
যেন চপলার, পোষা পশু পাছে ধায় ।

শরৎ ভাবিলা মনে, “এ কেন মোদের সনে ?
ম্যাদের সঙ্কেতে যেন, মাৎস-লোভে শিবা কেন,
“চপলার লোভ বুঝি, ধ'রেছে উছায় ॥”

বুঝিতে লোভির মন, চাহিনা অনেক ক্ষণ,
কেনে সব তত্ত্ব পায়, চিন্তিত হইয়া তার,

শরৎ ভাবিল, “হ'লো বিষম উৎপাত ।
লোভির অসাধ্য নাই, লজ্জা ধর্ম্মে দিয়া ছাই,
ভুলাইয়া চপলারে, সতীত্ব রাখিতে পারে,

যে দেখি ব্যাপার, তাই ঘটে বা পশ্চাৎ ॥
ভাব দেখি চপলার, বুঝাগেছে যে আচার,

অসতী হোক না কেন, মোর সঙ্কে থাকি যেন,
উপস্থিত সতীত্ব, ত্যজিতে নাহি পারে ।

এবে যে সতীত্ব আছে, যত পেয়ে মোর কাছে,
তাহার বিনাশ হয়, দেখিবার যোগ্য নয়,

এখনো করিব যত্ন, রাখিতে তাহারে ॥”
ভাবি এই যুক্তি পায়, “পাঠাইব চপলার,

উহার স্বশ্রুতালয়ে,” তখনি সত্বর হ'য়ে,

জিজ্ঞাসে, “সে ধাম কোথা,” ডাকি চপলার ।
চপলারু কানে কর, “আমার স্বশ্রুতালয়,

দেবীপুরে বর্তমান, তাহারি কেন সন্ধান,

কিবা প্রয়োজন, ভেঙ্গে বলনা আশায় ?।

শরৎ কহে, এখন, এই জন্য প্রয়োজন,

তোমারে পাঠাব সেখা, মোর সঙ্গে যেথা সেখা,

এরূপে অমণ তব, যুক্তি-সিদ্ধ নয়।

পিতৃ-গৃহ নাহি চাও, স্বশুর-ভবনে যাও,

নারীর স্বশুরালয়, অমুখের যদি হয়,

তথাপি থাকিলে সেখা, নারী-ধর্ম রয় ॥

কাষকি অমুখ নাহি, মোর সঙ্গে সঙ্গে রহি

আমারো কাষের ক্ষতি, বিশেষত গুণবতি !

অমণে বিপদ কত, করিলে দর্শন ?

তাই বলি কথা শুন, মোর বাক্যে পুনঃ পুনঃ

অবহেলা না করিয়া, এই মতে মত দিয়া,

সুখী করি বল, করি, তার আয়োজন ॥”

পূর্বে এই কথা হ'লে, নাকে কঁাদি কত বলে,

অমৃত প্রকাশ করি, থাকিত অঁচল ধরি,

আজ কাল নাকি ধনী, সে ভাবেতে নাই।

কহিল, “কর্তব্য নয়, বাহে তব মন্দ হয়,

আত্মীয়ের যুক্তি যাহা, মন্দ নাহি হয় তাহা,

তব মতে মত দিয়া তবে তাই বাই ॥”

তখন প্রস্তুত হ'য়ে, চপলারে সঙ্গে লয়ে,

শরৎ বাইতে চায়, চপলা নিবারি তার,

কহিল, “অযুক্ত হয়, যাওয়া তব সাথে ।
যদি র’টে থাকে সেথা, আমার এসব কথা,
বহু শাসন করিবে, তাহা আমার সতিবে,
তোমার সবেনা হবে, বিপদ পশ্চাতে ॥”

শরৎ কহিল “যাহা, কহিলে সম্ভব তাহা,
কিছু একাকিনী নারী, কেমনে প’ঠাতে পারি?”

ধনী বলে, “কাহারেরা অবিশ্বাসী নয় !”
শরৎ এ কথা মানি, শিবিকা কাহার আনি,
যাত্রা করাইয়া দিল, চপলা বিদায় নিল,

যেন কোন প্রৌঢ়া চলে, শশুর-আলয় ॥
চপলা বাইলে পরে, শরৎ যনেতে করে,
শুভগ্রহ ফিরে এল, বামদিয়া জ্বর গেল,

কোন পাপে পাপগ্রহ, মোরে আশি ধরে ?
যে দেখি পাপের কুপ, এ যৌবন আর রূপ,
রূপ তোর মুখে ছাই, ” এই বলি মাথে ছাই,
যৌবন গোপন আশে, যোগি-বেশ করে ॥

“সংসারী কখন নই, যোগে কেন নাহি রই ?
স্বয়মাত হৃদে জাগে, তাবি তারি অনুরাগে,”

ইহা তাবি প্রেম-যোগী, সেথা হাতে যায় ।
কি জাতি বিশ্বাস নাই, চপলা সেই বালাই,
যদি ফিরি আসে পুনঃ, হাড়েতে লাগাবে যুন,
এই অন্য স্থানান্তরে, কুটির নির্মাণ ॥

যোগীয়ে ধার্মিক জ্ঞানে, বাঙ্গালিরা বড় মানে,
 শুনিয়া এসেছে যোগী, আসি কত চিররোগী,
 স্তুতি নতি করিতে, লাগিল অবিরাম ।

আমোদ পাইয়া তার, যোগী যাহা মনে চায়,
 তাহা বলি, রোগিগণে, ঝেড়ে দেয় অন্য-মনে,
 ক্রমে দূরদেশে রটে, যোগীবর-নাম ।

যোগী ভিন্ন অন্য জনে, গণনার প্রয়োজনে,
 প্রশং করে যে যাহার, আশয় বুঝিয়া তার,
 উত্তর প্রকাশে যোগী, এমন প্রকার ।

ব্যর্থ হয় কদাচিত, মান বাড়ে বখোচিত,
 কত লোকে বড় করে, ভোগ দেয় যোগীবনে
 যোগির বাহ্যিক হুখ, ঘটিল অপার ॥

পঞ্চম সর্গ ।

—১৪৪—

এক দিন যোগীবর, নসি বাস্তচর্যোপর,
 চারিদিগে ঘোড়কর, কত নর নারী ।
 যেন দেবদেবীগণে, শক্রভয় নিবারণে,
 পূজা করে ত্রিলোচনে, মধ্যে ত্রিপুরারি ॥
 উপস্থিত সেই ক্ষণে, বিধবা রজ্জ্বার সনে,
 এক যুবা হৃষ্ট-মনে, যোগি-সন্নিধানে :
 রজ্জ্বা হয়ে ঘোড়-কর, নিবেদিল, “যোগীবর !
 দাও মোরে এক বর. সুখী হ’ই প্রাণে ॥”
 যোগী বলে, “বর-দাতা, এক মাত্র আছে ধাতা
 তিনি সকলের পাতা, চাহ তাঁরে বর ।”
 রজ্জ্বা কহে পুনর্ব্বার, “যে বর চাহি আমার,
 সে বর দিতে, জ্যোমার, শক্তি স্বতন্ত্র ॥
 আমার প্রসন্ন হও, ধ্যানেন্তে জানিয়া কও,
 তুমিত সামান্য নও, কি অজ্ঞাত তব ?
 শুন মম অভিলাষ, কহিতেছি উপন্যাস,
 উত্তর কর, প্রকাশ, শুনি সেই সব ॥
 মোর এক পুত্র ছিল, বিপাকেতে বিনাশিল,
 এবে শুনি না মরিল, বাঁচিয়াছে সেই ।
 সত্য কি না এপ্রবাদ, কহি মোরে এ সংবাদ,

পুরাও মনের সাধ, এক প্রশ্ন এই ॥
 অন্য প্রশ্ন এই আছে, চাহিয়া দেখছ কাছে,
 দাঁড়ায়ে আমার পাছে, এই যে যুবক ।
 একি মোর সে সন্তান, এসেছে যুড়াতে প্রাণ-
 কিম্বা কারো কুসন্তান, প্রাধান বঙ্কক ?”
 প্রশ্ন করিয়া প্রবণ, হায়ে আনন্দে মগন,
 যোগী ভাবে, “শুভকণ, বুঝি মিলিয়াছে ।
 শুনিলাম যে প্রকার, এই হাজার কুমার,
 আমিই বা হব তার, বিচি ক কি আছে ?।
 ভাল দেখি গিলাইয়া, মম তত্ত্ব প্রকাশিয়া;
 গড় তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া, শুনেছি যেমন ।
 ফলে যেন মনে লয়, অনুমান মিথ্যা নয়,
 প্রশ্ন শুনি অখোদয়, হয় কি কারণ ॥
 কিন্তু এই যুবা জন, এর সঙ্গে কি কারণ,
 এই কি এর নন্দন ? তাহা যদি হয়—।’
 ইহা ভাবি সেই জনে, দের্শিতে হইল মনে,
 “গোঘাটে ইহার সনে আছে পরিচয় ॥’
 সহসা উদিল হাসি, কহিলা তবে প্রকাশি,
 “এই জন অবিখ্যাসী, এই কিত্তিতলে ।
 মাধব ইহার নাম, নিবাস গোঘাট গ্রাম,
 লোভেতে দোষের ধায়, করে এ কোশলে ॥”
 ষোগি-মুখে পরিচয়, শুনি খুঁত গেয়ে ভয়,

পলাতে উদ্যত হয়, ধরি যোগীবর ।
 কহিলা, দর্শকগণে, 'বন্ধ করি এ ছুজ্জনে,
 বিচারক-নিকেতনে, পাঠাও সত্বর ॥
 প্রবঞ্চক নরাধমে, বিনাশান্তি কোন ক্রমে,
 ছেড়না সংসারপ্রমে, অপকার হবে,'
 সকলে আশ্চর্য্য মানে, যোগীরে সন্মুখ জানে,
 তাঁর আজ্ঞা অতিমান্নে রক্ষা করে সবে ॥
 দাঁড়িয়া লইয়া তারে, চ'লেছে বিচারাগারে,
 যোগীবর নে সবারে, করি নিবারণ ।
 কহিলা "ক্ষণেক রহ, লিপি দিব সন্তে লহ,
 আছে বিচারকসহ মম আলাপন ॥"
 পাজে লেখে যোগীবর, 'তাজি আপনার ঘর,
 এড়াইয়া মৃত্যুকর, সুসমা হারাই ।
 সেই দুঃখে নানা দেশে, অমিয়া আসিয়া শেষে,
 এ দেশে সন্ন্যাসি-বেশে, সময় কাটাই ॥
 গোঘাণ্টের অধিবাসী, মাধব বঞ্চক আসি,
 বঞ্চ-নীল অভিযী, আমার সাক্ষাতে ।
 এই জন্য ধরি তারে, পাঠাই বিচারা গারে,
 নও পায় সুবিচারে, নাপায় পলাতে ॥
 অন্য যে সংবাদ আছে, লিখিয়া জানাব পাছে,
 এখন এসেছি কাছে, সাক্ষাৎ হইবে ।"
 ইহা লিখি যতিমান, লিপি করি সমাধান,

কহিদিলা সেই স্থান, যথায় বাইবে ॥

সেই ধূর্ত ছুরাচারে, পাঠায়ে বিচারাগারে.

নিকটে ডাকি বন্ধারে, অতি সমাদরে ।

কহে, "করিগো প্রচার, কোন জন-সমাচার

সেই কি তব কুমার, দেখ মনে ক'রে ॥"

শুনিয়াছি জনরবে, ঊনবিংশ বর্ষ হবে,

পূর্ব-প্রধান, দরশনেতে গো ।

প্রভুরাম নামে কেহ, গিয়াছিল ছাড়ি গেহ

কলত্র পুজেরে লয়ে, সনেতে গো ॥

ভগ্নাথ সে সময়ে, নবকলেবর হ'য়ে,

শোভিবে, দেখিবে, এই কারণে গো ।

অতিসমারোহ হয়, এই জন্য রোগ-ভয়,

প্রবল হইল, সেই ভবনে গো ॥

মহামারী বটে তায়, বহু লোক নাশ পায়,

প্রভুর তনয়ে ধরে, রোগেতে গো ॥

বাঁচিবার নাই আশা, তাই ভুলি ভালিবাশা,

ভাজিলা আঅজে, মৃত্যুকরেতে গো ॥

সন্ধিগণে ছাড়ি যায়, এই ভয়ে বাপ মায়,

পরাণ লইয়া করে, গমন গো ! ৷

আপনি বাঁচিলে পরে, কত পুত্র হবে ধরে,

তাদের বিচার এই, তখন গো ॥

হেন মাতা পিতা আছে, শুনি নাই কারো কাছে,

বড়ই কঠিন প্রাণ, তাঁদের গো ।

মা বাপ কঠিন যার, প্রাণও কঠিন তার,

তাই কি গেলনা প্রাণ, ছেলের গো ॥

যত ভাবি সেই ছেলে মেতরে শাশানে ফেলে,

শৃগাল কুকুরে, নাহি ছুঁইল গো ।

সেই ভাবে দেখি তারে, কোন সাধু-ছদ্মগারে,

কাঞ্চারসের স্রোতঃ, বহিল গো ॥

তখনি তুলিয়া নিলা, বহু করি বাঁচাইলা,

ক্রমেতে বোঁদন তার, হইল গো ।

শরৎ তাহার নাম, কোথা পিতা প্রভুরায়,

কোণায় জননী বলি, জন্মিল গো ।

অনি আমি কট ভোগী, শেষেতে হইয়া যোগী,

সেই সে শরৎ এই, বসিয়া গো ।

হারে দিয়াছ ফেলে, এই কি না সেই ছেলে,

মনেতে মিলায়ে দেখ, চাহিয়া গো ॥”

পছিতে দাফন কথা, মরনে লাগিল ব্যথা,

মরনে দুঃখের বারি, বহিল গো ।

হি নক্ত-মুখ পানে, পুত্র-তত্ত্ব শুনি কানে,

চেতনা হারায়ে বৃদ্ধা, পড়িল গো ।

পশ্চিতে সর্বজন, করিল বহু যতন,

সচেতনা হ'রে বৃদ্ধা, ধাইয়া গো ।

শরতের মুখপানে, চাহিয়া আকুল-প্রাণে,
কাঁদিতে লাগিল, গলে ধরিয়া গো ॥

তুমি কি সেই আমার, শরৎ টাঁদ-কুমার ?
এতই দুঃখের ভার, কপালে ছিল তোমার !
আমি কি কালসাপিনী, তইয়া গর্ভধারিনী ।
তনয়ে ত্যজি আপনি, আর কে হেন পাপিনী
এমন রূপের ছেলে, মড়া বলে দেই ফেলে ।
সোণা ফেলিদিয়া জলে, দিয়াছি গাঁড়া আঁচলে
প্রাণাধিক বলি যারে, প্রাণ রাখি হাড়ি তাহে
ধিক্ ধিক্ এ আকারে, ধিক্ ধিক্ এ সংসারে
দেখি নিরাশ্রয় তোরে, কঁতা শুও দয়া করে ?
যা হ'য়ে আমি কি ক'রে, ফেলি আছি দৈর্ঘ্যধরে
যদি সাধু না দেখিত, বাছা তবে কি হইত
সাধু করিয়াছে হিত, আশা হ'তে যথোচিত
সুধু তোরি পুণ্য-বলে, আজি ভাসি সুখ-জলে
গর্ভে ধরেছিৰু বলে, কভু এ ফল কি ফলে
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কাহার রয় !
তুমি মোর সুতনয়, সুমাতা তোমার নয় ॥
শেষে সুখ ছিল তাই, পুনঃ তোমু দেখা পাই
আজি তোর পিতা নাই, কারে এ সুখ জানাই
হেন পুত্র আছে যার, তার দশা অবীরা

দুঃখ নহে কহিবার, ছি ছি অভাগ্য আমার ॥
 পুত্রবতীর কি সুখ, দেখিনাই তার মুখ ।
 আজি গেল সে অসুখ, মনে ধরেনা কোতুক ॥
 চৌদমুখে বা মা বল, প্রাণ হোক রে শীতল !
 ফেলি সুখে অশ্রুজল, ধুই অসুখ সকল ॥
 আহা মারে বাই হার, হায়ে কাতর সুধার !
 একা পড়িয়া ধরায়, কত ডেকেছ আমার ॥
 বড় দুঃখের জীবন, তুমি করেছ ধারণ ।
 বাত-স্নেহ যে কেমন, তুমি জাননা কখন ॥
 সাজো এ মার উদ্দেশে, কত ঘুরেছ বিনেশে ।
 এনো হুখে বুঝি শেষে, ধরিয়াছ যোগি-বেশে ।
 পাছা আয় করি কোলে, বুছে দেই আঁখি-জলে ।
 খেড়ে দেই রে অঞ্চলে, ভস্ম মাখান কমলে ॥
 এনে বঁদ গৃহ-মাশে, লিপ্ত হও গৃহ-কাষে ।
 আর এখানে না সাজে, ছেড়ে দাও যোগি-সাজে ॥

নানা রূপ ছাদে, বিনাইয়া কঁাদে,

হৃদয় অধীর প্রায় গো ।

সে ভাব দেখিয়া, ক্রন্দন শুনিয়া,

অনেকে কঁাদে তথায় গো ॥

ককণা যে রস, শুনি মনোবশ,

কদাচিৎ কারো হয় গো ।

তাঁহে যার তরে, কাঁদে অন্য নরে,

সে কেমনে স্থির রয় গো !

দরদর দরে, নেত্রে বারি ঝরে,

মর্দ্য হয় বিলোড়ন গো ।

ভবু ধৈর্য্য ধরে, শরৎ সহরে,

সে ভাব করে গোপন গো ॥

শুনিতে বাসনা, “কি করে ঘোষণা,

উপস্থিত যত জন গো ।”

বাসনা পূরিল, সকলে ঘোষিল,

“আশ্চর্য্য এই ঘটন গো ॥

এত গুণযুত, প্রভুরাম-মুত,

বিধি আজি মিলাইল গো ।

হন্য ওর মায়, ঈশ্বর-রূপায়,

ভারান ছেলে পাইল গো ॥”

এ কথা শুনিয়া, পুলকে পূরিয়া,

শরৎ কহে, “জননি গো ।

গতানুশোচনা, এখন করনা,

গেছে দুখের রজনী গো ॥”

শান্তাইয়া মায়, প্রণমিতে পায়,

প্রেরাশ্রু ভায়, পড়িল গো ।

ভক্তি-রস যেন, গলি পড়ে হেন,

ভাবুকের মনে নিল গো ॥

কহিলা, “জননি ! যে মুখ এখনি,

লভিলাম দুইজনে গো ।

হইত দ্বিগুণ, পিতা যদি পুনঃ,

থাকিতেন এইক্ষণে গো ॥

হুর্ভাগ্য এমন, পিতার চরণ.

দরশন না হইল গো ।”

এ কথা শুনিয়া, আবার কাঁদিয়া.

জননী তাঁর বলিল গো ॥

“আমি পুত্রহীন, এ দুঃখে মলিন,

হইয়া, প্রাণ ত্যজেছে গো ।

থাকিয়া মহীতে, পেলেনা জানিতে.

কেমন ছেলে পেয়েছে গো ॥”

এ কথা বলিয়া, নিশ্বাস ত্যজিয়া,

সে দুঃখ নিবারণি মনে গো ।

কহিলা, “এখন, গৃহেতে গমন.

করি এস মোর সনে গো ॥”

অতিদ্রুত-মন, চলে দুই জন,

দেখে চাহি অন্য জনে গো ।

আশ্চর্য মানিয়া, পশ্চাতে থাকিয়া,

কেহ কেহ ভাবে মনে গো ॥

“দেবতা আছিল মানুষ হইল,

হেন অনুমান হয় গো ॥”

কেহ বা ভাবিল, "বুঝি বা ছলিল,
 এ কত মানুষ নয় গো !!"
 কেহ মনে করে, বাঁচে পুনঃ ম'রে,
 শুনা ছিল দেখিলাম গো ।
 পূর্বে দেব হ'নি, বাঁচাইত শুনি,
 এ যে নিজের গুণধাম গো ॥
 আছিল সন্ন্যাসী, হলো প্রতিবাদী,
 পাব কত উপকার গো ।"
 এ বিবেচনা, এই ঘটনা,
 সুখ বাড়ে কার কার গো !!
 কিছু ক্ষণে ক্ষণে, ভাবে কোন জনে
 "পূজিলাম এত যার গো ।
 সে, কে, না এখন, হলো প্রকাশন,
 প্রভুরাম পিতা তার গো !"
 কিছু গুণ রয়, চেনা যেই নয়,
 কত লোকে মানে তার গো ।
 শত গুণ যার, চেনা হ'লে তার,
 মান পাওয়া হয় দায় গো ॥

জন্মভূমি জন্মদীর, পেয়ে দরশন গো।

পেয়ে দরশন ।

পরমসুখেতে সুখী, শরৎ এখন গো,

শরৎ এখন ।

ভাঁহার জননী দেখি, পুত্রের বদন গো

পুত্রের বদন ।

কি সুখ পাইল তাহা হয়না লিখন গো,

হয়না লিখন ॥

যদিও এ সুখ কভু, নয় সাধারণ গো,

নয় সাধারণ ।

তবু যেন মনে হয়, কেমন কেমন গো,

কেমন কেমন ॥

কেমনা এখন এই জননী তনয় গো

জননী তনয় ।

পারের মতন বসি, অসঙ্গত নয় গো,

অসঙ্গত নয় ॥

যদিও নাড়ীর টান, যায়না কখন গো,

যায়না কখন ।

এবে সেই ছেঁড়া নাড়ী, গ্রস্থিত যেমন গো,

গ্রস্থিত যেমন ॥

মাতার বাৎসল্য যত, লালন পালনে গো,

লালন পালনে ।

অপালিতে তত টুকু হইবে কেমনে গো,

হইবে কেমনে ?।

মাতাপ্রতি পুত্র প্রীতি, করে যে প্রকার গো,

করে যে প্রকার ।

ভেবে পাই বাৎসলাই, আদর্শ তাহার গো,
আদর্শ তাহার ॥

ইহারা সে ভাব এবে, গিয়াছে তুলিয়া গো
গিয়াছে তুলিয়া ।

যে কিছু করিবে স্মৃদ্ধ, সম্বন্ধ ভাবিয়া গো,
সম্বন্ধ ভাবিয়া ॥

যদি এই মাতা পুত্রে, বিচ্ছেদ ঘটন গো,
বিচ্ছেদ ঘটন !

ঈনা প্রকারেতে হ'তো না হ'তো এমন গো
না'তো এমন ॥

তাঁহা হ'লে বিচ্ছেদান্তে, হইলে মিলন গো,
হইলে মিলন ।

বিশেষ বুঝিত এরা, সে সুখ কেমন গো,
সে সুখ কেমন ॥

পালিত পেটের ছেলে, মরিয়া বাঁচিলে গো
মরিয়া বাঁচিলে ।

মাতৃহীন সম্মানের, মা ম'রে ফিরিলে গো,
মা মরে ফিরিলে ॥

কিবা সুখোদয় তার, মনেই আসেনা গো,
মনেই আসেনা ।

সে সুখের বেগে পারে, পাগল করে না গো ।

পাগল করেনা ?।

শংসলা কেমন, তাহা জানেনা ?।

আহা জানিবে কেমনে !

মাতৃসঙ্গে পরিচয়, সজ্ঞানেতে এই হয়

কোন রস জানা যায়, বিনা আশ্রয়নে ?

এত অতুল ভূমি ।।

যার ছেলে তার ক্রোড পেয়েছে এখন,

সাপ মিটিতে পারিবে ।

কিছু যতনের পনে, যত স্নেহ করে মনে,

পাড়ে পাওয়া ধনে, স্নেহ তত কি হইবে ?।

সাপ মিটিতে নারিবে ।।

ক্রোড হতে শয্যাতে রাখিতে সম্মানে,

ভয় উপজে অস্তুরে !

এই ভাব্যত দিন, অস্তুরে না হয় লীন,

ততদিন স্নেহ থাকে, যে স্বভাব ধরে ।

তাহা পাইবে কি করে ?।

যবে শিশু স্তন টানে, হাসি হাত নাড়ে,

ক্রোড়ে করিয়া শয়ন ।

তার প্রতি দৃষ্টি করে, স্থখেতে যে স্নেহ করে,

সে ভাবের স্নেহ, ধরে যে সব লক্ষণ ॥

কোথা পাইবে এখন ?

মা, মা, বলে কামা দেয়, এনিগে তদিগে,

যেন লাড়ুয়া-গোপাল !

আপনি দাঁড়াতে চায়, থপ্ করে বসে যায়,

তাহা দেখি বেই স্নেহে, হাসি ফোলে গাল ॥

নাহি সে স্নেহের কাল ॥

মনীর পুতুল যেন, ক্রত-গতি ধায়,

হ'য়ে ধূলার ধূসর !

আধ আধ কথা কর, যেন মধু বরিসয়,

সে স্নেহেতে সে সকলে, ভাবে মনোহর ॥

তাহা দেখান ছুর ॥

ভয়ে কিষা ক্ষুণ্ণায়, কি, আঘাত পাইয়া,

ছেলে কাঁদে উচ্চ-সবে ।

দেখে ফেটে যায় বুক, যে স্নেহে জানে এ দুখ,

ছেলে বড় হ'লে তাহা, হয় কার কণ্ঠে ?

তা কি আবার সম্ভবে !

খেতে খেতে যদি শোনে, ছেলে কাঁদে দূরে,

ধায় ফেলিয়া আহার !

অনাহার সহ্য হয়, ছেলে কাঁদা নাতি নয়,

কি স্নেহের কাম ? অঁহা, শরতে দেবার ॥

ভাড়া কে জানাবে আর ?

শিশুর হটলে রোগ, রোগিণীর নায়ক,

করে নিরম পালন ।

জন্মে নিজা নাতি ঘটে, শিশু কাঁদি কাঁদি ওঠে,

স্নেহময়ী বিরক্ত, না হয় কদাচন ॥

কোথা যে তার এখন ?

মীণ্ড একপ ধাত, স্নেহের রাপার,

আর হবেনা প্রকাশ ।

কিন্তু স্নেহের স্বভাবে, চিরদিন সমভাবে,

যে গুণ নিবসে তার নাহিক বিনাশ ॥

তার সদাই উল্লাস ॥

অন্য জনে কখনই, পারেনা ভেমন,

• হৈন যতন করিবে ।

বাহে মনে তৃপ্তি পায়, অসন্তোষ দূরে যায়.

দেখে শুনে, তারি আয়োজন, করে দিবে ॥

কত সুখে খাওয়াইবে ॥

খেতে খেতে হাতে পাবে, মিষ্ট আশ্বাসন,
তাঁহা না খেয়ে খাওয়াইবে ।

অসুখী দেখিলে পরে, হয় লবে ক্রোড়ে করে
কিন্তু কাছে বসি, কর অঙ্গতে বুলাবে ।
প্রীতি-সলিল ছিটাবে ॥

কল্যাণের জন্য, নিজ কষ্টে উপেক্ষিবে
কত উপায় করিবে ।
সুখেতে ভাবিবে সুখ, দুঃখেতে ভুগিবে দুখ,
যশঃ শুনি আক্লান্দেতে, আপন ভুলিবে ॥
সদা উন্নতি চাহিলে ॥

নয়নে হেরিয়া, সুতের মুখ ।
শরৎ-জননী, পায় যে সুখ ॥
পাবে যে এ সুখ, হিলনা মনে ।
আপনি উদিল, আপন কণে ॥
পাবার হইলে এমনি হয় ।
বিধির চাতুরী, কবার নয় ॥
অবশ্যস্তাবী, পুত্র-শোক পাবে ।
তাই পুত্রে ত্যজে, সেরূপ ভাবে ॥

কোলে গীঠে করে, পালিবে পুত্রে ।
 ভাগ্যে নাই, বাধা মটে এ সূত্রে ॥
 এ সব বুঝিল, শরৎ-মাতা ।
 হৃদু কাদে আর, দুঃখের গাথা ॥
 “সন্তান থাকিতে, একি নিবাদ ।
 নিরপাত্যতা, সান্নিধ্যের বাদ ॥
 সন্তান পালনে, আশ্রয় যত ।
 সংসারে কিছুতে হয়না তত ॥
 সে সুখ আমার, কপালে নাই ।
 পোড়া কপালের, বুথেতে ছাই ॥
 কতই আশ্রয়, দখল ছেনে ।
 অশ্রুনের মাকে, সদাই খেনে ॥
 হৃদু হানি কিরি কিরিয়া চায় ।
 হামাগুড়ি দিয়া, গাইয়া যায় ॥
 মা বিনা জানেনা আর তখন ।
 মা বলে তাই সে, ডাকে সদন ॥
 এ মধুরভাব, হ'লোনা দেখা ।
 এই খেদ মোর, পানাগে লেখা ॥
 তখন শিশুর, মনেতে হয় ।
 জননী সমান, কিছুই নয় ॥
 না দেখে, জগৎ দেখে আঁধার ।
 দেখে ভাবে, স্বর্গ হাতেতে তার ॥

যদি ভয় পায়, ডাকে মা বলে ।
 নিরাপদ ভাবে, মায়ের কোলে ॥
 মায়ের তাড়নে, পাইয়া ভয় ।
 সেই মার জোড়ে, নির্ভয় হয় ॥
 লালন পালন, এমন কালে ।
 করিতে না দিয়া, বিধি কাঁদালে ॥
 বখশ শিল্পর, কোমল মন ।
 বিষয়বিশেষে, হয় মগন ॥
 এটি কি ওটি কি, জ্ঞানার আশে ।
 জিজ্ঞাসে মায়েরে, মধুবতীষে ॥
 উত্তর পাইলে, কতই সুখে ।
 কোতুক প্রকাশে, সহাস্য মুখে ॥
 তেমন সময়ে, জননী হ'য়ে ।
 সুখ না করিলু, তনয়ে ল'য়ে ॥
 শৈশবের ভাব, দেখি নয়নে ।
 পরে কি হইবে, হয়না মনে ॥
 ক্রমে বয়ো জ্ঞান, বাড়য়ে বত ।
 আশ্বাসে বিশ্বাস, জনমে তত ॥
 পরেতে বখন, যুবক হয় ।
 সেই ছেলে এই, মনে না লয় ॥
 ক্রমেতে দশার, পরিবর্তন ।
 দেখি হয় কত, সুখিত মন ॥

যদিও এখন, যুবক ছেলে ।
 একেবারে সুখ, দিয়েছে ঢেলে ॥
 ক্রমে সুখ হ'লে, কেমন হয় ।
 দু'ঝিতে দিলেনা, বিবি নির্দয় ॥^৩
 শরৎ-মাতার, হৃদয়-মাকে ।
 এমন অসুখ কত বিরাজে ॥
 কিন্তু যেই সুখ, হইল তার ।
 সে সুখ প্রবল, রয় কি আর ?
 প্রভাকর যবে, প্রকাশ পায় ।
 প্রদীপের তেজ, ঢাকিয়া যায় ॥

শরৎ এখন, পাইয়া ভবন,
 মিলিয়া স্বজন-সঙ্গে ।
 সঙ্কোচসহিত, গৃহি-জনোচিত,
 ব্যাপারে ব্যাপ্ত, তৎক্ষে ॥
 এই বিবরণ, লিখিয়া লেখন,
 কটকে প্রেরণ, করে ।
 সাধুর সদনে, সংবাদ প্রেরণে,
 এতদিনে মনে, স্মরে ॥
 কুসৌমবাজারে, বিচারকাগারে,
 লিপি প্রেরিবারে, চায় ।
 কেহ সেই ক্ষণে, আসিয়া সদনে,

কহে ক্ষুণ্ণমনে, তাঁর ॥
 “তোমার প্রেরিত, সেই দুশরিত,
 মাধবে বিহিত, দণ্ড ।
 চির-নির্কাসন, উদ্ভিত শাসন,
 সে কি সাধারণ, ভণ্ড ॥
 বিচারের পতি, তব বদু অতি,
 ভাবে অবগতি, হ'লো ।
 তোমার কারণ, সচিস্থিত মন,
 দিবে দরশন, চল ॥
 কহিলা আমার, আসিয়া হেথায়,
 প্রেরিব তোমায়, সেথা ।
 না গেলে আপনি, শুনিবে বধনি,
 আসিবে তখন, হেথা ॥”
 এ কথা শ্রবণে, পত্রিকা প্রেরণে,
 কাস্ত হ'য়ে মনে, ভাবে ।
 “সুহৃদের কথা, করিলে অন্যথা,
 মনে বড় ব্যথা, পাবে ॥
 অবশ্য সে জন, করেছে শ্রবণ,
 বিপদ-ঘটন, যত ।
 আমার জীবিত, রয়েছে সঞ্চিত, ।
 শুনি সে সুখিত, কত ॥
 বিশেষ আমার, নব সমাচার,

শুনি আরো তাঁর, সুখ ।
 বাড়িয়া উঠিবে, যাইতে হইবে,
 দেখিয়া কমিবে, সুখ ॥
 তিনি সুনমার, পিতা সে প্রকার,
 দেখিগে তাঁহার, দুখ ।
 সূর্যমা যেখানে, ছিল সেই স্থানে,
 দেখি পাব প্রাণে, সুখ ॥
 চ'লে যাই আজ, করিয়া সুসাজ,
 বিলম্বের কায, নয় ।
 ইচ্ছা দিতারিয়া, মায়ে প্রাণনিয়া,
 বিদায় চাহিয়া, নয় ॥
 দাহক ডাকিয়া, শিবিকা আনিয়া,
 তখনি চলিয়া, যায় ।
 দিবা নারি ছিল, তাই নিবর্তিল,
 অসুখী হইল, তার ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

একম বসন্ত নাই, গ্রীষ্মের পর্যায় ।

দিবা বড় অশ্লব রাহিমান, এক ঘুমে রাহি অবমান,

দেখিতে দেখিতে, উষা উদিল ধরায় ॥

শরতের দিভা ভাঙ্গে, প্রভাতের দার ।

শয্যা ত্যজি শুভ-যাত্রা করে, ক্রমে দিবা মাদিভাদ বা

এ ঋতুতে এসময়ে, গায়ে চান দশম ॥

নিবাস বাহের প্রায়, ঋতুর সময়, জা ।

ভ্রুকৃত স্তম্ভাব যেমন, কার্য্যগুনি তাহারি ঘটন,

এমন ছরস্ত গুণ, ঋতুতে কি নাজে ॥

দেখ দেখি এ হুঁদাস্ত, আইল কি কালে ।

নকল-জগৎ-অতিরাম, অতুল সুখের প্রিমধাম

ছারখার করিল তেমন ঋতুরাজে ॥

কে বা ওরে সেধেছিল এস এস বলে ।

এসেছে আসুক নমু-ভাবে, তাহে আরো সমাদর পাও

তা কোথায়, উগ্রমূর্তি, দেখে অন্ধ জ্বলে ॥

যদ্যপি এ জোরজোর, চিরকাল চলে ।

বেই সার্থক মইলে মিছে, ও মুখ লুকাতে হবে পিছে,
হবে গর্জ খর্জ, বর্ষা সমাগত হ'লে ॥

সংস্রব ছুরিছে যেন, উপরে বসিয়া ।
নামনি দিনের শমন, পবনের চুপুরে মাতন,
জগৎ জীবন তবু, সারে ঝলসিয়া ॥
জীবন কেবল বাঁচে, জীবন চাহিয়া ।
স্বপনের তাপে সে জীবন, শীতল থাকেনা সর্কফণ,
শীতল হা থাকে, তা ও পক্ষে লুকাইয়া ॥

বাগেরে কি নাচি, রই গৃহের ভিতরে ।
পি অন্তর দার জ্বলে, অই চাই করি ঘেদ-জলে,
রাখে প্রাণ পাখা, বিনা পাক কি অন্তরে ॥
অন্তরে এমন, আকা, বাহিরে যে করে ।
কি বাগনে ভীত হয় মন, দেখা হ'লে মুদরে নয়ন,
বণিধ কেমনে ? তবু বণিধ ইন্দ্রা ধারে ॥

শিরে ভারু, পদতলে তপ্ত-খোলা ধরা ।
ন ঝলসে উষ্ণ বাতে, গাছকা, ভারুত, পদে মাখে,
তথাপিচ ঘর্মবেগ, নাহি যায় ধরা ॥
জুতা, ছাতা, কোথা পাবে, হুঃখী হুঃখে জরা ।
কড়ি ফিরে উভরায়, বিটপির ছায়া ভরসায়,

সরিবার ফুল দেখে, চারিদিকে ভরা !

হৃগকুল আকুল, কাঙ্ক্ষারে ক্রান্ত-কার ।

শুক সরঃ নাহি পায় জল, বরীচিকা দেখিয়া চকল,

জলাশয়ে ধায়, কিন্তু জল নাহি পায় !

চাতক জলদে বলি, জলদেরে চায় ।

শুক কণ্ঠে ডাকে গাভীগণ, সকাতর সবারি জীবন.

বাকুণায় কত জীব. জীবন হারায় !

কিছু কিবা, বিধির বিধান চমৎকার ।

একালেও হেন সুখ পাই. অন্য কালে তেমনটী নাই.

ফলতঃ প্রাণ্ডুরি সুখ, আরামে অপার ॥

রূপোদক, বট-চ্ছায়া, শীতল-আগার.

জলকণাসহিত সমীর, দিবা-নিদ্রা, সতুয়ার নীর,

নিদাঘে কি সুখী করে, নহে সরিবার !

নিদাঘের দিবাভাগ, ভীষণ যেমন ।

রজনী তেমন যদি নয়, রোদ্দ্র বিনা কিছু শিথিল নয়-

তথাপি পরাণ করে, কেমন কেমন ॥

ঘর্ষে তিজা শয্যা, ছট্‌ কট্‌ করে মন ।

মশা ছারপোকার দংশন, সর্ব্ব অঙ্গে করে জ্বালাতন

অনিদ্রা না হয়, সারারাত্রে এক দণ ॥

কেবল বিহান, সন্ধ্যা, গ্রীষ্মে মনোহর !

থাকে বায়ুর সঞ্চার, কারা প্রাণে আমার অপার.

নয়ন মনেও স্থখ, লভবে বিস্তর ॥

এ সময়ে যেই জন, লয়ে অবসর ।

কুল, সরোবর-ধারে, উপবন, কানন, কাহারে,

বেতায়, সে পায়, মুক্ত নন্তে ব-মাগদ ॥

মানব-স্বভাব করে গতাংগুশোচন ।

এই মনে পড়ে এ সময়, অনিল, সলিল, শীত, ত্রয়.

শিশিরেতে বিষ, গ্রীষ্মে মধুর মতন ॥

অন্য সময়েতে হবে, অবশ্য স্মরণ ।

দায়ের দুই সন্ধিকাল, কিন্তু শেষ আর রৌদ্রজাল,

ভুলেও পড়িলে মনে, কাঁপিবেক মন ॥

ববে, প্রথর তাস্করে, পশ্চিম ভূধরে,

হেলিতে ভূচরে, দৃষ্টি করে ।

হেন সময়ে পুঙ্কর, উদিয়া সহর,

ছাদিল ভাস্বর, দিবাকরে ॥

যেন, ভুবনে কাতর, দেখি জলধর,

টাকে ভানু-কর, দয়া করে ।

বুঝি, ভানুরে এমন, হলোনা সহন,

আরস্তিল রণ, ক্রোধভরে ॥

তাই, ছাড়ি ছুঁকরি, ঝড়ের আকার,
শক্তি আপনার, প্রকাশিল।

ঝড়, করি আরহর, নাশিতে অস্থর,
অতি ঘোরতর, গরজিল !!

বেগে উথলে সাগর, কাঁপিল ভূধর,
ধরণী কাতর, অতিশয়।

কত তরু উপাড়িল, মন্দির ভাঙ্গিল,
তরণী ডুবিল, জলময় !!

জীব, অনেক মরিল, যে কেহ বাঁচিল,
কাঁদিয়া ফেলিল, পেয়ে ভয়।

ধূলা, এমন উড়িল, অনেকে ভাবিল,
ধরা গুঁড়াইল, নাহিরয় !!

হলো এমন আঁধার, সব একাকার,
চিনেলওয়া ভার, ধরাকাশ !

এবে, মহৎ উভয়, স্থান কেহু নয়,
মধ্যে থাকি হয়, ধরা নাশ !!

ঝড়ে, এত যে যুঝিল, উড়াতে নারিল,
আকাশ ঘিরিল, জলধরে।

শেবে, মানি পরাজয়, লুককাণ্ডিত হয়,
মেঘ বরষয়, ঝর ঝরে !!

আর স্ফুরিতে নারিল, লজ্জিত হইল,
ভানু প্রবেশিল, অস্তাচলে।

ভানু, লুকাইল যেই, বেঁচে গেল সেই,

কি করিত এই, রণ-স্থলে ॥

মেঘ, গর্জ্জন করিছে, বিদ্রোহ ছুরিছে,

হৃদয় কাপিছে, দেখে শুনে !

ভানু, এখন থাকিত, হইত চূর্ণিত,

তাই পলায়িত-ভয় গুণে ॥

মেঘ, শুখান ধরায়, ফণেকে ভিজায়,

মুখের প্রায়, জল-ধারে ।

নি ভানুর পাইত, তেজ, কি রাখিত ?

নিভায়ে ফেলিত, একেবারে ॥

লোকে, বলে বিবশ্বৎ, বড়ই মহৎ,

চিনামাত্র সং, কায় দেখে ।

একি, মহতের গুণ ? যেমন আগুণ,

রাগে করে খুন, থেকে থেকে !

দেখ, গুণ জলধরে, ধরা দগ্ধ করে,

দেখি ভানু-করে, আচ্ছাদিল ।

ঝড়ে, কত বিবাদিল, তাইও সহিল,

বরষা সলিল, যুড়াইল ॥

হলো, দুর্ঘ্যোগ এমন, শরৎ এখন,

শিবিকা আরোহী, চলে ।

ধন্য, ছুঃখী বেহারায়, প্রাণ রাখা দায়,

শিবিকা রাখিছে, বলে !!

কিন্তু, আর কতক্ষণ, রাখিবে তেমন,

দোলাতে লাগিল, ঝড়ে ।

শেনে, বিপদ দেখিয়া, শিবিকা ত্যজিয়া,

শরৎ লাফায়ে, পড়ে ॥

হলো, তার হুনে তার, ঝড়েতে ঘুরায়,

শিবিকা চড়কা, প্রায় !

কাঁখে রাখিতে না পারে, ত্যজিয়া তাহারে,

বেহারা পলায়ে, যায় ॥

মিলি সকলে সম্মুখে, সাঁকোর ভিতরে,

পশিয়া বাঁচায়, প্রাণ ।

হেথা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, রক্ষেতে বাদিয়া,

শিবিকাও পায়, ভ্রাণ ॥

আগে, ঝড়ের সময়ে, সাঁকোর আশ্রয়ে,

নিরাপদে সব, ছিল !

পরে, বরষিয়া জল, কাড়ি নিল স্থল,

স্রোতে খেদাইয়া, দিল ॥

নাহি আশ্রয়ের স্থল, শরৎ চঞ্চল,

শিবিকা ভিতরে, যায় ।

ভগ্ন-শিবিকা-ভিতরে, জল বরষারে,

পড়িতে লাগিল গায় ॥

আহা, বতেক বেহারা, তিজি হয় সারা,

শেষে সবে, বিচারয় ।

কেন, দাঁড়ায়ে ভিজিব, যন্ত্রণা সহিব,

চলে যাই, লোকালয় ॥

লয়ে, শিবিকা কাঁপেতে, চলিয়া বেগেতে,

নিকটে পাইল, গ্রাম ।

সেখা ভদ্র কেহ নাই, ইতর সবাই,

পানের কুটিরে, দান ॥

থাকে, বিপদেভে কার, জাতির বিচার,

পরিপাটী হুহে আশা ?

সেই, নীচ-নিকেতন, সুখের ভবন,

ভাবিয়া লটল, বাসা ॥

লাবে, পাইল আশ্রয়, মেঘ হ'লো ক্ষয়,

আকাশ বিকাশ, পায় ।

দেখে, দিবা নাহি আর, চন্দ্র অবতার,

কৌমুদী ফুরিছে, তায় ॥

আছে, ঘাহার আশ্রয়ে, সেজন বিনয়ে,

কহিল, “অন্তাজ, আমি ।

আমি কেমনে বলিব, আতিথ্য করিব,

হব কি নিরয়-গামী ॥

তবে, বাসনা আমারি, আজ্ঞা হ'লে পারি,

ফল, মূল, আনিবারে ।

তারা করিতে গ্রহণ, থাকিলে দুঃখ,

রহ তবে, দেবাগারে ॥
 অই, কর নিরীক্ষণ, দেব-আয়তন,
 আলোক জ্বলিছে, যেথা ।
 এসো, লয়ে যাই সনে পরমবতনে,
 আতিথ্য হইবে, সেথা ॥"
 দেখি, অশ্রুজ্যে ভ্রষ্টতা, গৃহির সততা
 শরৎ সম্প্রীতি, পায় !
 আহি, মহৎ-আশ্রয়ে, ভাবিয়া সদরে,
 সাদরে কহিলা, তাহা ॥
 "সাপ্তা যেমন হইলে, আতিথ্য করিবে
 দাবনা অন্যের পাশে ।
 তুমি, প্রকৃত সজ্জন, ভাবিনা দৃষণ,
 এমন সাধুর বাসে ॥"
 গৃহী, কৃতার্থ মানিয়া, যতন করিয়া,
 খাওয়াইয়া ফল, মূল ।
 হলো, এমন সুখিত, মনের সহিত,
 না হয় তাহার, তুল ॥

দোর-রজনী, শুদ্ধ-ধরণী ।

গেছে অস্তাচলে, চ'লে নিশামনি ॥

নিদ্রা নাহি শরতে, দেখিতেছে জগতে,
 শুনে সহসা শব্দ, বীণা ছেন ধ্বনি !

ভাল করে শুনিল, বীণা নচে বুকিল,
 ঘুর ঘুর ঘুরে, কাঁদে কোন পলী ॥

অলি জীবনে, দিব জীবনে ;
 নারি ছুকাইতে, আশা দিরা মনে ॥
 আশা করু যোচনা, মন তা যে যোচনা,
 বিনা অশ্রয়ে ভারে, রাগিব কেমনে ?
 ভাবনার আকাশে, যদি পাই অশ্রুমে,
 আর কত ভ্রমিবে, নিশীম বিহনে ॥

ধরি জীবনে, অতি যতনে ।
 ভারে ভালবাসি, নহে সে কারণে ॥
 ভালবাসি তাহারে, যদি পাই তাহারে,
 প্রাণসহ সম্প্রীতি, এই আকিঞ্চে ।
 পুরিলনা বাসনা, কেন সব যাতনা,
 যাতনাও নাশিব, কায়া-প্রাণসনে ॥

বিনা প্রাণান্ত, সে প্রাণ-কান্ত ।
 নহে পাইবার, বুঝেছি একান্ত ॥
 প্রাণান্তে যে মিলিবে, সে আশাও নাশিবে,
 হেন ভাবে যদ্যপি, থাকিব জীবন্ত ।
 কত দিন হইল, এবিচ্ছেদ ঘটিল,

প্রাণান্তেও নিরাশা, ঘটনা নিতান্ত ॥

ক'রে সঞ্চিত, হই বঞ্চিত ।

পুনঃ পাব আশা, দুরাশা নিশ্চিত ॥

দুরাশাও পূরিত, ভাগ্যে যদি থাকিত

এ জীবন থাকিতে, হইবেনা হিত ।

নন্দ ভাগা জীবনে, ভাল, হবে মরণে,

খেপা মনে এ আশা, হতেছে উদিত ॥

তারে পাবনা, মিছে ভাবনা ।

হলে পাইবার, এমন হ'তোনা ॥

বিধি তারে দিবেনা, চাহিলেও পাবেনা,

তাই নিল করিয়া, করিয়া ছলনা ।

যদি ল'য়ে পলালি, তবে কেন দেখালি,

বিধি হ'য়ে করিলি, একি বিবেচনা ৷

কোথা রহিল, কার হইল ।

সে ধন অমূল্য, কার ভাণ্যে ছিল ॥

আমাহ'তে ছিনায়ে, কেবা দিল বিলায়ে,

আমি কার ল'য়েছি ? তবে কেন নিল ?

কার ভাগ্যে কে খেলে, কার ধন কে পেলে,

কেহ মুখে তানিল, কেহবা কাঁদিল ॥

শক্র যে ছিল, বাদ সাধিল ।

শত্রু যোর, তারে কেন দুখ দিল ।?

বটে সেত আমারি, আমিও যে তাহারি,

তার ধনে তাহারে, বঞ্চিত করিল !

কেটে মরি তাবিয়া, অভাগীর লাগিরা,

ভাহার কি কপালে, এত লেখা ছিল ।?

ওরে আশারে আর আমারে !

ব'লোনারে পাবে, আবার তাহারে ।'

তার ওই কথাত্তে, পাটবার ত্বাহে,

ফাটিয়াও হৃদয়, বাঁধে আপনারে ।

সখা-ভাবে আশারে, দুখাইছ আমারে,

বারিবিলা কথাত্তে, ত্বা যেতে পারে ?।

রজনী কালে যদি, কাঁদে কেহ হলে ।

সহ্যাহা সহসা শুনি, বাজে যদি হলে ॥

হইয়া শোকাতুরা, কোন নারী কাঁদে ।

শুনি কঠিন মনে, নাহি দৈর্য্য বাঁধে ॥

এভাবে বিরহিনী, কাঁদে স্মরি দুখ ।

শুনি ফাটেনা দুখে, হেন কার দুক ।?

বিশেষ বিরহেতে, পোড়ে মন বার ।

অন্যে কি জানে কত, দুখ হয় তার ॥

ষষ্ঠ সর্গ ।

কাঁদিছে বিরহিনী, রজনীসময়ে ।
 কতি বেদনা যাহা, বিঁধিছে হৃদয়ে ॥
 শুনিয়া শরতের, কেঁদে ওঠে মন ।
 যেন কাঁদিল, দুই স্থলে এক জন ॥
 সমান, মনোব্যথা, বিরহ সমান ।
 যেন খেদেতে, এক আত্মা দুইখান ।
 নুঝিল শরতের, ব্যথিত হৃদয় ।
 'নাহি বিরহী' মম, সম তাত্ত নর ॥
 পেয়েছি, আজি আমি, সব দুখে দুখী ।
 তোকে ফুকুরে কাঁদি, হ'লে দুখে দুখী ॥
 চলিল ধীরে ধীরে শব্দ অনুসারে ।
 গতি বাপিল আসি, সেই দেবপারে ॥
 দেখিল খোলা আছে, মন্দিরের দ্বার ।
 দীপ জ্বলিছে, কিন্তু জ্যোতিঃ নাহি তার ।
 কি রূপ দেব-মূর্তি, প্রকাশ না পায় ।
 রূপে প্রকাশে, দুটী তৈরবী তথায় ॥
 লুটিছে ধরাসনে, একের মূর্তি ।
 বসি দ্বিতীয়া পাশে, শোকাকুলা অতি ॥
 হ'য়েছে নিবর্তিত, বীণাসম স্বর ।
 এবে ফুরিছে, অন্য স্বর স্বতন্ত্র ॥
 দ্বিতীয় স্বরে সেই, দ্বিতীয়া রমণী ।
 ধীরে কহিছে, মোর কথা রাখ ধনি ॥

“সোণার অঙ্গেতে ধূলা, মে'খনা গো মে'খনা ।
অধীর হইয়া, এমন করিয়া, ধূলায় পড়িয়া,

থে'কনা গো থে'কনা ॥

কাঁদিলে কিহবে আর, কেঁদনা গো কেঁদনা ।
যতই কাঁদিলে, শোক উথলিলে, ততই বাড়িলে,

যাতনা গো যাতনা ॥

কাঁদিলে বিচ্ছেদ ছেড়ে, যাবেনা গো যাবেনা ।
কান্নাতে যে চায়, শুনিতে কান্নায়, কণা কণা তার,

হবেনা গো হবেনা ॥

যে আছে সাদনা তাত, রবেনা গো রবেনা ।
অশ্রুচর্চিত তার যে দেখি আকার, জীবনেরে তার,

নবেনা গো নবেনা ॥

হবেনা উপায় সুধু, কাঁদিলে গো কাঁদিলে ।
যে দে কেঁদে যায়, পেলে যে দশায়, নাহি চেনা যায়,

দেখিলে গো দেখিলে ॥

এ প্রাণে আবার বল, তাজিবে গো তাজিবে ।
আপনিই যেন, যেতে চায় হেন, আত্মহত্যা কেন,

করিবে গো করিবে ॥

বাঁচিতে বাসনা ত্যাগ, করনা গো করনা ।
বরং দৈর্ঘ্য ধর, হ'য়ে যত্নপর, প্রিয় প্রাণে কর,

ধারণা গো ধারণা ॥

ভাবিছ, বাহারে পাওয়া, যাবেনা গো যাবেনা ।

মরিবারে চাও, বরি তারে পাও, ম'লে পরে তাই
পাবেনা গো পাবে না ।

কেন ভাব তারে আর, পাবনা গো পাবনা ।

হয় মোর মনে, পাবে সেই জনে, পাইবে কেমনে,
ভাবনা গো ভাবনা ।

একান্তে ঈশ্বরে কর, সাধনা-গো সাধনা ।

মাগ এই বর, পাই সেই বর, পুরাবে ঈশ্বর.

কা'মনা গো কা'মনা ॥

অথবা দুজনে চল, অমিয়া গো অমিয়া ।

কোথায় সেজন, করি অশ্বেষণ, সকল ভ্রম.

চাহিয়া গো চাহিয়া ।

কহিলু সে যুক্তি দেখ, ভাবিয়া গো ভাবিয়া ।

এই সুযুক্তি, শুন ঔগতি ! যাবেনা দুর্গতি,

কাঁদিয়া গো কাঁদিয়া ॥

এই সব কথা ব'লে, বাসনা ধরিয়া তোলে,

গায়ে হাত দিয়া দেখে, নিতিভের প্রায় ।

যুমায়েছে সহচরী, ইহা ভাবি ক্রোড়ে করি,

শয্যার উপরে তায়, শোয়াইতে চায় ॥

ক্রোড়ে করি দেখে যেন, কাঠের পুতুল তেন,

তাহা দেখি ভাবে "একি, হ'লো আচরিত ।

'যুমা'ইলে হ'তো কায়, এল খেল লতা প্রায়,

এসে দেখি শবসম, হুঁয়েছে স্তম্ভিত ।”
 ধীরে ধীরে শোয়াইয়া, নাশিকায় হাত দিয়া,
 দেখে “কই বহ্নেনাত, নিশ্বাস পবন ?”
 ভৈরবি ! ভৈরবি ! বলে, ডাকিলেক ধরি গলে,
 উত্তর না পেয়ে হলো, ব্যাকুলিত মন !
 কি করিবে সছুপায়, ভাবি কিছু নাহি পায়,
 একে একাকিনী তায়, নিশীথসময় ;
 দ্বিতীয়া ভৈরবী হায়, হুঁয়ে পাগলিনী প্রায়,
 “ভায় কি হইল” বলে কেঁদে সারা হয় !
 ঢক্ষে দেখি এব্যাপার, ককণা হয়না কার ?
 শরভের হৃদয়েতে, দয়া উপজিল ।
 “কি হ’লো কি হ’লো বল,” এই বলি সচকল,
 বিপত্তা ভৈরবী-পাশে, আসি দেখা দিল ।
 ভৈরবী পাইল বল, কাছে দেখি অরুবল,
 পরিচয় না লইয়া, পরিচিত প্রায় ।
 “কহিল বিনয় করি,” যাতে বাঁচে সহচরী,
 উপায় করহ তার, হইয়া সহায় !
 কোন রোগ নাহি ছিল, মহসা এ, কি হইল,
 যদি কিছু জ্ঞান এর, কর প্রতীকার ।”
 শরৎ সাহস দিয়া, ভৈরবীকে বুঝাইয়া,
 আলোক নিকটে আনি, দেখিল আকার !
 পরিধান রক্তাঙ্গুর, কি লাভ্যা মনোহর,

ষষ্ঠ সর্গ।

আহা যেন কাঁচা সোণা, অনল ভিতরে ।

অতিশয় শীর্ণকায়, যৌবনের প্রতিভায়,
যৌবনের ছবি যেন, ঝলঝল করে ॥

ইহা কি পরাণে সর? হেন মূর্তি পড়ি রহ,
চঞ্চল অচঞ্চল্য, একি বিড়ম্বন !

ইহা ভাবি বড় দুখে, জল দিয়া তার মুখে,
কহিল; "ভাবি কর, রাজন নীজন ॥"

এই মত অশ্রুমাণে, নিশ্বাস বহিল কণে,
ভরসা জন্মিল তবে, রয়েছে জীবিত ।

নীরবেতে দুই জন তারে করে নিরীক্ষণ,
শব্দের দৃষ্টি কিন্তু, চাকলা রহিত ॥

যে অঙ্গেতে দৃষ্টি ধায়, শিহরিয়া উঠে কায়,
আশ্চর্য্য নানগ্রী দেখি, হয় যে প্রকার ॥

সামান্য আশ্চর্য্য নয়, প্রত্যেক অঙ্গই হয়,
সুসমার তুলনার, অভিন্ন আকার ॥

চিত্তে আঁকা সুসমার, সঙ্কে এই ললনার,
বেশ আর শীর্ণ কায়, ভিন্ন তুলা সব !

কেবল সুসমা তার, জীবিত নাহিক আর,
এই জানে এই সেই, ভাবা অসম্ভব ॥

সুসমা এই আমার, এ বিশ্বাস হ'লে তার;
কি আনন্দ হ'তো তাহা, ভাবিয়া না পাই ।

হুঃখ না হ'লে বিমুখ, কিরূপে আসিবে মুখ?

নদুশ দেখি যে সুখ হলো কই তাই ॥

বরষা দেখিয়া তার, চিন্তা করি সুসমায়,
বিশম বিরহ-দুখে, বাড়িয়া উঠিল ।

কান্দিলার কাল নয়, কষ্টে পৈষ্য দরি রয়,
কিন্তু মর্ষ মুচিয়া, ভাঙিতে লাগিল ॥

দেখে তবে মনে ভাবে, “বুঝিলাম অনুভব,
সময়া-বিরহে নোরে ব্যথিত দেখিয়া ।

বিধি হয়ে দয়াময়, তুমিতে মোর জন্ম,
স্বমায় অতঃপ রেখেছে গঠিয়া ॥

অবিকল স্বমায় গঠেছে যে পুনরাব,
ইহায়ে স্বময়া করে, দিতেও সে পারে ।

যদি বিধি তাই করে, রেখে দিই বক্ষোপরে,
প্রাণসহে স্থানান্তর, করি কি এবারে ?

অথবা নিজ্জনে রাখি, সম্মুখে বসিয়া থাকি,
দিয়ানিশি সুখশশী, হেরি তৃপ্ত হই ।

প্রদাসে বাসনা নাই, যদি স্থানান্তরে যাই,
ছায়ার সমান করে, সঙ্গে সঙ্গে লই ॥

রখা করি আকিঞ্চন, বিধাতা নহে তেমন,
ম'লে পরে ফিরাইয়া, দেয়না কখন ।

সে শরীরে দয়া নাই, নতুবা কি দুঃখ পাই,
পর-দুঃখে দুঃখী নয়, বিধিও এমন ॥

কত দুঃখ পাই আমি, জানে সে অন্তর্যামী,

মানুষে এমন স্থলে, হয় কি নির্দয় ?

দহাতেও পন চরে, কিরে দেয় দয়া করে,
কাতরে তাহার পাশে, করিলে বিনয় ॥

এমন বিধিও আজি, প্রকাশি দয়ার কান,
সুখমার তুলা মূর্তি, ঘোরে দেখাইল ।

আজি শুভক্ষণে মোর, রজনী হইছে ভোর
ভৈরবীর দরশনে, প্রাণ যুড়াইয়া ॥

তাল্লিলাম নিজদাসে, আজ হতে এ প্রবাসে,
ইহারই প্রতিবাসী, হইয়া রুচিব ।

সুখমার অরূপ, এই ভৈরবীর রূপ,
দেখিয়াও আবিমানে, মুখিত করিব ॥”

এই মত চিন্তাসনে, এক ধ্যানে এক মনে,
শরৎ চাকিয়া গেই, ভৈরবীর প্রতি ।

এই ব্যাজে জ্ঞান পেরে, সঙ্গিনীর মুখ চেয়ে,
নিশ্বাসের সহ মূর্তী, তাজে রূপবতী ॥

ইহা দেখি সঙ্গিনীর, নঙ্গনে বহিল নীর, “
খুঁতি ধরে কেঁদে বলে, “কি হইবে বল গো ।

প্রহমে! কওনো কথা, শুনে থাক মনো ব্যথ
ভোর দশা দেখে গেছে, জ্ঞান বুদ্ধি বল গো ॥”

সুখমারে সন্মোদন, শুনি শরভের মন,
চমকিয়া একেবারে, সজিব হারায় গো ।

অবসর কলোকার, গলে চলে পড়া প্রাণ-

বসে থাকি লুটাইয়া, পড়িল ধরাশয় ॥

‘‘অরি অকস্মাৎ, একি ঘটিল ।
 প্রতিবাদী কেন ঢালে পড়িল ॥
 ওগো তুমি কেন, এমন ক’লে ?
 সুমের ঘোরে কি পড়িলে ট’লে ?
 ভয়ে যে বাঁচিনা, ওনাও বলে,
 এই বসে থাকি কিবা হইল ?’’
 হুমহা-সন্ধিনী, বত সুধায়,
 না পেয়ে উত্তর, ভাবিয়া, দার,
 কিলো বিশেষ, বুঝি আশায়,
 আলো ধরি, মুখ পানে চাহিল ॥

সন্ধিনীর লাগি ব্যাকুল ছিল ।
 তাই আগে দেখি, নাহি চিনিল ॥
 • আলোকে আকার, দেখি এবারে,
 সে জন শরৎ, চিনিতে পারে,
 আশ্চর্য্য ভাবিয়া, ব্যস্ত-আকারে,
 ‘‘এই যে শরৎ’’ এই ভাবিল ।
 ওহা হ’তে বায়ু হ’লে মৌচন,
 বেগেতে ধনিত হয় যেমন,
 নিঃসঙ্গ সেই সঙ্গী দেহের

আনন্দের ধ্বনি ক'রে উঠিল ॥

সে কথা শুনিয়া, সুখ্যা ধনী ।
 নড় নড়ি উঠি, সঙ্গে অধনি ॥
 বিচেতন দশা, গেল ছুটিয়া,
 ছাড়ি বেন প্রাণ, এল ফিরিয়া ।
 মৃতসঞ্জীবনী, মস্ত্র শুনিয়া,
 মৃত বেন বাঁচে, হ'লো তেমনি ।
 “বিরজে ! কি কথা, শুনালি কানে,
 ছলনা ক'রে কি, যুড়ালি প্রাণে ?
 কই কই,” বলি চাহে দেখানে,
 পা'ড়ে আছে তার, কনক-মণি ॥

সচেতন করে করি যতন ।
 নগ্ননে নগ্নন হ'লো মিলন-৷।
 মুখে কথা নাই কেবলি চায়,
 হেন জ্ঞান হয়, দেখি দৌহার ।
 সুখ আসে, দুখ বহিয়া যায়,
 সে বেগে কথা না হ'লো ক্ষুরণ ।
 শতধারা চারিনগ্ননে বহে,
 সে ধারার হেতু সামান্য নহে,
 মিলন সলিলে ধুয়ে বিরহে,

আখি-পথ দিয়া করে করণ ॥

মনঃ স্থির করি, বহু যতনে ।
 শরৎ কহিল, 'হে বরাননে !
 তুমি কি সুখমা সেই আমার,
 নারে পাব আশা, ছিলনা আর,
 আমি কি শরৎ, সেট আকার.
 কিম্বা আহি, আর কোন ভুবনে ?
 অথবা এও কি, সেই অপন,
 প্রতিরজনীতে দেখি যেমন,
 কিম্বা বিধি বুঝি, পুনঃ সৃজন,
 করিলেন তোমা, আমি, ছুজনে ॥'

শরতের রূপ, দেখি নরনে !
 শরতের রূপে তুমি প্রবণে !
 তথাপি সুখমা, বুঝিতে নারে,
 শরৎ এসেছে, সাক্ষাৎকারে,
 মনে ভাবে বুঝি, এই প্রকারে,
 দেখে, শোনে, লোকে মোহ-মোচনে !
 হুই হইয়া, কণকাল পরে,
 বাস্তবাবেতে, প্রিয়-হাতে ধরে,
 হারান রড়ে, পুনঃ দৃষ্টি ক'রে,

যেমন তাহারে, ধরে যতনে ॥

স্মার্তানুভবে, শরৎ বুঝিল।

“দাক্ষিণ বিরহ আজি ঘুটিল ॥

প্রেমসী আমার জীবিত ছিল,

ভাষ্টি মিহামিহী, বাদ সাধিল,

বিধি এত দুখ, ভালে লিখিল,”

এই কথা বলি কেঁদেউঠিল।

সুখমাৎ সেই দুখে দুখিনী,

কাঁদিল হইয়া, অনুতাপিনী,

ভাব দেখে শুনে, কাঁদে সঙ্গিনী,

কাঁদি যেন দুখ দূর হইল ॥

শরৎ স্মৃতির হইয়া, রোদনে ধারণ করিয়া,

নিজ বস্ত্রে প্রেমসীর, অশ্রু-বিন্দু মুছিয়া।

স্বধাত্তে লাগিল চিবুকখানী, বামহস্তে ধরিয়া ॥

“তমেন বিগদে কেমনে, ফিরিয়া পাইলে জীবনে,

বৈচেহ তুমিই কিম্বা, পিতৃ কন্যা দুজনে।

কি তেতু ভৈরবি-বেশেতে হেথা, ত্যজি নিজ ভবনে ॥

পুনঃ কি আমারে চাহিয়া, খুজেহিলে সেথা জমিয়া,

কি মনে করিলে যোর, দেখা নাহি পাইয়া ।
বল বল প্রিয়ে ! সে সব কথা, শুধু হই শুনিয়া ॥

বাম্পগদগদ বচনে, কহে রামা প্রিয়-সদনে,
“পাইব এমন দিন, শুনাব সে কবনে ।
প্রাণনাথ ! ইহা, ভাঙেনা মনে, জাগি কিয়া অপনে ॥

এখনো সে কথা স্মরিয়া, ভয়ে উঠে প্রাণ কাঁপিয়া,
দহর সময়ের তোমা, ভূমিশাশী দেখিয়া ।
লুকাইলা পিতা, শিবিকা-মাধ্য, গুপ্তভাবে আসিয়া ॥

বাঁহকেরা ভয়ে ভাগিল, দহারা সুবিধা পাইল,
শিবিকা লইয়া কাদে, ক্রুতগতি খাটিল ।
কাতর হইয়া কাঁদিবু কত, দয়া নাহি করিল ॥

দেখিয়া সে ভাবে তোমারে, দুঃখ জুলে হৃদি মাঝারে,
দেখিতে দেখিতে আসি, মুছিয়া ধরে আমারে ।
ছাগতে দেখি, এসেছি যেথা গেলি বন আকারে ॥

তোমার সে দশা ঘটনে, ভয় না হইল যরণে,
বৈধব্য হইতে ভয়, নারীর কি যরণে ?
নারিবে বলিয়া, তোমার শত্রু, মিত্র ভাবি কেনে ॥

রাহনু চাহিয়া মরণে, কিন্তু সেই সব চূড়ান্তে,
না মারিয়া সমর্পিল, নিজ প্রভু-সদনে :
প্রভু ভাষাদেব, মাধব মূর্ত্ত, বাঁসেছিল নিঃস্বানে ॥

মাধবে পারকি চিনিতে ? নোখেছ গোঘাটে বসিতে
ছুরাতার উচ্চা করি, মোর পতি কইতে :
ল'টিয়া লগণে, পাঠায়েছিল, তব প্রাণ নাশিতে ॥

আসিয়া পিতার সদনে, কহিল মধু-বদনে
তব জাতি দক্ষিণে, হ'লো আজি বদনে
সে সব ঘটনা দেখিলে সব, তব হিত-কারণে ॥

মাধব এ কথা কহিলে, পিতা ভাসি দুখ-সালিলে
কহিলো, “মাধব তুমি একি কর্ম করিলে ?
নিষ্ঠুর হইয়া, তেমন ধীর জনে, প্রাণে নাশিলে ॥

নিদাকণ কথা শুনিয়া, অস্থির হইলু কাঁদিয়া,
মাধবে দিতেছি গালি, অতি ক্রোধ করিয়া ।
এমন সময়ে, আসিল সেথা, বহু লোক দাইয়া ॥

“যখন তোমারে, সেরূপ প্রকারে,
করে ধরাশায়ী, শক্রর দলে ।

পবিত্র প্রণয়।

সেই অবসরে, বাহকনিকরে,
কানীমবাজারে, স্মিহিয়াচলে ॥
সাইবা তথায়, কহে সমুদায়,
আমাদের সেই, বিপদ-কথা ।
তুনি বিচারক, ল'য়ে বহু লোক,
আপনি সত্বর, আইলা তথা ॥
কাদিতোছ আমি-শব্দ-অনুগামী,
হইয়া, গোপন স্থানেতে ধাব ।
দেখিরা সে মন, পলায় মাধব
সন্ধিগণ তার, পশ্চাতে ধাব ॥
করি মার মার, বিচারক তার,
পাছে পাছে, দ্রুত গমনকরে ।
পোলেনা মাধবে, আর সন্নিহবে,
বন্ধন করিয়া, আনিল ধরে ॥
সেই দিন ধরে, গেল স্থানান্তরে,
মাধব, ধরা না পড়িল আর ।
ধরে তুমি যেথা, প'ড়েছিলে সেথা,
অন্বেষণ হ'লো, অনেক বার ॥
না পেয়ে তোমারে, সকলে বিচারে,
দহ্মাগণে শব, ভাবায়ে দিল ।
এ কথা শ্রবণে, আমার ক্রন্দনে,
সকলে অস্থির, হইয়াছিল ॥

ত্যজি নিজ শোক, যোরে বিচারক,
 যতন করিয়া, পিতার সনে।
 পাঠায়ে গোষাটে, গেলা নিজ পাটে.
 নক্কেতে লইয়া, ডাকাতগণে ॥
 গিয়া পিতৃহালয়ে, পাগলিনী হয়ে.
 দিবা নিশি কাঁদি, আপন মনে।
 আহাৰ নিদ্রায়, ত্যজিলাম প্রায়,
 বাঁচিতে বাসনা, ছিলনা ক্ষণে ॥
 এই বিরজার, লাগি পুনর্জার.
 আমার জীবিত, দেখিলে কাছে।
 কহিত সবাই, তব প্রাণ নাই
 বিরজা কহিত, “অবশ্য আছে” ॥
 বিরজা কহিত, “বদ্যপি মরিত,
 শব-অদর্শন হইবে কেন।
 দহ্য পালটিল, শবে লুকাইল,
 পাইল কখন, সময় হেন” ?।
 নয় যোর মনে, গেলে দহ্যগণে.
 শব্দ চেতনা, পাইয়াছিল।
 বাঁচাতে জীবন, করি পলায়ন,
 গোপন স্থানেতে, আশ্রয় নিল ॥
 জীবিত রয়েছ, বুঝেছে এসেছ,
 পেলে সমাচার, আসিবে হেথা।

প্রেরি দূতগণ, পোলে অবেষণ,
 করিব গমন, থাকিবে যেথা ॥”
 বিরজার কথা, না করি অন্যথা,
 হ'লে হ'তে পারে, ভাবনা করি ।
 করি আজ কাল, গেল কত কাল,
 সুধুই আশায়, জীবন ধরি ॥
 বহু অবেষণ, করিয়া যখন,
 হ'লোনা সন্ধান, আচ্ছ কি নাই ।
 য'রেছ ভাবিয়া, মোরে বুঝাইয়া,
 বিবাহ দেওয়াতে, চাহে সবাই ॥
 ভোমারে তুলিব, অন্যেরে বরিব,
 ইহা কি কখন করিতে পারি ?
 সবে একমত, বিষয় বিপৎ,
 গৃহে থাকা দায়, হইল ভারি ॥
 গোপন করিয়া, ভবন ত্যজিয়া,
 বিরজার সহ ভৈরবী হ'য়ে ।
 ভ্রমি নানা দেশ, বিরজাই শেষ,
 হেথা আনে, সংযুক্তি করে ॥
 দেবতার সেবা, সদা করে যেন,
~~কাজের বাসনা~~ সকল হই ।
 শুনি এই ভাব, সকলের পারি,
 আজি বুঝিলাম, বিকল নয় ॥”

এ সব বার্তা কহিলে সতী,
 শরৎ শুনে দুঃখিত অতি,
 কহিল। "এত পেয়েছ দুখ, পেয়েছ দুখ ?
 দেখিলে মোরে কি পাপ ফলে,
 এত যে দুখ মোর কারণে,
 শুনিয়া দুখ, ফাটিছে বুক, ফাটিছে বুক ॥
 বিপদ এত বাহার জন্য,
 তাহারি বিনা জাননা অন্য,
 এতও গুণ, তোমার আছে, তোমার আছে ।
 বিশেষ আমি হ'য়েছি হত,
 জেনেও মোর প্রাণে রত,
 এমন সতী, আর কে আছে, আর কে আছে ॥
 তেমন দায়ে পেয়েছি প্রাণ,
 তোমারি পুন্যে হেতু কি আন ?
 আমিও ধন্য তোমারি তরে, তোমারি তরে ।
 বাহার সৃষ্টি এমন রত,
 সেই সে করে এত অবত,
 দুখিতে নারি, কেন যে করে, কেন যে করে ॥
 পেয়েছি প্রাণ পেয়েছি প্রাণ,
 বিরহে উরু দিপাল দুখ, ৫
 ইহাও লেখা কপালে ছিল, কপালে ছিল :

সময় মন্দ হইলে পরে,
 দুর্বল শত্রু প্রবলে ধরে,
 নতুবা দুঃখ, মাধব দিল, মাধব দিল ॥
 জানিলে শত্রু মাধব ভণ্ড,
 তখনি তারে দিতাম দণ্ড,
 একথা বলি, রাগেতে কাঁপে, রাগেতে কাঁপে ।
 সুবমা কহে ছাড় সে কথা,
 পাণির শান্তি এড়াবে কোথা,
 ভুগিবে দণ্ড, আপন পাপে, আপন পাপে ॥
 এখন বল সে বিবরণ,
 মাধব-চক্রে হ'য়ে মোচন.
 কেমন করে, কোথায় ছিলে, কোথায় ছিলে ?
 আমার দশা কি হলো পরে,
 বেঁচেছি কিবা গিয়াছি ম'রে,
 কিরিয়া তত্ব, কেন না নিলে, কেন না নিলে ?
 একথা শুনি শরৎ কয়,
 বখন যেই ঘটনা হয়,
 সকল কথা বিশেষ ক'রে, বিশেষ ক'রে ।
 সে সব বার্তা শুনিয়া ধনী,
 অবাক হয় আশ্চর্য গনি,
 শিহরে উঠে ঘটনা স্ম'রে, ঘটনা স্ম'রে ॥

সপ্তম সর্গ ।

হলো কথার কথায়, রজনী প্রভাত প্রায়,
 কহিল শরৎ, যদি হয় মত,
 লয়ে আসি শিবিকায় ।
 কাসীমবাজার, বিচারকাগার,
 সত্বর যাব তথায় ॥

তথায় দুদিন রব, ইতিহাস সব কব,
 গোষাটে যাইয়া, বিবাহ করিয়া
 পরে সুখী হবে হব ।
 আমার ভবনে, যাব শুভক্ষণে,
 সাজিয়া যুগল মব ॥

স্বপ্না সখ্যতি দিলা, বাহক ডাকি আনিলা,
 স্বপ্না দোলায়, পাছে বিরজায়,
 সজ্জিনী করি, চলিলা ।
 দিবা প্রকাশিল, প্রহর বাজিল,
 গ্রামান্তরে উত্তরিলা ॥

বিশ্রাম আশে তথায়, চাহিয়া ফিরি বাসায়,
 দেখিলা মন্দির, সেই বিদেশির,
 বিদেশী চিনিয়া তাঁয় ।
 চমকি উঠিয়া, নিকটে আসিয়া,
 আদর বহু জানায় ॥

সন্তোষে কথার ছলে, ব'স থাক নাহি-বলে,
 শরতের আশা, তারি গৃহে বাসা,
 লইয়া রব সকলে ।
 সেত না বলিল, আপনি কহিল,
 বাসনার সুকৌশলে ॥

বিদেশী লঙ্ঘিত হ'য়ে, বাসা দিল গৃহে ল'য়ে,
 কিন্তু অনুচিত, হইল কুণ্ঠিত,
 বেন. জড়সড় ভয়ে ।
 হাত-ধন ধরে, সাধু দেখি ডরে,
 যেমন চোর হৃদয়ে ॥

বিদেশির প্রণয়িণী, অন্তঃপুরে ছিল ।
 শুনিল সন্ধ্যাক কোন, অতিথি আইল ॥
 দেখিতে কোতুক-পরা, বহিঃকোঠে আসি ঘুরা,
 একেবারে শরতের, সম্মুখে পড়িল ।

শরৎ তাহারে দেখি, কহিলা “চপলে ! একি !
তোমার এখানে আসা, কেমনে হইল ?”

অপ্রতিভ হ'য়ে রামা, কাটিয়া জিহ্বায় !
আমতা আমতা করি, ফেলফেল চায় ॥
বিদেশী নিকটে ছিল, তাহারেও জিজ্ঞাসিল,
সেও নিকওর হ'য়ে, মাথা চুলকাই !
শরৎ বুঝিল মনে, “সেই প্রেমে দুই জনে,
মজিয়া, দম্পতীভাবে, রয়েছে হেথায় ॥”

বিদেশির প্রতি করি, বহু তিরস্কার !
কহিলা “তোমার নহে, ভদ্র ব্যবহার ॥
পাঠালাম কুলজারে, পতি-গৃহে থাকিবারে,
তুমি কি না ধর্ম নাশ, করিলা ইহার ?”
বিদেশী ভয়েতে ত্রস্ত, ধরি শরতের হস্ত,
বলে “অপরাধ ক্ষমা, করহ আমার ॥”

শরৎ কহিলা, “দোষ, ক্ষমিবার নয় !
ক্ষমি যদি বেশি দোষ, চপলার হয় ॥”
জিজ্ঞাসিলা চপলায়, “বখার্ব বল আমার,
তুমি কি দেখায় কুল, ত্যজেছ নিশ্চয় ?
অথবা বিদেশিসনে, মজিয়াছ প্রলোভনে,

কুল, ধর্ম, মান, এই করেছে দিলয় ।?”

নখে মাটি খোঁটে রামা, লজ্জায় পড়িয়া ।
ইহার উত্তর দিবে, কেমন করিয়া ।?
আপোদনেতে রয়, শরৎ আবার কয়,
“বল বল না বলিলে, দিবনা ছাড়িয়া ।”
দেখি পীড়াপীড়ী বড়, শরৎ না ছাড় দড়,
উত্তর করিল রামা, সরম খাইবা ॥

“প্রণয় কি হয় কভু, একের বতনে ?
প্রথমেতে অনুরাগী, দোঁহে মনে মনে ॥
অনুরাগ হ'লে পারে, বতন মিলন তরে,
সাধ অনুসারে যত, করে দুই জনে ।
ভ্রমিত আবার লও, বিবেচনা ক'রে লও,
হাতে পারে বোঁস দোষ, কাহার কেননে ॥”

চপলার কথা শুনি, শরৎ বুঝিল ।
“এখানে মুরক্ষিপনা আর না সাজিল ॥
জানিত চপলা সেই, আমারেও জানে এই,
আমারৈ নাপেয়ে শেষে, এ প্রেমে মজিল ।
মিছা গওগোল আর, জেনে লই সমাচার,
কি প্রকারে দুই জনে এখানে মিলিল ॥”

হাসিয়া কহিলা, “ভাল, কহ বিনোদিনী !
 কোথায় কেমনে তোমা, পাইলেন ইনি ?”
 দেখি শরতের হান্য, প্রকাশ করিয়া আসা,
 “কহিল, জানত আমি পতি-বিরহিণী ।
 কপালে আছিল যাহা, কালেতে ঘটেছে তাহা,
 অধু আমি নহি এতেরাধা কলঙ্কিনী ॥

শ্রুতিতে চাহিলে কহি, শুন সে বাপার ।
 তুমিত পাঠায়ে দিলে, শুশুর-আগার ॥
 পাডেছি বিদেশি-প্রেমে, তুমি বুঝেছিলে ক্রমে,
 পথে আসি মিলিলাম, দুজনে আবার ।
 সেই হ’তে এই স্থলে, আছি যেন দুখে জলে,
 বন্ধুভাবে এই দোষ, ক্ষমহ আমার” ॥

সুবমা বসিয়া ছিলা, ঘরের ভিতর ।
 এ সব বৃত্তান্ত করি, শ্রবণ-গোচর ॥
 দেখিতে হ’লো বাসনা, কে বা বটে এ ললনা,
 মুখ বাড়াইয়া দেখি, কহিলা সত্তর ।
 “একি বিচারকাজে ! তুমিই এ কাণে ম’জে,
 কলঙ্কিনী হ’লে ? ছিছি একি ধণাকর ॥”

সুসমার কথা, শুনিয়া অবগে,
 কহিলা শরৎ, “তুমি, চিনিলা কেমনে ।”
 সুসমা উত্তর করে, “বিচারক স্নেহভরে,
 কাসীমবাজারে মোরে, রাখিলা ভবনে !
 দেখিয়াছি চপলায়, তখন ছিল তথায়,
 সখীভাবে, হাসিত খেলিত মোর সনে ॥

তখন শুনেছি, এর বিবরণ ।
 বিবাহান্তে পতি-সঙ্গ, না পায় কখন ॥
 ইহার শ্বশুর-ধাম, দেবীপুর নাম গ্রাম,
 চতুর পতির নাম, করেছি অবগ ।
 তুমি গেলে যে সময়ে, চপলা ছিল আনয়ে,
 কাসীমবাজারে বাসা, নহে সে ভবন ॥

চিনেহিলে তুমি, শুনি যার স্বর ।
 স্বরে পিতৃতুল্য হবে, ইহার সোদর ॥
 তিনি যুবজানি হ'য়ে, থাকেন আপনালয়ে,
 চপলাও তথায়, থাকিত নিরন্তর ।”
 এই বার্তা শুনি কাণে, শরৎ আশ্চর্য্য মানে,
 বিদেশির প্রতি ক্রোধ, বাড়ে অতঃপর ।

কহিলা, “বিদেশি ! তোমারি দোষেতে ।

অবলা সরলা যগ্ন, এ পাপ-পঙ্কেতে ॥
 তব পাপ-চেষ্টা ক্রমে, চপলা প'ড়েছে ভ্রমে,
 নতুবা অবশ্য যেত, স্বামি-ভবনেতে ।
 অতিশয় পাপী তুমি, লোকে অবিস্মাস-ভূমি,
 আমিওন্ত পর, রেখেছিঁরু সধম্মেতে ॥

ভজের আকারে, অভদ্র আচার ।
 কুলজা, কুলচী, ভিন্ন করনা বিচার ॥
 হোকনা চপলা মন্দ, তাজ্জিত কি লজ্জা-২ দ্বন্দ্ব ।
 প্রলোভনে মুগ্ধমন, না ত'লে উদ্ধার ?।
 জেনে শুনে পাপ কর, লোকধর্ম্যে নাহি উর,
 হেন ব্যভিচার দোষ, নহে 'ক্ষমিবার' ॥

বিরোধির প্রতি, এরূপ প্রকারে ।
 তিরস্কার করি, নিরখিল্য চপলায়ে ॥
 তাহারেও তিরস্কার, করিতে বাসনা তাঁর,
 মুখরা ভাবিয়া কিন্তু, ডরিলা তাহারে ।
 বখার নাহি মাননা, তখার মুরকিপনা,
 খাটিবেনা জেনে শুনে, কে করিতে পারে ?।

যদিও চপলা, মুখরা বিষয় ।
 তা'জেকে নারীর যোগ্য, সপ্তম সঙ্কষ ॥

পরিচয় বাক্ত হ'লে হেঁটমাথা নাহি তে'লে,
 চেনা লোকে দোষী হ'লে, বড়ই সরম ।
 মুখে কথা নাহি ফোটে, পদ নখে মাটি খোটে,
 বুকে সরমের ঢেঁকি, পাড়ে দম্‌দম্ ॥

বিদেশির নিদ্রা যেন, ভাবিল এখন :

ক'রে স্বপ্নমার বচন শ্রবণ ॥

না বুঝি করিয়া পাপ, পরিণামে পেয়ে তাপ,
 যেমন মনের উচাটন ।

ভেয়ানি হইয়া মন, অস্তুরেতে চিস্তে ঘন,
 ফেল ফেল নয়নে দীক্ষণ ॥

অথবা যে পরম্বর, ভাবি নিজঘরে ।

ভ্রমে অনল লাগায়ৈ দন্ধ করে ॥

শেষে ভ্রম ঘুচে গৌলে, নিজগৃহ টের পেল,
 খেদেতে যেমন ফেটে মরে ।

বিদেশী ভেয়ানি ধারা, হ'লো ঠিক বোকা পারা,
 চমৎকার ভাবিয়া অস্তুরে ॥

জ্ঞানাজ্ঞানে হ'লে পরে নির্মূল নয়ন ।

যেন দেখায় নবীন পুরাতন ॥

স্বপ্নমার সে কথন, বিদেশির জ্ঞানাজ্ঞান ।

চপলায় দেখায় রূতন ।

চপলারে দেখে ক্ষণে, ক্ষণে চিন্তে মনে মনে,
এই ভাবে গেল বহু ক্ষণ ॥

বিদেশির হেন ভাব কেন যে হইল !

দেখি শরৎ বুঝিতে না পারিল ॥

“বিলম্বে নাগিক ফল, কাসীমবাজারে চল.”

বিদেশির প্রতি আজ্ঞা দিল ।

“বদি না যাইতে চাও, জোর করি লব’ তাক,
মুখে মুখে ভাঙ্গিয়া कहিল ॥

“এদেশের শাস্তিরক্ষা, যেই জন করে ।

তুমি লয়েছ তাঁহার কন্যা হারে ॥

তিনিই করি বিচার, যে শাস্তি হয় ইহার,
আপনি দিবেন তবোপরে ॥”

ইহা বলি সন্ধিগণে, বলে, “উঠ সৰ্ব্বজনে,
নাহি রব চলহ সত্বরে ॥”

সরমেতে বিদেশির, বাক্য নাহি সরে ।

কিন্তু না कहিলে নয় কিবা করে ॥

হেঁটমাথা করি কয়, “শুন শুন মহাশয় !

শাস্তি দিতে হইবেনা পরে ॥

বাহার যেমন কর্ম, তাহারে তেমনি ধর্ম,
শান্তি দেন মরম-ভিতরে ॥

খাকিবেনা ছাপা, তাই কহি প্রকাশিয়া ।

শুম মুহুদভাবেতে মন দিয়া ॥

মটিয়াছে এ সকল, বহুবিবাহের কল,

নিজ-মৃত্যু স্বধাদে ডুবিয়া ।

তব সঙ্কিনীর বাকো, চেতন পেলাম লক্ষ্যে,

ছিছি লাজে মরি গুমরিয়া ॥

শুনিলেন যে চতুর, চপলার স্বামী ।

সেই পায়র চতুর এই আমি ॥

বিবাহ করিয়া পরে, না যাই স্বশুর-ঘরে,

বহু ভার্যা এতে নহি কামী ।

ঘটনা ক্রমে ইহাঁর, পতি থাকি হই জার,

খ্যাতি হ'লো দশদিকু-গামী ॥”

শুনি বিদেশির বাণী ।

শরৎ কহিলা, “তুমি চতুর তা জানি ॥

চাতুরী করিয়া, চতুর হইয়া,

ফাকি দিবে অনুমানি ?

লম্পটেয়া অভি, উপহিতমতি,

ভাল হে ভাল বাথানি !!
 সে বিদেশী পুনঃ কহে ।
 “শুনিলে যে কথা, তাহা সত্য, মিথ্যা
 মিথ্যে ? তাব কেন, কে বা আছে হেন
 প্রানি কহি, প্রানি সহে ?
 না কহিলে নয়, তাই সমুদয়,
 কথা, ওপু নাহি রহে ॥”

সদে আশ্চর্য্য মানিল ।
 শরৎ, অসম্মা বিরজা, আর যে ছিল ॥
 আকাশ হইতে, পড়িল এমতে,
 চপলাও চমকিল ।
 অধিক লজ্জায়, উপরে না চায়,
 মাটিতে মাটি হইল ॥

“সত্য হ’লে হ’তে পারে ।”
 ইহা ভাবি শরৎ, প্রমাণ লইবারে ॥
 নানা প্রশ্ন করে, বিদেশী উত্তরে,
 বুঝাইয়া দেয় তাঁরে ।
 কহিল বিদেশী, “বুঝিবে বিশেষি,
 গেলে বিচারকাগারে ॥

তিনি চিনেন আমারে ।

ইহা হ'তে আর কি, প্রমাণ হ'তে পারে !?"

শুনি এ কথায়, হ'য়ে হৃষ্ট প্রায়,

শরৎ মনে বিচারে ।

"কথা মন্দ নয়, বিচার নিশ্চয়.

হ'য়ে যাবে একেবারে ॥"

বিদেশী কহে আবার ।

"শুন এক অনুরোধ আছয়ে আমার ॥

করহ স্বীকার, সব সমাচার,

হবেনা কভু প্রচার ।

তহলে প্রচার, বহি লজ্জা-ভার.

দেশে থাকা হবে ভার ॥"

শরৎ করে স্বীকার ।

"যদ্যপি চতুর হও, হবেনা প্রচার ॥"

সমুচ্চ হইয়া, বিদেশী ধাইয়া,

করেতে ধরিল, তাঁর ।

পরে সবাকার, অতিথিসংকার,

করে করি সদাচার ॥

পরদিন প্রভুষেতে ।

কাসীমবাজারে সবে, চলে একত্রেতে ॥

আসি উত্তরিল, ভৃত্যে বার্তা দিল,

বিচারক সত্ৰমেতে ।

আসি আওবাড়ি, ল'গে যায় বাড়ী,

সুখ লভি হৃদয়েতে ॥

শরৎ সহিত, দেখি আচম্বিত,

সুখমা, চপলা, বিদেশী ।

বিচারের পতি, চমকিত অতি,

জিজ্ঞাসে সম্বাদ বিশেষি ॥

“শরৎ তোমার, বিপদ-ব্যাপার,

শুনিয়া তোমার জীবনে ।

সন্দেহ করিয়া, দুঃখিত হইয়া,

ভেবেছি জাগ্রতে স্বপনে ॥

পরে সমাচার, পাইয়া তোমার,

দেখিতে বাসনা করিয়া ।

ভাবিতেছি মনে, তব বিবরণে,

আশ্চর্য্য মানিব শুনিয়া ॥

আশ্চর্য্য যেমন, করেছি চিস্তন,

ততোধিক দেখি ঘটনা ।

চপলা চতুর, সুখমা বদূর,

সাক্ষাৎ আশ্চর্য্য ঘোটনা ।

চপলা কেমনে, চতুরের সনে,

মিলিল নাপাই ভাবিয়া ।

এল বল বল, সে কথা সকল,

স্থখিত হইব শুনিয়া ॥

এ কথা শুনিয়া, হৃদয়ে ভাবিয়া,

শরৎ বিচার করিল ।

“নিদেনী, চতুর, শঙ্কা হ'লো দূর,

প্রতিজ্ঞা পালিতে হইল ॥”

যদি এই কথা, করিয়া অন্যথা,

বারতা চপলা ঘটিল !

যত ব্যভিচার, নাকরি প্রচার,

অন্য ভাবে করে রচিত ॥

শরৎ কি বলে, ভাবি চিন্তানলে,

চপলা চতুর ছুজনে ।

দহিতে লাগিল, নরন মৃদিল,

ভয়ে কাঁপি উঠে সদনে ॥

বিচারকে সম্বোধন করিয়া ।

চপলা চতুরে চাহিয়া ॥

কহিল শরৎ, যটে যথাবৎ, প্রথম আপৎ,

স্মরিয়া ।

“দশুতে ঘেরিল, সমর বাধিল, মুছিত হইল,
মুনিয়া ॥”

বিচারক এই কথা শুনিয়া ।

দশনে অর ঢাপিয়া ॥

ক্রোধভরে কয়, “অরে দুরাশয়, মাধব মিন্দয়,
হইয়া ।

মিলি দশজনে, পীড়িলি কেমনে, এমন দুজনে
ধরিয়া ॥”

শরৎ কহিল, “গোয়ে চেতনে ।

দেখি কেহ নাহি সে ক্ষণে ॥

বিপদ দেখিয়া, ব্যাকুল হইয়া, বেড়াই স্বজিয়া,
সঘনে ।

সঙ্কান হালোনা, হালো বিবেচনা, হারেছে ললনা
হুঙ্করনে ॥”

কণপরে পাইলাম দেখিতে ।

পাড়িয়া রয়েছে ভূমিতে ॥

সুঘোর প্রাণ, চির সমুদান, বুক ফেটে যায়,
ভাবিতে ।

নিশ্চয় হইল, ডাকাতে যারিল, এ প্রাণ বাচিল,
কাঁদিতে ॥

কাঁদি আর হায় হায় করিয়া ।

অমিহি দাতুল হইয়া ॥

বেথিয়া নয়নে, মেখলা বসনে, তুলিয়া যতনে,

লইয়া ।

হৃদে রাখি তাই, জীবন যুড়াই, সোজা পথে ফাই,

চলিয়া ॥

বিচারক কহে, “দুখা অমিলে ।

দুখা এত দুখ সাহিলে ॥

অমেতে তুলিয়া, আন্নারে স্থরিয়া, কেননা ফিরিয়া,

আসিলে ॥

হারায়ে সুখোণ, ঘটিল দুর্দোণ, কপালের ভোণ,

ভুগিলে ॥”

• শরৎ কহিল, “কাল নাহলে ।

• অসুখ তাজিবে কি বলে ॥

সেল'য়ে চলিল, বেগ না ফিরিল, আনিয়া ফেলিল,

যে স্থলে ।

সে ফুল-কানন, দেখি হৃষ্টমন, পাতিবু আসন,

ধরিলে ॥

অতি দুঃখি-বেশে মোরে দেখিয়া :

চপলা নিকটে আসিয়া ॥

আতিথ্য কারণে, কারণ বতন, তাহে নাহি মন
বুঝিয়া ।

চপলা চলিল, সন্ধ্যাও চইল, দিনও আইল,
বাইয়া ॥

জনকত অনুচর আসিল।

ছলে মোরে ভাকি নইল ॥

কিছু না বলিয়া, একগুহে গিয়া, আবদ্ধ করিয়া
রাখিল ।

দয়-মুর্তিমতী, এই গুণবতী, সেইসে মুকতি,
হইল ॥

সনে সেসময়ে, মধ্য রজনী ।

বেগে পলাইলু অধনি ॥

চপলাও ধায়, পাছু নাহি চায়, জিজ্ঞাসিলু তাঁর,
তখন

তুমি কোথা যাও ? কেনবা পলাও, গৃহে ফিরি যাও
এখন

তাহে এই প্রত্যুত্তর, করিল ।

“চপলা মরিতে চলিল ॥

কালি তবসনে. সাক্ষাৎ কারণে, অষ্ঠা সর্বজনে,-

ভাবিল ।

সহি পরিবার, বাঁচি নাহি সাধ, বাঁচিবার সাধ,

মিটিল ॥

মরিভাম কালি. জলে ডুবিয়া ।

হিনু তব মুক্তি লাগিয়া ॥

ভামার মোচন, হইল এখন, চলেছি মরণ.

চাহিয়া ।

শুনি এই মত, বুঝাইলু কত, নাবুখে বিরত.

হইয়া ॥

কহিলাম মৃত্যু-ইচ্ছা ছাড়িয়া ।

আমীর ভবনে বাইয়া ॥

খাক মনস্থখে. এসোনা এ মুখে. মরিবে কি দুখে,

ভাবিয়া ।

এ কথা শুনিয়া, নিশ্বাস ত্যজিয়া, কহিল কাঁদিয়া.

কাঁদিয়া ॥

“আছে কি, না আছে, আমি কে জানে”

বেড়ান বেধানে সেখানে ॥

বিবাহ করিয়া, গেছে যে চলিয়া, না এল কিরিয়া,

এখানে ।

কোথা পাব ভারে, যাব কোথ'কারে, তা'জিব এখানে
পরানে ॥

এই শেষকথা, শুনি শ্রবণে ।

ক্ষান্ত করি আশু মরণে ।

অমি নানা দেশ, চতুরের শেন, পাইয়া উদ্দেশ,

বতনে ।

চপলার দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, যাই পালটিয়া

ভ্রমণে ॥

চপলার বিবরণ, শ্রবণে ।

মনের সন্দেহ ছেদনে ॥

চপলার প্রতি, বিচারের পতি, হয় তুচ্ছ অতি,

এক্ষণে ।

ভয় গেল দূরে, হর্ষ আসি ক্ষুরে, চপলা চতুরে,

ছুজনে ॥

“কহিলাম মিথ্যা বিবরণ ।”

চপলা-চতুর-ভক্ত, করিয়া গোপন ॥

জানিয়া শুনিয়া সব, করিলাম অপহব,

পরিণামে তাপ সব, বুঝি এ কারণ ।

অথবা পরোপকারে, মিথ্যা বলা হ'তে পারে ”
চিন্তে ইহা বারে বারে, শরতের মন ॥

পুনরায় কথা আরম্ভিল ।

“অবিরত ভ্রমণের, ইচ্ছা নিরমিল ॥
এক স্থানে বসি শেষ, ধরিলাম যোগি-বেশ।
নিজন্তর সমুদ্দেশ, সে বেশে করিল ।
নাশব ধরিয়া স্তব্ধ আসে ত'য়ে দার পুর।
তিনি মাতা আসি পুর, প্রকাশ হইল ॥

সিচারক হুট হয়ে কয় ।

“কি সুখী হ'লাম তাহা বলিবার নয় ॥
বিধি হ'য়ে অনুকূল, এত দিনে দিলে কূল,
তোমার হৃৎথের মূল, এইবারে ক্ষয় ।
ফিরিয়াছে শুভাদৃষ্টি, হঠাৎ পাইল ইচ্ছা,
আর না হইবে কষ্ট, জানিবে নিশ্চয় । ”

শরৎ কহিল, “তার পর ।

তব আবাহনে আসি, হইয়া সত্বর ॥
তবমা জীবিত নাই, বিশ্বাস আছে ইহাই,
পথেতে হঠাৎ পাই, এ প্রাণ-সোসর ।
স্বামীসহ চপলায়ে, সঙ্গে করি একেবারে,

আমিলাম ভেটিবারে, ভ্রমীয় গোচর ॥”

স্বপ্নমার প্রাতি দৃষ্টি করি ।

কহিলেন বিচারক, বলহ বিবরি ॥

কেন কেন কি উদ্দেশে, ধরিয়া ভৈরবী-বেশে

ছিলে কয়ে সে বিদেশে, গৃহ পরিহারি

স্বপ্নমা নীরবে রয়, শরৎ সে কথা কর।

যেমন সে পরিচয়, বলেছে সুন্দরী ॥

বিচারক হ'য়ে আনন্দিত ।

নানাকথা বার্তা কহে শরৎসহিত ॥

অনুরোধ করি তার, দুদিন রাখি তথায়,

গোঘাটে করে বিদায়, তুমি যথোচিত ।

স্বপ্নমা বিরজা সজ্জ, গোঘাটে, প্রবেশি রঞ্জে,

হ'লো শরতের অঙ্গে, পুলক পুরিত ॥



স্বপ্নমার মাতা, পিতা, স্বপ্নমা বিহনে ।

অবিশ্রাম কাদে দোহে, বসি নিরাসনে ॥

দাসদাসী যত, নয় বটেতত, শোকেতে নিয়ত,

তাপিত মনে ।

তথাপি আশ্রয়, দেখি মনে হয়, শোকের নিলয়,

এই একশে ॥

গিয়াছে সুবমা তার, সুসমার মনে ।

আকাশে কি শোভা থাকে, চন্দ্রমাবিহনে ?।

খনা এল ঘরে, পর আলো করে পুনঃশোভাধরে,

সেই ভবনে ।

মেঘে থাকি ঢাকা, পুনঃ দিল দেখা, গগণের রাকা,

যেন গগণে ॥

বহু সুবমা আসি, করে সম্বোধন ।

মৃত-কানে হলে বেন, সুধা-বরিষণ ॥

ভাবে সে প্রকার, মাতাপিতা তার, চমকি দোহার,

মন নয়ন ।

দেখে দাঁড়াইয়া, সুবমা আসিয়া, শরতে লইয়া,

ডাকে সমন ॥

• “আজি শুকি সুবমা, আমার এল ঘরে !

একা নয় হারান শরতে, সঙ্গে করে ॥

হিলনা অন্তরে, এত হবে পরে, সুখের উপরে,

পুথি নিগরে ”।

এ কথা বলিবা, উভয়ে মিলিয়া, কন্যাবে টানিয়া,

হৃদয়ে ধরে ॥

প্রতিদানী যেই শুনে, এই সুসমারি ।

সেই আসে খেয়ে, রম্যপতির আগার ॥
 সকলের মন, আনন্দে মগন, তাহাতে যখন,
 শুনে আবার ।

উভয়ের পাশ, সব ইতিহাস, অধিক উল্লাস,
 হয় সবার ॥

রম্যপতি পোয়ে, শরতের পরিচয় ।
 কহিল জামাতা হেন, ভাগ্যে কারো হয় ॥
 লহর হইয়া, সুদিন দেখিয়া, কন্যা সমর্পিয়া,
 দম্বোষে রয় ।
 নিবর্তিল দুখ, প্রবর্তিল সুখ, হ'লো কি কোঁতুক,
 কবার নয় ॥

কিছু দিন বাস করি, স্বশুর-মদনে ।
 পরে ইচ্ছা যাই নিজ নিকেতনে ॥
 স্বশুরে তুষিয়া, বিদায় লইয়া, স্ত্রীক হইয়া,
 আসি ভবনে ।
 বধূর সহিত, হ'য়ে উপনীত, করে হরষিত,
 মায়ের মনে ॥

শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|--------|--------|------------------|------------------|
| ২ | ১৫ | নর কলেবর | নবকলেবর |
| ১৫ | ১৩ | উল্লাসে | উল্লাসে |
| ১৭ | ৫ | পাত্রে | পাত্রে |
| ১৮ | ৭ | স্ফটিক | স্ফটিক |
| ২৩ | ১২ | স্বচ্ছ | স্বচ্ছ |
| ২৩ | ২০ | সোনা | সোনা |
| ২৫ | ১৭ | স্বচ্ছ | স্বচ্ছ |
| ৩১ | ৪ | অনির্দ্বন্দ্বীয় | অনির্দ্বন্দ্বীয় |
| ৩৪ | ২১ | যাচ | যাচ |
| ৩৭ | ৩ | নাগ | নান |
| ৪২ | ১১ | ক্ষেপাপিনা | ক্ষেপাপিনা |
| ৪৬ | ১১ | সজ্জিনী | সজ্জিনী |
| ৪৮ | ৩ | লাবণ্য | লাবণ্য |
| ৪৮ | ৩ | সোনা | সোনা |
| ৪৮ | ১০ | সজ্জিনী | সজ্জিনী |
| ৫২ | ১২ | গিরী | গিরী |
| ৭২ | ২২ | গিরী | গিরী |
| ৭৪ | ১৫ | পাখার | পাখার |
| ৮২ | ১৮ | আশা | আশা |
| ৯০ | ১৭ | ভোলেনা | ভোলেনা |
| ৯৩ | ৩ | জগৎ | জগৎ |
| ৯৮ | ৫ | ভাগ | ভাগ |
| ৯৮ | | গি | গি |

| | | | |
|-----|----------|--------------|--------------|
| ১০৫ | ১৬ | পাহুরী | পাহুড়ী |
| ১০৬ | ১৩ | ভাণ্ডে | ভাণ্ডে |
| ১০৭ | ১০ | কুটির | কুটির |
| ১১৭ | ১০ | কানে | কানে |
| ১৩২ | ২১ | চণ্ডালের | চণ্ডালের |
| ১৪২ | ৮ | কানে | কানে |
| ১৬৬ | ৩ | প্রতি পতিরয় | প্রতি পতিরয় |
| ১৮৩ | ১৪ | উর্কে | উর্কে |
| ১৯২ | ১৬ | বিরশ | বিরশ |
| ২০২ | ১ | পুরাণ | পুরাণ |
| ২০৩ | ৪ | শান্তি | শান্তি |
| ২১১ | ১৬/১৭ | অস্থিত | অস্থিত |
| ২১৪ | ১০ | ধূসর | ধূসর |
| ২২৫ | ২ | আমাব | আমাব |
| ২২৬ | ৩ | আরম্বর | আরম্বর |
| ২৩৬ | ৭ | ভান্ডিল | ভান্ডিল |
| ২৩৭ | ৮ | কদর | কদর |
| ২৩৮ | ১৫ | মুখ | মুখ |
| ২৪৩ | ৪ | আজি | আজ |
| ২৪০ | ১৭ | মুঁতি | মুঁতি |
| ২৪০ | ১৭/১৮/২১ | গো | — |
| ২৪০ | ১৮ | বাখা | বাখা |
| ২৪১ | ২১ | সতিত | সতিত |
| ২৪৫ | ২২ | কোণে স | কোণে |
| ২৪৬ | ২ | কাছে-আছে | কাছে-কাছে |
| ২৫০ | ১৪ | পুণো | পুণো |

